ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

(Matthew Henry Commentary)

যোহনের পত্রাবলি ও যিহূদার পত্রের উপর লিখিত টীকাপুস্তক

Commentary on the Letters of John and the Letter of Jude

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

যোহনের পত্রাবলি ও যিহূদার পত্রের উপর লিখিত ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাস্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

ইন্টারনাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্স ফর চার্চেস এন্ড ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Letters of John and the Letter of Jude

Primary Translator : Joash Nitol Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)
   Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7

Uttara Model Town

Dhaka 1230, Bangladesh

https://www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

যোহনের লেখা প্রথম পত্র

ভূমিকা

খ্রীষ্টান মণ্ডলীর প্রথাগত ধারণা অনুসারে এই পত্রটি প্রেরিত যোহনের কাছ থেকেই এসেছে। তথাপি আমরা আরও কিছু বিষয় লক্ষ্য করতে পারি যা আমাদেরকে এই প্রথাগত ধারণার সপক্ষে প্রমাণ দেখাবে। আমরা দেখতে পাই যে, এই পত্রের লিপিকার ছিলেন প্রেরিতদের একজন, কারণ তিনি আমাদের মধ্যস্থতাকারী খ্রীষ্টের মানবীয় সত্তার পরিচয় লাভের সাক্ষ্য আমাদেরকে দান করছেন: *যা আদি থেকে ছিল, যা আমরা শুনেছি, স্বচক্ষে দেখেছি, নিরীক্ষণ করেছি এবং নিজের হাতে স্পর্শ করেছি, জীবনের সেই বাক্যের বিষয় লিখছি*, পদ ১। এখানে এ বিষয়টি লক্ষ্যণীয় যে, প্রভু যীশু স্বয়ং তাঁর পুনরুত্থানের পর থোমাকে তাঁর হাতের ও পায়ের পেরেকের চিহ্ন এবং তাঁর বুকের বর্শার চিহ্ন দেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন, যা লিপিবদ্ধ করেছেন প্রেরিত যোহন। নিশ্চয়ই এই সাক্ষ্যদাতাকে হতে হবে সেই শিষ্যদের মধ্যে একজন, যাদেরকে প্রভু যীশু তাঁর পুনরুত্থানের দিনই তাঁর হাত ও বুকের ক্ষত দেখিয়েছিলেন, যোহন ২০:২০। কিন্তু আমরা যাতে নিশ্চিত হতে পারি যে, এই প্রেরিতটি কে ছিলেন, সেজন্য আমরা রচনাশৈলী বা লেখার ধরন বিচার করব না। আমরা বরং খুব সহজেই যোহনের লেখা সুসমাচারের সাথে এই পত্রের ভাষা মিলিয়ে নিতে পারি, কারণ সেখানেও লেখক যোহন চমৎকারভাবে আমাদের ত্রাণকর্তার উপাধি ও গুণাবলী প্রকাশ করেছেন: বাক্য, *জীবন, জ্যোতি; তাঁর নাম ছিল ঈশ্বরের বাক্য*। এই পত্রের ১:১ ও ৫:৭ পদের সাথে যোহন ১:১ ও প্রকাশিত বাক্য ১৯:১৩ পদের তুলনা করুন। এই পদগুলোতে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ভালবাসার ব্যাপারে একমত প্রকাশ করা হয়েছে (১ যোহন ৩:১ ও ৪:৯; যোহন ৩:১৬) এবং আমাদের পুনর্জন্ম লাভ বা ঈশ্বরতে জন্মগ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে (১ যোহন ৩:৯ ও ৪:৭; যোহন ৩:৫,৬)। সব শেষে বলা যায়, এই পত্রে পরোক্ষভাবে সুসমাচারের সেই অংশের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে পরিত্রাণকর্তার উন্মুক্ত বক্ষ থেকে জল ও রক্ত বের হওয়ার বর্ণনা রয়েছে: তিনি সেই যীশু খ্রীষ্ট, যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন, ১ যোহন ৫:৬। এভাবেই পত্রটি পরিষ্কারভাবে দেখায় যে, যোহনের লেখা সুসমাচারের লেখক আর এই পত্রটির লেখক একই ব্যক্তি। পত্রটির লেখক যে যোহনই, সেটা তাঁর সুসমাচারের আরেকটি অংশ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়। যোহন তাঁর সুসমাচারের শেষ অংশে (যোহন ২১:২৪) এভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন: *সেই শিষ্যই এসব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং এসব লিখেছেন; আর আমরা জানি তাঁর সাক্ষ্য সত্যি*। এই একই শিষ্য সম্পর্কে পিতর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *প্রভু, এর কি হবে?* আর তার জবাবে প্রভু যীশু বলেছিলেন, *আমি যদি ইচ্ছা করি, এ আমার আগমন পর্যন্ত থাকে, তাতে তোমার কি?* (পদ ২২)। এই শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নলিখিত উপায়ে:-

১. এ সেই শিষ্য যাঁকে যীশু ভালবেসেছেন, যিনি খ্রীষ্টের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

ভূমিকা

২. তিনি খ্রীষ্টের বুকে হেলান দিয়ে বসে ভোজ গ্রহণ করেছিলেন।

৩. তিনি প্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *প্রভু, সে কে যে আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?*

এর পরে আমাদের আর সন্দেহ করার কোন অবকাশ থাকে না যে, এই শিষ্য হলেন যোহন, যিনি সুসমাচারটির লেখক এবং সেই ভালবাসার পাত্র যোহনই এই পত্রটির লেখক।

পত্রটি সর্বসাধারণের জন্য লেখা হয়েছে, কোন বিশেষ মণ্ডলী বা বিশেষ কোন ব্যক্তির উদ্দেশে নয়। এই পত্রটি লেখা হয়েছিল বিভিন্ন মণ্ডলীতে পাঠানোর উদ্দেশ্যে। একাধিক মণ্ডলীর কাছে পত্রটি নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে তা পাঠ করা হবে, যেন তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসে দৃঢ় করে তোলা যায় ও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর মহিমা সম্পর্কে আরও জ্ঞান ও ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ করে তোলা যায়, সেই সাথে ভণ্ডদের ও প্রলোভনকারীদের বিপক্ষে তাদেরকে শক্ত অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়। ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি ভালবাসায় তিনি প্রতিটি মণ্ডলীর প্রতিটি বিশ্বসীকে পূর্ণ করতে চেয়েছেন। বিশেষত বিশ্বাসীদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা ছিল যোহনের অন্যতম শিক্ষা, কারণ এই ভালবাসা আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে উপহার হিসেবে, যিনি এই ভালবাসার মধ্য দিয়েই তাদেরকে এক করেন এবং এই ভালবাসার গুণেই বিশ্বাসীরা এক অনন্ত জীবন লাভ করে।

প্রেরিত যোহনের লেখা প্রথম পত্র

অধ্যায় ১

এই অধ্যায়টিতে রয়েছেঃ খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর উৎকৃষ্টতার বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ, পদ ১.২। এর পরে আমরা দেখতে পাই ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের সাথে সহভাগিতা (পদ ৩) ও আনন্দ, পদ ৪। ঈশ্বরের বর্ণনা, পদ ৫। কীভাবে আমাদের চলা উচিত সেই নির্দেশনা, পদ ৬। এমনভাবে চলার সুফলগুলো, পদ ৭। ক্ষমা লাভের উপায়, পদ ৯। আমাদের পাপ স্বীকার না করার ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য পরিণতি, পদ ৮-১০।

১ যোহন ১:১-৪ পদ

প্রেরিত যোহন পত্রের শুরুতে তাঁর নাম ও বিশেষণ যুক্ত করেন নি (যেমনটা অনেক হিব্রুভাষী লেখকরা করতেন)। হতে পারে তিনি তাঁর নম্রতার কারণে তা করেন নি, নতুবা তিনি চেয়েছেন খ্রীষ্টিয় পাঠকরা তাঁর লেখকত্বের মূল্য অনুসারে পত্রটিকে বিচার না করে যেন পত্রে যা লেখা হয়েছে তার গুরুত্ব অনুসারে পত্রটি বিবেচনা করে ও বিষয়বস্তুর কারণেই যেন পত্রটি তাদের কাছে গৃহীত হয়। সে কারণে তিনি এভাবে শুরু করেছেনঃ-

ক. মধ্যস্থতাকারী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বৈশিষ্ট্যগত বিবরণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। তিনি প্রত্যেকটি সুসমাচারের কেন্দ্রীয় চরিত্র, আমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশার উৎস ও বিষয়বস্তু, ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি। তাঁকে আমাদের সবচেয়ে ভালভাবে জানা দরকার। তাই সেভাবেই তাঁকে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছেঃ-

১. *জীবন বাক্য* হিসেবে, পদ ১। সুসমাচারে জীবন ও বাক্য আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আর এখানে তিনি প্রথমে জীবন ও পরে বাক্য উল্লেখ করেছেন, যোহন ১:১। এর মধ্য দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন যে, খ্রীষ্টই আমাদের জীবন। তাঁতেই আমাদের জীবন নিহিত রয়েছে এবং তিনিই প্রকৃত জীবন। *তাঁর মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবনই ছিল মানুষের জ্যোতি*, যোহন ১:৪। দু'টোকে একত্রিত করে এখানে বলা হয়েছেঃ *জীবনের বাক্য*, অপরিহার্য বাক্য। তিনিই স্বয়ং বাক্য। তিনি সরাসরি পিতার কাছ থেকে এসেছেন, যেভাবে একজন বক্তার মুখ থেকে বাক্য নির্গত হয়। খ্রীষ্ট হলেন logos prophorikos, আমাদের জীবন্ত বাক্য।

২. *অনন্ত জীবন* হিসেবে। তাঁর স্থায়িত্বকাল আমাদের সামনে তাঁর মহত্ত্বকে প্রকাশ করে।

তিনি অনন্তকাল ধরে আছেন। তাই তাঁর জীবন একান্তভাবে আমাদের জন্য অপরিহার্য। পবিত্র শাস্ত্র অনুসারে তাঁর আদি নেই, অন্তও নেই। তাঁকে কেউ সৃষ্টি করে নি, তাই কেউ তাঁর ধ্বংসও সাধন করতে পারবে না। তাঁর অনন্তকালীনতা সম্পর্কে এটাই বুঝিয়েছেন প্রেরিত যোহন; *à parte ante*, অর্থাৎ তিনি একেবারে আদি থেকে বা সৃষ্টির শুরু থেকেই ছিলেন: যখন তিনি পিতার কাছে ছিলেন, যখনও তিনি প্রকাশিত হন নি এবং যখন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সৃষ্টি করা হয় নি, যোহন ১:২,৩। এ কারণে তিনি অনন্তকালীন, অপরিহার্য ও অফুরান সত্তা। তিনিই আমাদের চিরঞ্জীব জীবন্ত পিতার মুখনিসৃত বাক্য।

৩. আর সেই জীবন প্রকাশিত হলেন (পদ ২), মাংসে মূর্তিমান হলেন, আমাদের কাছে প্রকাশিত হলেন। অনন্ত জীবন নিজে মরণশীলতাকে গ্রহণ করলেন, রক্ত ও মাংসের দেহ ধারণ করলেন (অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানবীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করলেন) এবং আমাদের মাঝে বসবাস করলেন ও আমরা তাঁর মহিমা দেখলাম, যোহন ১:১৪। এখানে আমরা খ্রীষ্টের দয়া ও ভালবাসার নিদর্শন দেখতে পাই, কারণ মানুষকে ভালবাসার কারণেই তিনি নিজে অনন্ত জীবন হয়েও মানবীয় মরণশীল জীবন গ্রহণ করেছেন, যেন মানুষকে তিনি অনন্ত জীবন দিতে পারেন।

খ. আমাদেরকে এই সাক্ষ্য ও প্রমাণ দেখানো হয়েছে যে, প্রেরিত যোহন ও তাঁর সতীর্থ ভাইয়েরা এই পৃথিবীতে পরিত্রাণকর্তার উপস্থিতি ও তাঁর সান্নিধ্যে সময় কাটানোর অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর মানবীয় স্বভাবের বৈশিষ্ট্যগুলো যথেষ্ট পরিমাণে তুলে ধরা হয়েছে। *জীবন, জীবনের বাক্য, অনন্ত জীবন* – এগুলো দেখা যায় না বা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না। কিন্তু সেই জীবন কারও মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হলে অবশ্যই তা অনুভব করা যায়। কাজেই খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঠিক সেটাই ঘটেছিল। জীবনকে রক্ত-মাংসের পোশাকে মোড়ানো হয়েছে, তাকে একটি কাঠামো দেওয়া হয়েছে এবং তাকে মানবীয় স্বভাব দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে। এতে করে জীবনের অস্তিত্ব ও স্থিতিশীলতার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। স্বর্গীয় এই জীবন, বা মাংসে মূর্তিমান বাক্য নিজে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছিলেন ও নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ রেখেছিলেন, যা প্রত্যেক প্রেরিত ও শিষ্য তাঁদের নিজ ইন্দ্রিয় দিয়ে স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন।

১. তাঁদের কান দিয়ে: *যা আমরা শুনেছি*, পদ ১,৩। এই জীবনের ছিল একটি মুখ এবং জিহ্বা, যা জীবনের বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারত। প্রেরিতরা শুধু যে তাঁর সম্পর্কে কথা শুনেছেন তা-ই শুধু নয়, বরং সেই সাথে তাঁরা নিজেরাও তাঁর মুখের কথা শুনেছিলেন। প্রায় তিন বছরের বেশি সময় ধরে তাঁরা তাঁর পরিচর্যা কাজের অংশীদার ছিলেন, জনগণের কাছে তাঁর শিক্ষা দান ও প্রচারের সাক্ষী তাঁরা ছিলেন। তাঁরা এই সকল কথা শুনে বিমোহিত হয়েছিলেন, কারণ এমন করে আর কোন মানুষকে তাঁরা এর আগে কখনো কথা বলতে শোনেন নি। স্বর্গীয় বাক্য আমাদের কানে প্রবেশ করে এবং আমাদের উচিত সেই জীবনদায়ী বাক্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। এই পৃথিবীতে জীবনদায়ী জীবন্ত বাক্য খ্রীষ্টের প্রত্যেকটি কথা ও কাজের সাক্ষী ও অনুসারী ছিলেন তাঁর প্রেরিতগণ।

২. তাঁদের চোখ দিয়েঃ *যা স্বচক্ষে দেখেছি*, পদ ১-৩। বাক্য হয়ে উঠেছিলেন দর্শনীয়, যার রবই শুধু শোনা যায় নি, তা দেখাও গিয়েছিল। প্রকাশ্যে, ব্যক্তিগতভাবে, দূর থেকে ও কাছ থেকে তাঁকে বহু মানুষ নিজেদের চোখে দেখতে পেয়েছে। প্রেরিতের ভাষ্য অনুসারে তাঁরা প্রত্যেকে খ্রীষ্টের জীবন ও পরিচর্যা কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা অবলোকন করেছেন পর্বতে তাঁর রূপান্তর, তাঁর ক্রুশারোপণ, তাঁর রক্তক্ষরণ, তাঁর মৃত্যু ও ক্রুশের উপরে ঝুলন্ত তাঁর মরদেহ। তাঁরা আরও দেখেছেন কবর থেকে উঠে আসা তাঁর পুনরুত্থিত দেহ। প্রেরিতরা যেমন তাঁর কথা শুনেছিলেন, তেমনি তাঁরা তাঁর সকল কাজের ও কথার প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন। *বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বাপ্তিস্ম থেকে আরম্ভ করে, যেদিন প্রভু যীশু আমাদের কাছ থেকে ঊর্ধ্বে নীত হন, সেদিন পর্যন্ত যত দিন তিনি আমাদের কাছে ভিতরে আসতেন ও বাইরে যেতেন, তত দিন সব সময় যাঁরা আমাদের সহচর ছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হওয়া আবশ্যক*, প্রেরিত ১:২১,২২। *আমাদের যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম ও আগমনের বিষয় যখন তোমাদের জানিয়েছিলাম, তখন আমরা কৌশল-কল্পিত পৌরাণিক গল্পের অনুগামী হই নি, কিন্তু তাঁর মহিমার চাক্ষুষ সাক্ষী হয়েছিলাম*, ২ পিতর ১:১৬।

৩. তাঁদের অন্তরের অনুভূতি দিয়ে, তাঁদের মনের চোখ দিয়েঃ *যা আমরা নিরীক্ষণ করেছি*। এর আগে স্বচক্ষে দেখার যে প্রকাশভঙ্গিটি উপস্থাপন করা হয়েছে, তার থেকে এই প্রকাশভঙ্গিটির অর্থ আলাদা। প্রেরিত যোহন তাঁর সুসমাচারে যা বলেছেন তার সাথে এই কথার মিল পাওয়া যায় (যোহন ১:১৪): *আর আমরা তাঁর মহিমা দেখলাম* – etheas-ametha, যেমন পিতা থেকে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ। এখানে সরাসরি তাঁরা চোখ দিয়ে যা দেখেছেন তা বোঝানো হয় নি, বরং তাঁরা যা অনুভব করেছেন ও অন্তরে যা উপলব্ধি করেছেন তার কথাই বোঝানো হয়েছে। "আমরা যা সুচারুভাবে নিরীক্ষণ করেছি, অনুধাবন করেছি এবং দেখেছি, আমরা জীবনের এই বাক্য সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি, তা আমরা প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করেছি।" তাঁদের অনুভূতিই তাঁদের অন্তরকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করেছে।

৪. তাঁদের হাত ও স্পর্শের ও অনুভূতির মাধ্যমেঃ *নিজের হাতে স্পর্শ করেছি*। এখানে অবশ্যই নিশ্চিতভাবে এই সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে যে, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর প্রেরিতদেরকে মৃত্যু থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পর তাঁর দেহের অস্তিত্বের সত্যতা ও বাস্তবতার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। যখন তিনি তাঁদেরকে প্রথম তাঁর হাত ও বুকের ক্ষতস্থান দেখতে দিয়েছিলেন, সে সময় তিনি সম্ভবত তাদেরকে তা স্পর্শ করতে দিয়েছিলেন। তিনি এটাও জানতেন যে, থোমা খ্রীষ্টকে ও তাঁর ক্ষতস্থান স্বচক্ষে দেখে ও তা স্পর্শ না করে তাঁর পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। সে কারণে তিনি দ্বিতীয়বার প্রেরিতদের মাঝে উপস্থিত হয়ে থোমাকে ডাকলেন, যেন সকলের সামনে তিনি তাঁর কৌতূহল মেটাতে ও বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন, সেই সাথে অন্যদের বিশ্বাসের ভিতও মজবুত করতে পারেন। অদৃশ্য জীবন ও বাক্যের কারণে কখনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সাক্ষ্যকে উপেক্ষা করা হয় নি। ইন্দ্রিয় অনুভূতি এমন এক উপাদান যা ঈশ্বর আমাদেরকে

দান করেছেন ও যীশু খ্রীষ্ট অনুমোদন দিয়েছেন, যেন তা যথাস্থানে ও যথা সময়ে আমাদেরকে সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত তথ্য দান করার মধ্য দিয়ে উপকৃত করে। আমাদের প্রভু তাঁর প্রেরিতদেরকে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি ও আত্মার উপলব্ধি, উভয় দিক থেকে যথাসম্ভব সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, যেন তাঁরা সারা পৃথিবীতে তাঁর খাঁটি ও অকৃত্রিম সাক্ষ্য দান করতে পারেন। যারা সুসমাচার প্রচার শুনবেন, তাদের কাছে যেন প্রচারক প্রেরিতদের কথা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য মনে হয়। তাঁদের প্রকাশভঙ্গি ও বাচনভঙ্গিতে সেই আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠার প্রয়োজন ছিল, যা শ্রোতাদের মনে বিশ্বাস গেঁথে তোলার জন্য অন্যতম ভূমিকা পালন করবে। তাদের সামনে নিজেকে স্পর্শ করতে দেওয়ার মূল কারণটি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে: *আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি, তার সংবাদ তোমাদেরকেও দিচ্ছি*, পদ ৩। যে প্রেরিতরা এত দিন যাবৎ যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ সাহচার্যে ছিলেন ও প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে অনুভব করেছেন, তাঁদের সাক্ষ্য অবশ্যই নিঃসন্দেহে বিশ্বাসযোগ্য। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচারের সাক্ষ্য বহন করার জন্য পরিচর্যাকারী ও প্রচারকদের অবশ্যই সর্বাংশে প্রস্তুত হতে হবে, সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে এই সত্যকে ধারণ করতে হবে। ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যতাকে প্রত্যাখ্যান করলে পরিশেষে সম্পূর্ণ খ্রীষ্টিয় প্রত্যাদেশই এক সময় প্রত্যাখ্যাত হতে শুরু করে। *তিনি তাঁদের অবিশ্বাস ও মনের কঠিনতার জন্য তাঁদেরকে তিরস্কার করলেন; কেননা তিনি পুনরুত্থিত হলে পর যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন, তাঁদের কথায় তাঁরা বিশ্বাস করেন নি*, মার্ক ১৬:১৪।

গ. খ্রীষ্টিয় মহান সত্য ও শিক্ষার এই সকল ভিত্তি ও প্রমাণের আনুষ্ঠানিক সত্যায়ন ও সাক্ষ্য দানের মধ্য দিয়ে প্রেরিত যোহন আমাদের সন্তুষ্টির নিশ্চয়তা দান করেছেন: *আমরা তা দেখেছি ও সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি*, পদ ২। *আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি, তার সংবাদ তোমাদেরকেও দিচ্ছি*, পদ ৩। প্রেরিতরা তাঁদের অনুসারীদেরকে এই সত্যের নিশ্চয়তা দিতে পেরেছিলেন, কারণ তাঁরা নিজেরা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে সেই সত্যের নিশ্চয়তা লাভ করেছিলেন। এ কারণে পৃথিবীতে খ্রীষ্টিয় সত্য ও শিক্ষা ঘোষণা করার কাজে তাঁর ছিলেন অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী ও অবিচল। জ্ঞান ও অন্তরের শুদ্ধতা তাঁদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে তাঁদের মুখে কথা যে কোন বানানো বা অভিসন্ধিমূলক কথা নয়, তা তাঁরা সাফল্যের সঙ্গেই এই পৃথিবীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্য স্বয়ং তাঁদের মুখ দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল এবং মানুষের সামনে স্বপক্ষে সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছিল। *আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি তা না বলে থাকতে পারি না*, প্রেরিত ৪:২০। প্রেরিতরা যে সত্যকে গ্রহণ ও ধারণ করেছেন তা সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্টভাবে নিশ্চিত থাকা অপরিহার্য ছিল। তাদের পবিত্র ধর্মের প্রমাণ স্বচক্ষে দেখা তাদের প্রয়োজন ছিল। খ্রীষ্টিয় ধর্মের মহান সত্য আলোকে ভয় করে না, সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতেও পিছ-পা হয় না। অন্তর ও চেতনাকে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দান করার সক্ষমতা এই সত্যের আছে। *আমি চাই যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমাদের ও লায়দিকেয়াস্থ লোকদের জন্য ও যত লোক আমাকে সম্মুখাসম্মুখি দেখে নি, তাদের জন্য আমি কত দূর প্রাণপণ করছি। আমি চাই যেন তাদের অন্তরে উৎসাহ পায়, তারা ভালবাসায় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে জ্ঞানের নিশ্চয়তারূপ সমস্ত ধনে ধনী হয়ে উঠে, যেন ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে জানতে পায়*, কলসীয়

২:১,২।

ঘ. প্রেরিতরা কেন এই পবিত্র বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ এবং সেই সাথে এর বিস্তারিত প্রামাণ্য সাক্ষ্য মানুষের কাছে উপস্থাপন করেন তার একটি অকাট্য যুক্তি। এই যুক্তিটি দুই ভাগে বিভক্ত:-

১. এই সত্যে যারা বিশ্বাস করে তারাও প্রেরিতদের মত একই আনন্দের ভাগী হন: *আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি, তার সংবাদ তোমাদেরকেও দিচ্ছি, যেন আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও সহভাগিতা থাকে*, পদ ৩। যোহন এখানে কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা একই মণ্ডলীর সদস্য হওয়ায় যে সহভাগিতা পাওয়া যায় তার কথা বলছেন না। বরং তিনি এখানে প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যকার খ্রীষ্টিয় সহভাগিতার কথা বুঝিয়েছেন। স্বর্গীয় এক চমৎকার সহভাগিতায় তারা সকলে আবদ্ধ হবে এবং অনুগ্রহে পূর্ণ হবে। "আমরা এ কথা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমরা আমাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও সুখ-আনন্দের সহভাগী হবে।" সুসমাচারের আত্মা যাদের রয়েছে (কিংবা যারা সুসমাচারের অনুগ্রহে আনন্দিত হয়েছেন), তারা অন্যদেরকে সুখী দেখতে পেলে নিজেরাও আনন্দিত হন। আমরা এখানে দেখি, সারা পৃথিবীয় ঈশ্বরের সমস্ত মণ্ডলী জুড়ে একটি সার্বজনীন সহভাগিতা বিদ্যমান রয়েছে। এই মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিভিন্ন পার্থক্য বা বিশেষ অনন্য বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে উঁচু স্তরের পুরোহিত থেকে শুরু করে সাধারণ বিশ্বাসী পর্যন্ত প্রত্যেক ঈশ্বরভক্ত মানুষ এই সহভাগিতার অংশীদার (বা এই সুযোগ ও সম্মান লাভের জন্য সমান যোগ্য)। কিছু কিছু বিশ্বাস যেমন অমূল্য, তেমনি বিশ্বাসকে পুরস্কৃত ও শোভিত করার জন্য রয়েছে কিছু অমূল্য প্রতিজ্ঞা এবং তা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করার জন্য রয়েছে কিছু অমূল্য অনুগ্রহ এবং মহিমা। প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরই উচিত এই বিশেষ লক্ষ্য অভিমুখে অগ্রসর হওয়া, যেন এই সহভাগিতার মূল মাধ্যম তথা বিশ্বাসের প্রতি তারা নিবদ্ধ থাকতে পারেন। প্রেরিতদের উচিত যেন তারা যে অনুগ্রহ লাভ করেছেন তার জন্য সর্বস্তরের বিশ্বাসীদের সাথে সহভাগী হওয়া। এর মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাবে তাঁদের পরিচয় এবং তাঁদের উদ্দেশ্য: *আমাদের যে সহভাগিতা তা পিতার এবং তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে*। পিতার সাথে এবং তাঁর পুত্রের সাথে আমাদের সহভাগিতা রয়েছে এবং তাঁদের সাথে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত সুখকর। আমরা সব সময় তাঁদের কাছ থেকে আত্মিক অনুগ্রহ লাভ করে থাকি এবং তাঁদের সাথে আমরা আত্মার মধ্য দিয়ে কথোপকথন করি। এটাই তাঁদের সাথে আমাদের চিরকাল বসবাস করার চিহ্ন এবং তাঁদের সাথে স্বর্গীয় সুখভোগ করার নিশ্চয়তা। সুসমাচারের সত্য আমাদেরকে কী বলতে চায় তা লক্ষ্য করুন: আমাদেরকে পাপ ও পৃথিবী থেকে উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া এবং পিতা ও পুত্রের গৌরবময় সহভাগিতায় মিলিত করা। মাংসিক পার্থিব জীবন যাপনের শেষে আমাদের জন্য কেন অনন্ত জীবন অপেক্ষা করছে তা দেখুন: যেন পুত্র আমাদেরকে অনন্ত জীবনে পিতার সাথে চিরকালীন সহভাগিতায় মিলিত করতে পারেন ও নিজেও মিলিত হতে পারেন। লক্ষ্য করুন, পিতা ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সাথে যাদের আত্মিক অনুগ্রহপূর্ণ সহভাগিতা নেই, তারা খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস ও বিশ্বাসের ভিত্তি থেকে কত না দূরে অবস্থান করছে।

২. যেন বিশ্বাসীরা পবিত্র আনন্দে উৎফুল্ল হতে পারেন: আমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এজন্য এসব লিখছি, পদ ৪। সুসমাচারের প্রত্যাদেশ ভয়ের, দুঃখের বা ত্রাসের নয়, বরং শান্তির ও আনন্দের। সিনাই পর্বতে আতঙ্ক ও বিস্ময় গ্রাস করাটা যুক্তিযুক্ত, কিন্তু সিয়োন পর্বতে রয়েছে শুধু গৌরব ও আনন্দ, কারণ এখানে অনন্তকালীন বাক্য, আমাদের সকলের অনন্ত জীবন মাংসে মূর্তিমান হয়েছেন। খ্রীষ্টিয় ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্বের অন্যতম একটি দিক হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের স্বর্গীয় আনন্দ লাভ। আমাদের সব সময় আনন্দ করা উচিত, কারণ চিরকালীন পুত্র আমাদের জন্য মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন ও মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তিনি আমাদের পাপের বিপরীতে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, তিনি পাপ ও মৃত্যু ও নরককে জয় করেছেন, তিনি এখন আমাদের স্বর্গীয় পিতার কাছে আমাদের মধ্যস্থতাকারী ও পক্ষসমর্থনকারী হিসেবে উপবিষ্ট রয়েছেন এবং তিনি তাঁর বিশ্বস্ত বিশ্বাসীদেরকে মহিমায় ও গৌরবে পূর্ণ করে স্বর্গে নিয়ে যেতে এই পৃথিবীতে আবারও ফিরে আসবেন। আর সেই কারণে যারা আত্মিক আনন্দে পূর্ণ নয়, তাদের কাছে খ্রীষ্টিয় প্রত্যাদেশ কোন অর্থ বহন করে না। বিশ্বাসীদেরকে ঈশ্বর, তাঁর পুত্র ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের সাথে সুখময় সম্পর্কের দরুন আনন্দিত হতে হবে। সকল বিশ্বাসী একযোগে তাদের পাপের ক্ষমা, তাদের মানবীয় স্বভাবের পবিত্রকরণ, তাদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন এবং তাদের স্বর্গীয় প্রভুর কাছ থেকে পরম নিশ্চিত ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা লাভের কারণে অবশ্যই ঈশ্বরকে গৌরব ও মহিমান্বিত করা এবং উল্লাস প্রকাশ করা প্রয়োজন। তারা যখন তাদের পবিত্র বিশ্বাসের নিশ্চয়তা লাভ করবেন, তখন তারা কত না আনন্দিত হবেন! *শিষ্যেরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে থাকলেন*, প্রেরিত ১৩:৫২।

১ যোহন ১:৫-৭ পদ

সুসমাচারের প্রকৃত অনুপ্রেরণা দানকারী রচয়িতার সত্য ও তাঁর মর্যাদা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে প্রেরিত যোহন আমাদের সামনে এক নতুন বার্তা উপস্থাপন করেছেন। এই বার্তার সার-সংক্ষেপিত ভাবার্থ হচ্ছে আমাদের পবিত্র ধর্মের প্রতি সুসমাচারের মহান সত্যের সাক্ষ্য ও সুনিশ্চিত প্রমাণ।

ক. এখানে প্রেরিত যোহন যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে আমাদেরকে বিশেষ বার্তা প্রদান করছেন: *আমরা যে বার্তা তাঁর কাছে শুনে তোমাদের জানাচ্ছি* (পদ ৫)। প্রেরিতরা স্বয়ং ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার কাছ থেকে তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে এই বার্তা শুনেছেন। তিনিই প্রেরিতদেরকে সুসমাচার প্রচার কাজে প্রেরণ করেছিলেন। সে কারণে বিগত অংশটিতে তাঁকে নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে এবং এই অংশটিতেও তাঁর বর্ণনা আমরা দেখতে পাই। প্রেরিত ও প্রৈরিতিক পরিচর্যাকারীরা হলেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বার্তাবাহক দূত। এই প্রেরিতরা যাঁকে তাঁদের প্রভু বলে স্বীকার করেন, তাঁর মুখের বাক্য ও তাঁর সুসমাচারের বার্তা পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্ত ও প্রতিটি মণ্ডলীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার মত দায়িত্ব পালন করাটা তাঁদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। এটাই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রজ্ঞা ও তাঁর উপস্থিতির প্রকাশ, কারণ তিনি আমাদেরই মত মানুষের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে তাঁর

বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন। তিনি মানবীয় দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন, যেন আমরা তাঁর প্রেরিতদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিই। প্রেরিতদের লক্ষ্যই ছিল এই যে, তাঁরা নিজেরা যে বার্তা ও সুসমাচার গ্রহণ করেছেন, তা যেন তাঁরা বিশ্বস্ততার সাথে প্রত্যেকের কাছে উপস্থাপন করতে পারেন। তাঁদের কাছে যে বার্তা প্রদান করা হয়েছিল তা অন্যদের কাছে জানানো তাঁদের জন্য এক মহা দায়িত্ব ছিলঃ *আমরা যে বার্তা তাঁর কাছে শুনেছি, তা তোমাদের জানাচ্ছি*। জীবনের বাক্য, অনন্তকালীন বাক্যের কাছ থেকে আসা বার্তা, যা আমরা অবশ্যই সানন্দচিত্তে গ্রহণ করব। যে ঈশ্বরের প্রতি আমরা আমাদের সেবা দান করব এবং যাঁর কাছে আমরা নিজেদেরকে সমর্পণ করেছি, সেই ঈশ্বরের পরিচয় আমরা এই মহান বার্তায় পাইঃ *ঈশ্বর হচ্ছেন জ্যোতি এবং তাঁর মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নেই*, পদ ৫। এই বক্তব্য ঈশ্বরের স্বর্গীয় উৎকৃষ্টতা ও সর্বশ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর প্রকৃত সৌন্দর্য এবং নির্মলতা একমাত্র আলোর সাথে তুলনা করলে কিছুটা হলেও উপলব্ধি করা যেতে পারে। তিনি আত্মিকতা, পবিত্রতা, শুদ্ধতা, প্রজ্ঞা ও মহিমার দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর মধ্যে রয়েছে উৎকৃষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্বের চরম নিদর্শন। তাঁর ভেতরে নেই কোন খুঁত বা ঘাটতি, নেই কোন কলুষতা বা কোন বৈপরীত্য, নেই কোন ক্ষয় বা পরিবর্তনশীলতাঃ *তাঁর মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নেই*, পদ ৫। অন্য দিক থেকে দেখলে এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় পরিপূর্ণতা অর্জনের দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেন আমরাও স্বভাবে ও বৈশিষ্ট্যে ঈশ্বরকে অনুকরণ করিন্থীয় ও তাঁর সদৃশ হয়ে উঠি; সেই সাথে আমাদের সুসমাচারের দায়িত্ব পালনেও যেন এর স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতার মাত্রা অনুধাবন করতে পারি। তাঁর বৈশিষ্ট্যে ও তাঁর ইচ্ছায় তাঁর অনবদ্য পবিত্রতা, তাঁর মর্মভেদী জ্ঞান, তাঁর আগ্রহ ও তাঁর ন্যায়বিচার, এর সবই অতি উজ্জ্বল ও অনির্বাণ আলোক বর্তিকার মত আমাদের সামনে সব সময় অবস্থান করছে। এটা খুবই স্বাভাবিক একটি বিষয় যে, এই অন্ধকার পৃথিবীতে ঈশ্বর এমন পবিত্র ও নিখুঁত জ্যোতির রূপেই আবির্ভূত হবেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্টই আমাদের সামনে সেই ঈশ্বরের নাম ও তাঁর স্বভাব জীবন্ত রূপে প্রকাশ করেছেন, যাঁকে অনুসন্ধান করে খুঁজে পাওয়া যায় নাঃ *সেই বাক্য মানব দেহে মূর্তিমান হলেন এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন, আর আমরা তাঁর মহিমা দেখলাম, যেমন পিতা থেকে আগত একজাতের মহিমা*, যোহন ১:১৪। এটাই খ্রীষ্টিয় প্রত্যাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, যা আমাদের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট উপস্থাপন করেছেন। মহান ঈশ্বরের সবচেয়ে সদয় ও অনুগ্রহশীল দান হচ্ছে তাঁর কাছে আমাদের প্রবেশাধিকার, তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য আমাদেরকে সুযোগ দান। যীশু খ্রীষ্ট আমাদের মাঝে মানুষ হয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলেই আমরা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের শাসন, কর্তৃত্ব ও তাঁর বিচারের মহত্ব অবলোকন করতে পারছি। *ঈশ্বর হচ্ছেন জ্যোতি এবং তাঁর মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নেইঃ* এতগুলো বিষয় বুঝিয়ে বলার জন্য এই একটি মাত্র বক্তব্য ছাড়া আর কিছু বলার কি প্রয়োজন আছে?

খ. এই বার্তা থেকে আমরা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, যা একাধারে খ্রীষ্টিয় ধর্ম গ্রহণকারী ও সেই সাথে সুসমাচার শ্রবণকারীদের বিবেচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সিদ্ধান্তের দুটি পৃথক শাখা রয়েছেঃ-

১. যারা খ্রীষ্টান হলেও ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক নেই তাদের প্রতি তিরস্কার: আমরা যদি বলি যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে, আর যদি অন্ধকারে চলি, তবে মিথ্যা বলি, সত্য আচরণ করিস্থীয় না। পবিত্র শাস্ত্রের ভাষা অনুসারে চলা বলতে বোঝায় আমাদের জীবন-যাপন প্রণালী ও আমাদের নৈতিকতার চর্চা, অর্থাৎ স্বর্গীয় আইনের অধীনে থেকে পবিত্রভাবে জীবন ধারণ করা। অন্ধকারে চলা বলতে বোঝায় অজ্ঞতা, ভ্রান্তি ও মন্দ কাজে ব্যাপৃত থেকে জীবন অতিবাহিত করা, যা আমাদের পবিত্র ধর্মের বিধি-বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন অনেকেই আছে যারা ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে মহা ভক্তি প্রদর্শন করে থাকে, ঈশ্বরের সাথে তাদের বিশেষ সুসম্পর্ক রয়েছে বলে তারা প্রচার করে বেড়ায়; কিন্তু তারপরও তাদের জীবন অধার্মিকতা, অনৈতিকতা ও কলুষতায় পরিপূর্ণ। এদেরকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করতে প্রেরিত যোহন কুণ্ঠা বোধ করেন নি: *তারা মিথ্যাবাদী, তারা সত্যে নেই*। তারা ঈশ্বরের নাম নিয়ে মিথ্যা বলে: কারণ তাদের মাঝে কোন স্বর্গীয় সহভাগিতা নেই, বরং আছে নাপবিত্র আত্মাদের সাথে সম্পর্ক। জ্যোতির সাথে অন্ধকারের কী সম্পর্ক? তারা মিথ্যা বলে, বা নিজেদেরকে মিথ্যাবাদী করে তোলে; কারণ ঈশ্বরের সাথে তাদের এ ধরনের কোন সম্পর্ক নেই এবং তাঁর সাথে তাদের যোগাযোগও নেই। তাদের কাজে বা কথায় সত্যের কোন চিহ্ন নেই। তাদের কাজের সাথেই রয়েছে মিথ্যার সংশ্রব, আর সেই কাজ ঢাকতে গিয়ে তারা যে কথা বলে সেখানেও মিথ্যাই প্রকাশ পায়।

২. যারা ঈশ্বরের নিকটবর্তী তাদের সন্তুষ্টি ও নিশ্চয়তার জন্য যোহনের বক্তব্য: *আমরাও যদি তেমনি নূরে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা আছে এবং তাঁর পুত্র যীশুও রক্ত আমাদেরকে সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে*। যেহেতু মহান ঈশ্বর আমাদের অনন্তকালীন জ্যোতির উৎস এবং তাঁর কাছ থেকে আগত মধ্যস্থতাকারী এই পৃথিবীর জ্যোতি, সে কারণে পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে খ্রীষ্টিয় সমাজ নিশ্চয়ই উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হবে। আত্মায় এই সত্যের নিশ্চয়তা লাভের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে আমাদের সহভাগিতা বা সুসম্পর্ক নিশ্চিত হয়। আর তাই আমাদের জন্য এই মহান সত্যের নিশ্চয়তা লাভ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যীশু খ্রীষ্টের রক্ত ও তাঁর মৃত্যু সাধিত হয়েছে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই: *তাঁর পুত্র যীশুও রক্ত আমাদেরকে সমস্ত পাপ থেকে শুচি করে*। অনন্ত জীবনধারী অনন্তকালীন পুত্র রক্ত ও মাংসে মূর্তিমান হয়ে, যীশু খ্রীষ্ট হয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য তাঁর রক্ত সেচন করেছেন, তাঁর রক্তের মূল্য দিয়ে তিনি আমাদের সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে দিয়েছেন। আমাদের জন্মগত পাপ ও কৃতকর্মের পাপ, সব কিছু থেকে তিনি আমাদেরকে শুচি ও পবিত্র করেছেন। তাই আমরা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক হয়ে উপস্থিত হতে পারি। শুধু তাই নয়, তাঁর রক্ত আমাদেরকে সেই মহা সুযোগ এনে দিয়েছে যেন আমাদের সুপ্ত পাপপূর্ণ মনোভাবও আমরা ত্যাগ করে নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারি, গালাতীয় ৩:১৩,১৪।

১ যোহন ১:৮-১০ পদ

এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. প্রেরিত যোহন সেই সমস্ত লোকদের কথা বলছেন, যারা পাপ করার পর তাদের স্বর্গীয় সম্পর্কে পুনর্মিলিত হয়েছে। তারা যতই ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হোক না কেন, তারা যদি দাবী করে যে, তারা কখনো পাপ করে নি, তাহলে তা হবে অত্যন্ত বড় মাত্রার অপরাধ। দু'ভাবে বিষয়টি দেখা যায়:-

১. *আমরা যদি বলি যে, আমাদের মধ্যে পাপ নেই, তবে নিজেরা নিজেদের ভুলাই এবং সত্য আমাদের অন্তরে নেই*, পদ ৮। আমাদের অবশ্যই নিজেদের পাপ অস্বীকার করা বা লুকানোর মাধ্যমে নিজেদেরকে ধোঁকা দেওয়া উচিত হবে না। নিজেদের পাপগুলো আমরা যত বেশি স্মরণ করব, তত বেশি আমরা এর প্রতিকারের প্রতি আগ্রহী হব। যদি আমরা এই সকল পাপ অস্বীকার করি, তাহলে সত্য আমাদের মধ্যে নেই। হয় আমরা যে সত্যের বিরোধিতা করছি (পাপ অস্বীকার করার মাধ্যমে) তা, নতুবা খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রকৃত সত্য আমাদের মাঝে নেই। খ্রীষ্টিয় ধর্ম তাদেরই পালন করা উচিত যারা পাপী, যারা পাপ করেছে এবং যারা এই পাপ থেকে মুক্তি পেতে চায়। খ্রীষ্টিয় জীবন হচ্ছে অনবরত অনুতাপের জীবন, আমাদের নিজ নিজ পাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও অনুশোচনা করার জীবন; সেই সাথে তা ক্রমাগত বিশ্বাসে টিকে থাকার জীবন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জীবন, কারণ আমাদের পরিত্রাণকর্তার রক্তপাতের কারণেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে এমন একটি আশাপ্রদ ও আনন্দের জীবন আমরা লাভ করেছি। আমরা এক গৌরবময় দিন দেখার প্রতিজ্ঞা লাভ করেছি, যে দিনটিতে আমাদের সমস্ত পাপ চিরতরে ধুয়ে মুছে আমাদেরকে নতুন এক মানুষ করে তোলা হবে এবং আমরা পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার যোগ্যতা লাভ করব।

২. *যদি আমরা বলি যে, পাপ করিন্থীয় নি, তবে তাঁকে মিথ্যাবাদী বানাই এবং তাঁর বাক্য আমাদের অন্তরে নেই*, পদ ১০। আমাদের পাপ অস্বীকার করার অর্থ শুধু নিজেদেরকে ধোঁকা দেওয়াই নয়, সেই সাথে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে অসম্মান করা। এই কথার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞার সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়। তিনি বহু উপায়ে তাঁর বাক্য ও তাঁর প্রতিজ্ঞার প্রমাণ রেখেছেন এবং তিনি এই পৃথিবীর পাপের বিরুদ্ধে তাঁর নিজ বিশ্বাসযোগ্যতার সাক্ষ্য দান করেছেন। *আর সদাপ্রভু মনে মনে বললেন* (অর্থাৎ নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন), *আমি মানবজাতির জন্য ভূমিকে আর অভিশাপ দেব না* (যা তিনি এর আগে করেছেন, নোহের সময়), *কারণ* (অনেক পণ্ডিতের মতে এখানে 'কারণ' না বলে 'যদিও' বলাটাও যুক্তিযুক্ত) *বাল্যকাল থেকে মানুষের মনস্কল্পনা দুষ্ট*, আদিপুস্তক ৮:২১। কিন্তু ঈশ্বর মানুষের ক্রমাগত পাপ ও এই পাপপূর্ণ পৃথিবীর বিপক্ষে পাপের এক উপযুক্ত উৎসর্গ সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে তাঁর সাক্ষ্য দান করেছেন, যা সকল যুগের সকল মানুষের জন্য প্রয়োজন। মানুষকে তার পাপ থেকে মন ফেরাতে হবে ও ক্রমাগতভাবে নিজ পাপের জন্য অনুতাপ করতে হবে। প্রতিটি মানুষকে এই মহান উৎসর্গর রক্তের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হতে হবে। আর এ কারণেই, যদি আমরা বলি যে, আমরা কোন পাপ করিন্থীয় নি বা আমাদের

কোন পাপ নেই, তাহলে *আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য নেই*। আমাদের অন্তরে যদি সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য থেকে থাকে, তাহলে আমাদের কথায় ও কাজে তার স্পষ্ট প্রভাব দেখা যাবে।

খ. যোহন বিশ্বাসীদেরকে এই নির্দেশনা দিচ্ছেন যেন তারা ক্রমাগতভাবে তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। এখানে আমরা দেখি:-

১. যে দায়িত্ব তিনি পালন করতে বলছেন: *যদি আমরা নিজ নিজ পাপ স্বীকার করি*, পদ ৯। অনুতাপ সহকারে পাপ স্বীকার এবং মন পরিবর্তন করা আমাদের জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এটাই আমাদের দোষ ও অপরাধ থেকে মুক্তি লাভ করার একমাত্র মাধ্যম।

২. এই দায়িত্ব পালনের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং এর ফলশ্রুতি হিসেবে আমাদের প্রতি নিশ্চয়তা জ্ঞাপন। যে ঈশ্বরের কাছে আমরা পাপ স্বীকার করব, তাঁরই ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততা এই উক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে: *তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আমাদের সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচি করবেন*, পদ ৯। ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা ও তাঁর কথা রাখার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। তিনি পাপের জন্য অনুশোচনাকারী ও মন পরিবর্তনকারীদেরকে ক্ষমা করবেন বলে যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা তিনি অবশ্যই রাখবেন। তিনি নিজের কাছে বিশ্বস্ত এবং তাঁর নিজ পুত্রের প্রতিও বিশ্বস্ত, যিনি নিজ প্রাণ উৎসর্গ করার কারণেই আমরা পাপের ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি ও ধার্মিক বলে গণিত হয়েছি। তিনি তাঁর পুত্রের প্রতি বিশ্বস্ত, যাঁকে তিনি শুধু যে দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রেরণ করেছেন তা নয়, সেই সাথে তাঁর কাছে এই প্রতিজ্ঞার করেছেন যে, যার তাঁর কাছে এসে মন পরিবর্তন করবে তাদের প্রত্যেকে তাদের পাপের ক্ষমা লাভ করবে। *আমার ধার্মিক দাস নিজের জ্ঞান দিয়ে* (যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করবে তাদেরকে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে) *অনেককে ধার্মিক করবেন*, যিশাইয় ৫৩:১১। তিনি নিজে মহানুভব ও দয়ালু, তাই তিনি পাপীদের সমস্ত প্রকার পাপ ক্ষমা করে তাদেরকে ধার্মিক ব্যক্তিতে রূপান্তর করবেন এবং উপযুক্ত সময়ে তাদেরকে ঈশ্বরের সম্মুখে নির্দোষ অবস্থায় উপস্থাপন করবেন।

যোহনের লেখা প্রথম পত্র

অধ্যায় ২

এখানে প্রেরিত যোহন পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিয়ে কথা বলেছেন (পদ ১,২), ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান ও ভালবাসা উপস্থাপন করেছেন (পদ ৩-৬), পৃথিবীর প্রতি ভালবাসার বিষয়ে পুনরালোচনা করেছেন (পদ ৭-১১), খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন যুগের বিষয়ে আলোচনা করেছেন (পদ ১২-১৪), পার্থিব ভালবাসার প্রতি সতর্ক করে দিয়েছেন (পদ ১৫-১৭), প্রলোভনকারীদের ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছেন (পদ ১৮,১৯), প্রকৃত খ্রীষ্টানদের নিরাপত্তা সম্পর্কে কথা বলেছেন (পদ ২০-২৭) এবং খ্রীষ্টতে বাস করার নির্দেশ দিয়েছেন (পদ ২৮,২৯)।

১ যোহন ২:১-২ পদ

এই পদ দুটো বিগত অধ্যায়ের শেষ অংশের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে প্রেরিত যোহন প্রকৃত খ্রীষ্টানদের পাপ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আর এখানে তিনি তাঁর পাঠকদের জন্য সমাধান ও সান্ত্বনা তুলে ধরেছেন।

১. সতর্কতা। তিনি পাপকে এতটুকু প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করেছেন: "*হে আমার সন্তানেরা, তোমাদেরকে এই সব লিখছি, যেন তোমরা পাপ না কর* (পদ ১)। আমার এই পত্রটি লেখার উদ্দেশ্য একটাই, আর তা হচ্ছে তোমরা যেন কোনভাবে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত না হও এবং তোমাদের ধার্মিকতার পথ থেকে সরে গিয়ে অধার্মিকতার পথে চলে না যাও। আমার একান্ত ইচ্ছা যেন এই পত্রের নির্দেশনার মধ্য দিয়ে আমি তোমাদেরকে পাপ থেকে পৃথক রাখতে পারি।" স্নেহবাৎসল মনোভাব নিয়ে তিনি তাদেরকে সম্বোধন করেছেন, *আমার সন্তানেরা*। যোহনের সুসমাচার প্রচারের কারণে যারা খ্রীষ্টিয় ধর্ম গ্রহণ করেছে তারা সকলে তাঁর আত্মিক সন্তান। অপরদিকে তিনি তাঁর বয়স ও অভিজ্ঞতার কারণেও তাদেরকে সন্তান বলে অভিহিত করতে পারেন। সুসমাচার নিশ্চয়ই সেখানেই সবচেয়ে বেশি প্রসার লাভ করে, যেখানে সুসমাচারের পরিচর্যাকারীরা তাদের পরিচর্যা কাজে সবচেয়ে বেশি ভালবাসার পরিচয় দেন। অন্যদিকে এই বক্তব্যের গুরুত্ব বিচার করতে চাইলে আমাদেরকে এর পূর্ববর্তী বক্তব্যটি বিবেচনা করতে হবে: *ঈশ্বর বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং আমাদের সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচি করবেন*, ১ যোহন ১:৯। আর তাই এই বক্তব্যটি আমাদের প্রতি প্রদত্ত সমস্ত অনুগ্রহ ও আনুকুল্যের সারকথা। এই অনুগ্রহ লাভ করা থেকে আমরা যেন বিচ্যুত না হই তা নিশ্চিত করার জন্যই আমাদেরকে প্রেরিত যোহন এই কথাগুলো বলছেন: "এই কথাগুলো আমি তোমাদেরকে বলছি, যেন তোমরা পাপ না কর, কিন্তু যেন তোমরা পাপ থেকে দূরে থাক।"

এর পরই পরবর্তী বাক্যটির অর্থ প্রকাশ পায়: কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি পাপ করে, তাহলে সে জেনে রাখুক যে, মন পরিবর্তন করলে পর তার জন্য সহায় ও নিরাময় অপেক্ষা করছে।

খ. বিশ্বাসীরা যদি পাপ করেন সেক্ষেত্রে তাদের তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার যে উপায় রয়েছে: *আর যদি কেউ পাপ করে* (আমাদের মধ্যে কেউ, বা আমাদের সহভাগিতার অন্তর্গত কেউ), *তবে পিতার কাছে আমাদের এক সহায় আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট,* পদ ১। বিশ্বাসীরা তাদের পূর্ববর্তী জীবনের পাপ থাকা সত্ত্বেও স্বর্গীয় ক্ষমা ও শান্তি লাভ করতে পারেন। এ কারণে এই পৃথিবীতে যত পা যীশুর রয়েছে, তাদের মধ্যে এক ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পাপীদের মধ্যেও যেমন খ্রীষ্টিয় পা যীশুর আছে (যারা যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সভ্য হয়ে এবং অসামান্য অধিকার ও সুযোগ লাভ করার পরও পাপে পতিত হয়েছে), তেমনি অখ্রীষ্টানরা পাপীও আছে, যারা খ্রীষ্টিয় ধর্মে দীক্ষা নেয় নি। যারা সত্যিকার অর্থে পাপ করলেও অন্যদের সাথে নিজেদেরকে তুলনা করতে গিয়ে তারা বলে, *আমরা কোন পাপ করিন্থীয় নি*, ঠিক যেমনটা দেখা যায় ১ যোহন ৩:৯ আয়াতে। বিশ্বাসীরা যখন তাদের অতীতের জীবন ছেড়ে দিয়ে ধার্মিকতা ও পবিত্রতার জীবনে প্রবেশ করেন তখন তারা প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে সেই জীবনে প্রবেশ করেন। ফলে তারা স্বর্গীয় ঈশ্বরের সামনে নিজেদেরকে উপস্থাপন করার সুযোগ লাভ করেন। আমাদের পাপের ক্ষমা প্রদান ও আমাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে পক্ষ সমর্থনের জন্য আমরা এক মহান মধ্যস্থতাকারীকে পাই, যিনি আমাদেরকে ঈশ্বরের চোখে পবিত্র ও নিখুঁত করে তোলেন। তাঁরই কারণে ঈশ্বর আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন ও আমাদেরকে গ্রহণ করেন। তাঁকে 'সহায়' বলে সম্বোধন করা হয়, যে নামটি দিয়ে অনেক সময় পবিত্র আত্মাকে বোঝানো হয়ে থাকে। তিনি আমাদের মাঝে কাজ করে থাকেন, তিনি আমাদের অন্তরে ও মুখে আমাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে আবেদন রাখেন ও আমাদের চিন্তাকে শুচি করেন। তিনি আমাদেরকে ঈশ্বরের সামনে নিজেদের উপস্থাপন করতে শেখান; সে কারণেই তিনি আমাদের মধ্যস্থতাকারী, আমাদের সহায়। তিনি স্বর্গীয় পিতার কাছে আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করে থাকেন। যে বিচারকের কাছে এই সহায় আমাদের জন্য আবেদন করে থাকেন তিনি হলেন পিতা-ঈশ্বর। আমাদের পিতা সুসমাচারের আদালতে বিচারকের আসনে অধিষ্ঠান করেন, যা স্বর্গের অনুগ্রহপূর্ণ আদালত। তাঁর সিংহাসন বা বিচারাসন হচ্ছে দয়ার আসন। তিনি শুধু আমাদের পিতাই নন, তিনি আমাদের প্রত্যেকের জীবন ও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ণধার – মহান ঈশ্বর, সকলের বিচারকর্তা (ইব্রীয় ১২:২৩)। বিশ্বাসীরা যেন এই আশা পোষণ করতে উৎসাহিত হয় যে, মহান ঈশ্বরের কাছে তাদের পক্ষ অবলম্বন করা হবে, সেজন্য মহান মধ্যস্থতাকারী তাদেরকে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলেছেন:-

১. তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর ব্যক্তিগত নাম: তিনি যীশু খ্রীষ্ট, পিতা-ঈশ্বরের পুত্র; যাকে তাঁর পিতা সমগ্র মানব জাতির মধ্যস্থতা করার জন্য, পরিত্রাণের কার্য সাধন করার জন্য এবং মধ্যস্থতাকারী হওয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন।

২. তাঁর পদমর্যাদা ও ক্ষমতা: ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট, যিনি মহান বিচারক ও পিতার সামনে ধার্মিক ও পবিত্র। পার্থিব আদালতে মধ্যস্থতাকারী বা উকিলরা মক্কেলের পক্ষ হয়ে তাদের

নানা সাধুতার কথা উপস্থাপন করেন, তা হোক সত্য বা মিথ্যা। কিন্তু এই স্বর্গীয় আদালতে উপস্থিত প্রতিটি মানুষই দোষী ও পাপী। তাদের মাঝে এমন কোন সাধুতার উপস্থিতি নেই যা উল্লেখ করে তাদের পাপ ঢাকা যাবে। তাই মধ্যস্থতাকারীর নিজেকেই ধার্মিক হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে বিচারকের সামনে, যেন তাঁর নিজ ধার্মিকতা গুণে অভিযুক্তদের সমস্ত অধার্মিকতা ও পাপ মোচন হয়।

৩. তিনি যে আবেদন রাখছেন ও তাঁর মধ্যস্থতার ভিত্তি: *তিনিই আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন*, পদ ২। তিনি আমাদের পাপের জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। আমাদের সমস্ত পাপ, অপরাধ ও দোষ তিনি নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে নির্দোষ ও পাপবিহীন মানুষে পরিণত করে নিজে হয়ে উঠেছেন পাপে পূর্ণ। নিজেকে মৃত্যুমুখে ফেলে তিনি আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে শুচি করে তুলেছেন। আমাদের জন্য এটাই তাঁর মধ্যস্থতার প্রকৃত মহিমা, প্রকৃত মহত্ব।

৪. তাঁর আবেদনের গভীরতা। এই আকুতিপূর্ণ আবেদন কেবল একটি জাতির জন্য ছিল না এবং শুধুমাত্র ঈশ্বরের সেই প্রাচীন ইস্রায়েলের জন্য ছিল না: *তিনি কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন*, পদ ২। শুধুমাত্র অতীতের বিশ্বাসীদের জন্য নয়, বর্তমান যুগের প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্যই তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। মধ্যস্থতাকারী খ্রীষ্টের মৃত্যুর প্রভাব সমস্ত জাতি, গোষ্ঠী, গোত্র ও দেশের উপর বিস্তৃত।

১ যোহন ২:৩-৬ পদ

এই পদটিকে বিগত অধ্যায়ের সপ্তম পদের সাথে সংযুক্ত বলে মনে হতে পারে, কারণ দুটোতেই পাপের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাসীদের দায়িত্ব ও পাপ থেকে মুক্তি লাভের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং একজন বিশ্বাসীদের কী কী অধিকার রয়েছে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই পদে প্রেরিত যোহন জ্যোতিতে তথা আলোতে চলার উপযোগিতা সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন: "আমরাও যদি তেমন আলোতে চলি তাহলে এই স্বর্গীয় সহভাগিতায় আমরা সকলে মিলে খ্রীষ্টের মণ্ডলী হয়ে উঠতে পারব।" এখানে আমাদের জীবনের জ্যোতি ও আমাদের অন্তরের ভালবাসার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ক. আমাদের জ্যোতির পরীক্ষা: *আর আমরা যদি তাঁর আদেশগুলো পালন করি, তবে এতেই জানতে পারি যে, আমরা তাঁকে জানি*, পদ ৩। স্বর্গীয় জ্যোতি এবং জ্ঞান আমাদের মনের সৌন্দর্য এবং অগ্রগতির নিয়ামক। এই জ্যোতি ও তার জ্ঞানই আমাদেরকে মধ্যস্থতাকারী খ্রীষ্টের অনুসারী করে তোলে। খ্রীষ্টিয় যুবকদেরকে অবশ্যই তাদের এই স্বর্গীয় জ্যোতি ও তাদের স্বর্গীয় জ্ঞানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, বিশেষ করে যেখানে তাদের আকস্মিক কোন পরিস্থিতির বা প্রলোভনের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে তাদের জ্ঞানের পর্যাপ্ততা ও পরিপূর্ণতার জন্য এই জ্যোতির উপরে নির্ভর করতে হবে। মানুষের পরিপক্কতা অর্জনের প্রত্যেকটি পর্যায় তাঁর কর্তৃত্বে ঘটে

থাকে; তাঁর আদেশের প্রজ্ঞা, তাঁর অনুগ্রহের প্রাচুর্য, তাঁর কাজের মহিমা, এর সবই তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে প্রকাশ করে। তাঁর প্রতি আমাদের বাধ্যতা প্রকাশ করে যে, আমরা তাঁর জ্যোতির আলোতে পথ চলি ও আমরা পিতা ঈশ্বরের অনুগত। আমাদের আত্মার মাঝে নিহিত স্বর্গীয় জ্ঞানকে তা প্রকাশ করে। কিন্তু যারা এর বিপরীত, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: *যে ব্যক্তি বলে, আমি তাঁকে জানি, তবুও তাঁর আদেশগুলো পালন করে না, সে মিথ্যাবাদী এবং তাঁর অন্তরে সত্য নেই*, পদ ৪। যারা নিজেদেরকে সত্যবাদী বলে দাবী করে, তারা অনেক সময় তাদের অজ্ঞতার জন্য লজ্জিত হয়। তারা সব সময় নিজেদেরকে স্বর্গীয় জ্ঞানে পূর্ণ বলে ভাবতে থাকে। কিন্তু সেই জ্ঞান কীভাবে ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞান হয়, যদি সেই জ্ঞানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতার প্রকাশ না ঘটে? অবাধ্য জীবন-যাপন করে যদি স্বর্গীয় জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার অভিনয় করে যাওয়া হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির মধ্যে ধার্মিকতা বা সততা কোনটাই থাকে না।

খ. আমাদের ভালবাসার পরীক্ষা: *কিন্তু যে তাঁর বাক্য পালন করে, তার অন্তরে সত্যিই ঈশ্বরের ভালবাসা পূর্ণতা লাভ করেছে; এতেই আমরা জানতে পারি যে, আমরা তাঁর সঙ্গে আছি*, পদ ৫। ঈশ্বর, তথা খ্রীষ্টের বাক্য পালন করার জন্য জীবনের প্রতিটি কাজে ও প্রতিটি চলাফেরায় পবিত্রভাবে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এভাবে জীবন-যাপন করবে, ঈশ্বরের প্রতি তার খাঁটি ভালবাসা রয়েছে। আমাদেরকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যেন আমরা ঈশ্বরের সামনে পবিত্র ও নির্দোষরূপে উপস্থাপিত হতে পারি। আমাদেরকে করা পরিত্রাণ করা হয়েছে, যেন আমরা এক বিশেষ জাতি হয়ে উঠতে পারি, যারা মঙ্গল কাজ সাধনের জন্য উৎসাহী হবে। আমাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং ধার্মিক গণিত করা হয়েছে, যেন আমরা পবিত্রীকৃত হওয়ার জন্য অসামান্য পরিমাণে স্বর্গীয় আত্মা ধারণ করতে সক্ষম হই। আমাদেরকে পবিত্র করা হয়েছে, যেন আমরা পবিত্রতা ও বাধ্যতার পথে চলতে পারি। ঈশ্বরের বাক্য মান্য করার মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মায় ঐশ্বরিক ভালবাসার জ্যোতি প্রজ্বলিত হয় এবং এই ভালবাসার শক্তিতেই আমরা প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে পথ চলতে সক্ষম হই। এই জ্যোতি যখন আমাদের আত্মায় অবস্থান করে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, *আমরা তাঁর সঙ্গে আছি* (পদ ৫)। আমরা যদি তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারি, তাহলে আমাদের সাথে তাঁর অনন্তকালীন সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হবে: *যে বলে, "আমি তাঁর সঙ্গে আছি", তবে যেভাবে তিনি চলতেন সেভাবে তারও চলা উচিত*, পদ ৬। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসে জীবন ধারণ করেছেন এবং বিচরণ করেছেন। তিনি তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে সর্বান্তকরণে ঈশ্বরের বাধ্য থাকার আদর্শ স্থাপন করেছেন। যারা খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে চলতে চায়, তাদের উচিত হবে তাঁর এই পদাঙ্ক সব সময় অনুকরণ করা, তাঁর জীবন যাত্রার ধরন অনুসারে চলা।

১ যোহন ২:৭-১১ পদ

সপ্তম পদটিতে প্রেরিত যোহন চিরন্তন স্বর্গীয় ভালবাসা সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে পরামর্শ তুলে ধরেছেন। এটি সেই বার্তা যা আদি থেকে মানুষের মাঝে প্রচারিত হয়ে আসছে (১ যোহন

৩:১১) এবং তা অত্যন্ত প্রাচীন আদেশ, ২ যোহন ৫। প্রেরিত যোহন তাঁর পাঠকদেরকে সস্নেহে কীভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন তা লক্ষ্য করুন:-

ক. পুরাতন আদেশ হিসেবে: *প্রিয়তমেরা, আমি তোমাদের কাছে কোন নতুন আদেশের কথা লিখছি না; বরং এমন এক পুরানো আদেশের কথা লিখছি, যা তোমরা আদি থেকে পেয়েছ*, পদ ৭। ভালবাসার ধারণা মানবীয় স্বভাবের মতই আদিম। কিন্তু এই ভালবাসাকে অবশ্যই পরিচালনা করতে হবে সঠিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুসারে। নির্দোষ অবস্থায় মানুষের মধ্যে অবশ্যই ভালবাসার মনোভাব বিদ্যমান থাকতে হবে। মানুষকে অবশ্যই একে অপরকে ভালবাসতে হবে, কারণ তারা প্রত্যেকে এক ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট, তাদের দেহে একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তারা প্রত্যেকে ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী। ঈশ্বরের লোকদের উচিত সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকা, একে অপরকে আন্তরিকভাবে ভালবাসা, যা তাদের প্রতি আরোপিত ঈশ্বরের চুক্তি ও তাঁর প্রতিজ্ঞার অপরিহার্য শর্ত।

খ. নতুন আদেশ হিসেবে: "*আবার আমি তোমাদের কাছে একটি নতুন আদেশের কথা লিখছি, তা তাঁর ও তোমাদের মধ্যে দেখা গেছে*। তিনি মণ্ডলীকে প্রেম করেছিলেন এবং মণ্ডলীর জন্যই নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। আর এই সত্য তোমাদের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে। ঈশ্বর তোমাদেরকে একে অপরকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন, *কারণ অন্ধকার ঘুঁচে যাচ্ছে এবং প্রকৃত জ্যোতি এখন প্রকাশ পাচ্ছে* (পদ ৮)। সুসমাচারের জ্যোতি তোমাদের অন্তরে ও আত্মায় বিকশিত হচ্ছে। এ কারণে তোমরা এখন খ্রীষ্টিয় ভালবাসার প্রকৃত গুরুত্ব ও মহত্ব এবং সেই সাথে এই ভালবাসার দায়িত্বের প্রতি তোমাদের বাধ্যবাধকতাও অনুধাবন করতে পারছ।" আমরা এখানে দেখতে পাই যে, খ্রীষ্টতে যে অনুগ্রহ ও মহত্ব বিদ্যমান ছিল তা আমাদের মাঝে বিকশিত হয়ে ওঠে, যদি প্রকৃত খ্রীষ্টিয় ভালবাসা আমাদের মাঝে থাকে। এর আগে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, আমাদের খ্রীষ্টিয় জ্যোতি প্রকৃত কি না তা প্রমাণিত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে তা পরীক্ষিত হতে হবে। আর এখানে বলা হচ্ছে, দ্বিতীয়ত তা খ্রীষ্টিয় ভালবাসা কর্তৃক পরীক্ষিত হতে হবে।

১. যে ব্যক্তির মধ্যে এই ভালবাসার ঘাটতি রয়েছে, সে বৃথাই এই জ্যোতির অধিকারী হওয়ার ভান করে: *যে বলে, আমি আলোতে আছি, আর আপন ভাইকে ঘৃণা করে, সে এখনও অন্ধকারে রয়েছে*, পদ ৯। আন্তরিক ও ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উচিত ঈশ্বর তাদের আত্মার জন্য যা করেছেন তা সব সময় স্মরণে রাখা। কিন্তু দৃশ্যমান মণ্ডলীতে এমন অনেকে রয়েছে যারা নিজেদেরকে অনেক বড় বলে মনে করে এবং এমন অনেকে আছে যারা বলে যে, তারা আলোতে চলে ও তাদের মধ্যে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের উপস্থিতি আছে; তথাপি তারা তাদের খ্রীষ্টিয় ভাইদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করে থাকে। এই ধরনের আচরণকে খ্রীষ্টিয় ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ বলে সাব্যস্ত করা যায় না। এ কারণে তারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টিয় বলে দাবী করলেও তারা আসলে অন্ধকারেই পড়ে থাকে।

২. যে ব্যক্তি এই ভালবাসার মধ্যে থাকে, তার জ্যোতি উত্তম ও খাঁটি বলে প্রতীয়মান হয়:

যে আপন ভাইকে ভালবাসে সে আলোতে বাস করে, পদ ১০। সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টিয় ভালবাসার ভিত্তি ও কারণ দেখতে পায়; সে খ্রীষ্টানদের পরিত্রাণ লাভের গুরুত্ব ও মূল্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। এই ব্যক্তি মধ্যে কোন কলুষতা থাকে না, সে তার খ্রীষ্টিয় ভাইদেরকে নিয়ে মনে কোন ধরনের বিঘ্ন পায় না। সে সব সময় সতর্ক থাকে, যেন তার কারণ তার ভাই কোনভাবে পাপে কবলিত না হয়। খ্রীষ্টিয় ভালবাসা আমাদেরকে শেখায়, কী করে আমরা আমাদের খ্রীষ্টিয় ভাইদের আত্মার প্রতি গুরুত্ব দেব এবং তার মনের শান্তির জন্য নিজেদের কথা ও কাজে সংযত থাকব।

৩. ঘৃণা আত্মিক অন্ধকারাচ্ছন্নতাকে নির্দেশ করে: *কিন্তু যে আপন ভাইকে ঘৃণা করে সে অন্ধকারে আছে এবং অন্ধকারে চলে*, পদ ১১। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের আত্মিক জ্যোতি উজ্জীবিত হয়; আর সেই আত্মার প্রথমজাত ফলের একটি হচ্ছে ভালবাসা। যে ব্যক্তি তার বিশ্বাসী ভাইয়ের প্রতি নির্দয় মনোভাব প্রকাশ করবে, তার ভেতরে নিশ্চয়ই আত্মিক জ্যোতির উপস্থিতি নেই। সে সব সময় অন্ধকারে চলে (পদ ১১)। অশুচিতার অন্ধকার একজন মানুষের জীবনকে চিরতরে নিঃশেষ করে দেয় এবং তার স্বর্গীয় জীবন লাভের সম্ভাবনা ধূলিসাৎ করে দেয়। কিন্তু যে প্রভুর আলোর পথ চলে, সে কখনো পবিত্রতা ও ধার্মিকতা থেকে বিচ্যুত হয় না। প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে একজন মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। যে ব্যক্তির আত্মায় খ্রীষ্টের ভালবাসার নীতি অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে জীবন নির্বাহ করবে, সে ঈশ্বরের স্বর্গীয় রাজ্যে অনন্ত জীবন কাটানোর সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হবে।

১ যোহন ২:১২-১৭ পদ

পবিত্র ভালবাসার এই আদেশ সর্বকালীন ও সর্বত্রব্যাপী। যারা উত্তম খ্রীষ্টিয় শিক্ষায় নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেন, তারা ক্রমেই আরও বেশি করে এই ভালবাসার গুরুত্ব ও মূল্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন। এই পদগুলোতে আমাদের অনুসরণ ও পালনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা রয়েছে, যা আন্তরিকভাবে পালন না করলে ঈশ্বরের ভালবাসা ও বিশ্বাসী ভাইদের প্রতি ভালবাসার পবিত্র ধর্মীয় দায়িত্ব থেকে আমরা বিচ্যুত হই। খ্রীষ্টিয় রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে: শিশু, নাবালক, যুবক, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বসীকে এ কথা মেনে চলতে, আর তা হচ্ছে, আমরা যেন এই পৃথিবীকে ভালবাসি।

ক. খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে আমাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান রয়েছে। সকল খ্রীষ্টিয় এক অবস্থান ও এক স্তরের নয়। খ্রীষ্টতে অনেকে রয়েছে যারা শিশু, অনেকে রয়েছে যারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং বয়োজ্যেষ্ঠ শিষ্য। এই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে যারা রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বও রয়েছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের একটি সার্বজনীন আদর্শ ও নীতি রয়েছে, যা তাদের অবশ্যই পালন করতে হবে। এই আদর্শটি হচ্ছে, তারা যেন কখনোই পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ না করেন। এই বিভিন্ন অবস্থানে থাকা বিশ্বাসীদের প্রতি প্রেরিত যোহন বিশেষভাবে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন।

১. খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে ছোট: *সন্তানেরা, আমি তোমাদেরকে লিখছি*, পদ ১২। ধর্ম চর্চাতেও অনেকে রয়েছে যারা শিক্ষানবীস, খ্রীষ্টতে যারা এখনো শিশু, যারা খ্রীষ্টানদের প্রকৃত পবিত্রতা ও ধার্মিকতার শিক্ষা পেয়ে ক্রমাগত বৃদ্ধি লাভ করছেন। তাদের প্রতি প্রথমে বক্তব্য দান করার মধ্য দিয়ে যোহন তাদেরকে বিশেষভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন। তিনি দু'টি বিষয় নিয়ে খ্রীষ্টিয় সন্তানদের প্রতি তাঁর বক্তব্য রেখেছেন:-

(১) *কারণ তাঁর নামের গুণে তোমাদের পাপের ক্ষমা হয়েছে*, পদ ১২। সবচেয়ে কম বয়সী ও আন্তরিক শিষ্যটির পাপ ক্ষমা করা হয়েছে; কারণ পবিত্র ঈশ্বরভক্ত লোকদের সাথে সহভাগিতা রক্ষা করলে পাপের ক্ষমা সহজে অর্জিত হয়। ঈশ্বরের নামের জন্য, তাঁর গৌরবের জন্য পাপ ক্ষমা করা হবে। খ্রীষ্টের নামে মানুষের পাপ যখন ক্ষমা করা হয় তখন তা তাঁরই গৌরব প্রকাশ করে।

(২) ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের জ্ঞান: *শিশুরা তোমাদেরকে লিখলাম, কারণ তোমরা পিতাকে জান*, পদ ১৪। খ্রীষ্টিয় ধর্মে যারা শিশু, যারা ধর্মীয় পরিপক্কতার দিক থেকে নাবালক, যারা এখনও খ্রীষ্টিয় জ্ঞানে ক্রমাগত বৃদ্ধি লাভ করছে, তাদের অবশ্যই পিতা ঈশ্বরকে সর্বোতভাবে জানতে হবে। খ্রীষ্টতে যারা ঈশ্বরের সন্তান, তারা প্রত্যেকেই জানে যে, ঈশ্বর তাদের পিতা। তারা প্রত্যেক ঈশ্বরের অনুগ্রহে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে নতুন জন্মগ্রহণ করেছে। যারা তাদের পিতাকে ভাল করে জানে, তারা নিশ্চয়ই এই পৃথিবীর প্রতি অসার ভালবাসা থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে থাকবে।

২. এরপর প্রেরিত যোহন সম্বোধন করেছেন বয়োজ্যেষ্ঠ ও অপেক্ষাকৃত উঁচু অবস্থানে যারা রয়েছেন তাদেরকে, পরিপক্ক খ্রীষ্ট-বিশ্বসীদেরকে, যাদের প্রতি তিনি এভাবে সম্মান জ্ঞাপন করছেন: *পিতারা, তোমাদেরকে লিখছি*, পদ ১৩। যোহন নিম্নপদস্থদের প্রতি নির্দেশনা দানের পর এখন সরাসরি উচ্চপদস্থদের প্রতি তাঁর নির্দেশনা ব্যক্ত করছেন, যেন যারা মধ্যম অবস্থানে রয়েছে তারা দু'টো নির্দেশনাই শোনেন এবং সঠিক দিক নির্দেশনা লাভ করেন। যারা দীর্ঘ দিন ধরে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়ে জীবন কাটিয়েছেন ও খ্রীষ্টিয় ধর্ম পালনে পরিপক্ক হয়ে উঠেছেন, তাদেরও সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও উপদেশ লাভের প্রয়োজন আছে। তিনি তাদেরকে এ কথা জানাচ্ছেন যে, তাদের জ্ঞান সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন: *পিতারা, তোমাদের লিখলাম, কারণ যিনি আদি থেকে আছেন, তোমরা তাঁকে জান*, পদ ১৩,১৪। বয়োজ্যেষ্ঠ ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের রয়েছে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং তারা অন্যান্য বিশ্বাসীদের থেকে এ কারণেই ভিন্ন। প্রেরিত যোহন বয়োজ্যেষ্ঠ এই সকল বিশ্বাসীদের বিশেষ জ্ঞানের প্রতি স্বীকৃতি জানাচ্ছেন এবং তিনি তাদেরকে এর জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন। তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রকৃতভাবে জানেন, বিশেষ করে তিনি যে *আদি থেকে আছেন* তা তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন।

৩. মধ্যম স্থানে অবস্থানকারী খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা, যারা প্রস্ফুটিত হচ্ছেন তাদের খ্রীষ্টিয় জীবন-যাপনে: যুবকেরা, তোমাদেরকে লিখছি, পদ ১৩,১৪। তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন। তারা তাদের আত্মিক শক্তি ও ক্ষমতা পুরোদমে লাভ করেছেন, যার মধ্য দিয়ে

তারা মন্দ ও উত্তমের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করতে পারেন। প্রেরিত যোহন তাদেরকে এই সকল বিষয়ে নির্দেশনা দিচ্ছেন:-

(১) তাদের লড়াকু মনোভাবের বিষয়ে। খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে তারা যুদ্ধরত সৈনিক: কারণ তোমরা সেই ইবলিসকে জয় করেছ, পদ ১৩। মণ্ডলীর শত্রু হচ্ছে সেই মন্দ আত্মা, সেই দিয়াবল, যে ক্রমাগতভাবে বিশ্বাসীদেরকে আত্মাকে মন্দ পথে পা ফেলার জন্য প্ররোচিত করে চলেছে। যারা সেই দিয়াবলকে জয় করতে পেরেছে, তারা এই পৃথিবীকেও জয় করতে পারবে, যা শয়তানের প্রধান হাতিয়ার।

(২) তাদের এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে তাদের যে শক্তিমত্তা আবিষ্কৃত হল সে বিষয়ে: *কারণ তোমরা বলবান, আর তোমরা সেই দিয়াবলকে জয় করেছ*, পদ ১৪। যুবকদের কখনোই তাদের শক্তি নিয়ে গর্ব করা উচিত নয়। খ্রীষ্টতে স্থির থাকা এবং তাঁর অনুগ্রহে বসবাস করাই যুবকদের জন্য সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয়। দিয়াবলকে জয় করার মধ্য দিয়ে তাদের এই ক্ষমতা পরীক্ষিত হয়েছে। যদি তারা দিয়াবলের বিপক্ষে ফিরে না দাঁড়ায়, তাহলে প্রভু তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।

(৩) তাদের অন্তরে ঈশ্বরের বাক্যের উপস্থিতির বিষয়ে: *এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের অন্তরে বাস করে*, পদ ১৪। প্রত্যেক বিশ্বাসীদের মাঝে অবশ্যই পবিত্র বাক্যের উপস্থিতি থাকতে হবে। পবিত্র শাস্ত্র তাদের জন্য শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার উৎস। এটি এমন এক অস্ত্র যার দ্বারা তারা সমস্ত মন্দকে জয় করবেন।

খ. এখানে আমরা ধার্মিকতা পালনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সতর্কবার্তা দেখতে পাই: *তোমরা পৃথিবীকে প্রেম করো না, পৃথিবীর বিষয় সকলও প্রেম করো না*, পদ ১৫। সর্বস্তরের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের এই কথা মেনে চলা উচিত। খ্রীষ্টানদেরকে এই পৃথিবীর কাছে মৃত হতে হবে। তাদের ভালবাসা এই পৃথিবীর কোন বস্তুর প্রতি নয়, বরং সম্পূর্ণভাবে একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত হতে হবে। কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা থেকে দূরে থাকা অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে মানুষকে অবশ্যই পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা ত্যাগ করতে হবে। এর কারণগুলো নিম্নরূপ:-

১. ঈশ্বরের ভালবাসার সাথে পৃথিবীর প্রতি ভালবাসা কখনোই সঙ্গতিপূর্ণ নয়: কেউ যদি পৃথিবীকে ভালবাসে, তবে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই, পদ ১৫। মানুষের অন্তর সঙ্কীর্ণ এবং তা কখনো দুটো জিনিসকে এক সাথে ভালবাসতে পারে না। পৃথিবী সব সময় ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে আসে।

২. পার্থিব ভালবাসা, আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ বিশ্বাসীদের জন্য নিষিদ্ধ, তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না: *কেননা পৃথিবীতে যা কিছু আছে– পাপ-স্বভাবের অভিলাষ, চোখের অভিলাষ ও সাংসারিক বিষয়ে অহংকার– এসব পিতা থেকে নয়, কিন্তু পৃথিবী থেকে হয়েছে*, পদ ১৬। এই ভালবাসা বা অভিলাষ ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে নি, বরং তা পৃথিবীর কাছ থেকে এসেছে। এই পৃথিবী আমাদের সকল পাপ-স্বভাব, লালসা ও কামনা-

বাসনার উৎস। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে পৃথিবীর কী কী বিষয় আমাদের জন্য উপযুক্ত নয় ও ঈশ্বরের চোখে গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলোকে আমাদের জীবন থেকে মুছে ফেলা।

৩. পার্থিব বস্তু ও সেগুলোতে থেকে পাওয়া আনন্দের অসারতা: *আর পৃথিবী ও তার অভিলাষ লোপ পেতে চলেছে*, পদ ১৭। এই পৃথিবীয় যে সমস্ত বস্তু দেখা যায় সেগুলো ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু আমাদেরকে যে ধরনের আনন্দই দিক না কেন, তা ক্ষণস্থায়ী। অভিলাষ ও লালসা এক সময় ক্ষয়ে যাবে। যারা এখন কবরে শুয়ে আছে, পৃথিবীয় বেঁচে থাকাকালে তাদের যত প্রতিপত্তি ও যশ-বিলাস ছিল তা এখন কোথায়?

৪. স্বর্গীয় ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা চিরন্তন স্থায়িত্ব: *কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে অনন্তকাল স্থায়ী*, পদ ১৭। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালবাসে করে তার স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবশ্যই পৃথিবীর প্রতি ভালবাসার তুলনায় সম্পূর্ণ বিপরীত। সে যাকে ভালবাসে, তিনি কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হবেন না এবং কখনো বিলীন হবেন না। সে এই ভালবাসার মধ্য দিয়ে যে আনন্দ ভোগ করবে তা কখনো ক্ষয়ে যাবে না ও কখনো তা শেষ হবে না। ঈশ্বর স্বয়ং অনন্ত জীবনের অধিকর্তা এবং যে তাঁকে ভালবাসে সে আত্মিক অনন্ত জীবন লাভ করবে।

১ যোহন ২:১৮-১৯ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. শেষ সময় সম্পর্কে সাবধানবাণী: *শিশুরা, শেষকাল উপস্থিত*, পদ ১৮। অনেকের মতে প্রেরিত যোহন এখানে আক্ষরিক অর্থে শিশুদেরকে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তিনি আত্মিক দিক দিয়ে অপরিপক্ক বিশ্বাসীদেরকে এই কথাগুলো বলছেন, যেন তারা আত্মিকভাবে বিপথে চলে না যায়। তবে তিনি সমগ্র খ্রীষ্টিয় সমাজের জন্যও এই উপদেশ রেখেছেন, যেন সকলে ক্ষয়িষ্ণু এই পৃথিবীর উপর থেকে মন ফিরিয়ে স্বর্গমুখী আহ্বানে সাড়া দেয় এবং নিজেদেরকে প্রস্তুত করে।

খ. এই শেষকালের চিহ্নসমূহ: *আর তোমরা যেমন শুনেছ যে, খ্রীষ্টারি আসছে, তেমনি এখনই অনেক খ্রীষ্টারি বের হয়েছে*, পদ ১৮। এমন অনেকে আসবে যারা যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব, তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর রাজ্যের বিরোধিতা করবে। এটি খুবই রহস্যময় যে, খ্রীষ্টারিকে সে সময় পৃথিবীতে বিচরণ করার অনুমতি দেওয়া হবে। কিন্তু তাদের আগমন সম্পর্কে বিশ্বাসীদের সজাগ থাকা ভাল। পরিচর্যাকারীদেরই ইস্রায়েলের গৃহের রক্ষক হতে হবে। কাজেই প্রেরিতদের ও খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকারীদের অবশ্যই আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

১. অন্যতম একটি প্রধান চিহ্নের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে: *আর তোমরা যেমন শুনেছ যে, খ্রীষ্টারি আসছে, তেমনি এখনই অনেক খ্রীষ্টারি বের হয়েছে*, পদ ১৮। সার্বজনীন

মণ্ডলীকে আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে যে, খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর বিরুদ্ধে মারাত্মক ভয়ানক বিরোধী শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, ২ থিষলনীকীয় ২:৮-১০। মহা-দিয়াবলের আগে যে তার অনেক অগ্রদূত দেখা দেবে তাতে বস্তুত কোন সন্দেহ নেই।

২. শেষকালের উপস্থিতি এই সকল চিহ্নের মধ্য দিয়েই বোঝা যাবে। *কেননা ভণ্ড খ্রীষ্টরা ও ভণ্ড ভাববাদীরা উঠবে এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন-কাজ ও অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ দেখাবে যে, যদি হতে পারে, তবে মনোনীতদেরকেও ভুলাবে*, মথি ২৪:২৪। এরা হবে ধর্মভ্রষ্ট, নীতিহীন ও পাপপূর্ণ। এ সমস্ত চিহ্নই আমাদেরকে বলে দেবে যে, শেষকাল এসে গেছে: *এতে আমরা জানি যে, শেষকাল উপস্থিত*, পদ ১৮। তাই খ্রীষ্টারির আগমনের বিষয়ে জেনে আমাদের আগে থেকেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

গ. এই খ্রীষ্টারি বা প্রলোভনকারীর আগমনের চিহ্নগুলোর কিছু কিছু বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে।

১. ইতিবাচক পরিচয়। তারা এক সময় প্রেরিতিক শিক্ষাদাতা বা পরিচর্যাকারী ছিল: *তারা আমাদের মধ্য থেকে বের হয়েছে*, পদ ১৯। সম্ভবত যিরূশালেম, বা যিহূদার অন্য কোন মণ্ডলী থেকে তাদের উৎপত্তি হয়েছিল; যেভাবে প্রেরিত ১৫:১ পদে বলা হয়েছে, *পরে যিহূদিয়া থেকে কয়েক জন লোক এসে ভাইদেরকে শিক্ষা দিতে লাগল*। সবচেয়ে আত্মিক মণ্ডলীটি থেকেও খ্রীষ্টারির উৎপত্তি হতে পারে। প্রেরিতদের শিক্ষায় যারা মন ফিরিয়েছিল তারা সবাই যে সত্যের পথে শেষ পর্যন্ত স্থির ছিল তা নয়।

২. গোপনীয়তা ও প্রকৃত পরিচয়। *কিন্তু আমাদের লোক ছিল না; কেননা যদি আমাদের হত তবে আমাদের সঙ্গে থাকতো; কিন্তু তারা বের হয়ে গেছে, যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, সকলে আমাদের নয়*, পদ ১৯। তারা যীশু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর সাথে আত্মিকভাবে সম্মিলিত ছিল না। তারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টের লোক বলে দেখাত, ধার্মিকতার ভান করত। কিন্তু আসলে তারা ছিল ভণ্ড ও প্রতারক। মণ্ডলীর খুব ভাল করে চিনে রাখা দরকার যে, কারা তার প্রকৃত আত্মিক সদস্য, খ্রীষ্টের দেহের প্রকৃত অঙ্গ এবং কারা তা নয়।

১ যোহন ২:২০-২৭ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. প্রেরিত যোহন শিষ্যকে অর্থাৎ তাঁর পাঠকদেরকে বিপদের সময় প্রলোভনকারীদের কাছ থেকে সাবধান থাকার আদেশ দিচ্ছেন: *আর তোমরা সেই পবিত্রতম থেকে অভিষেক পেয়েছ ও সকলেই জ্ঞান লাভ করেছ*, পদ ২০। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. তাদেরকে যে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ দানে পরিপূর্ণ করে তোলা হয়েছে: *তোমরা সেই পবিত্রতম থেকে অভিষেক পেয়েছ*। প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানরা হলেন অভিষিক্ত ব্যক্তি। তাদেরকে অনুগ্রহের তৈলে অভিষেক দান করা হয়েছে, আত্মিক দানে সমৃদ্ধ করা হয়েছে, পবিত্র

আত্মার অনুগ্রহে পূর্ণ করা হয়েছে। তাদেরকে রাজা, ভাববাদী ও পুরোহিতদের মতই স্বর্গীয় অভিষেক দান করা হয়েছে।

২. যার কাছ থেকে এই আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ তারা পেয়েছেন: *সেই পবিত্রতম থেকে*। প্রভু যীশু খ্রীষ্টই হলেন সেই পবিত্রতম। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর স্বর্গীয় অনুগ্রহ সকল বিশ্বাসীদের উপরে বর্ষণ করেছে। তিনি নিজে সর্বোৎকৃষ্ট ও পবিত্র, তাই তিনি সকল বিশ্বসীকে পবিত্র করতে সক্ষম। তিনি তাঁর শিষ্যদেরকে পবিত্র করার মধ্য দিয়ে তাঁর সমতুল্য করে তুলেছেন।

৩. এই অভিষেকের প্রভাব। এই অভিষেক বিশ্বাসীদের উপলব্ধির দৃষ্টি ও তাদের জ্ঞান উন্মুক্ত করে দেয়: "তোমরা *সকলেই জ্ঞান লাভ করেছ*। খ্রীষ্ট ও তাঁর ধর্ম সংক্রান্ত যত বিষয় তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল, যেন তোমরা উপযুক্ত সময়ে তা লাভ করতে পার; আর এখন তোমরা তা পেয়েছ," যোহন ১৪:২৬। যারা এই অভিষেক লাভ করবে তারা যদি প্রকৃত খ্রীষ্টের প্রতি অনুগত না হযে ভ্রান্ত হয়ে খ্রীষ্টারির পথ অনুসরণ করা শুরু করে এবং খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা ও রাজ্যের বিরোধিতা করতে শুরু করে, তাদের জন্য কঠিন পরিণতি অপেক্ষা করছে।

খ. প্রেরিত যোহন তাঁর পাঠকদেরকে যে সমস্ত কথা লিখছেন তা স্মরণে রাখার জন্য ও তার অর্থ উপলব্ধি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

১. না-সূচক নির্দেশ দান। তিনি বলেছেন তারা যেন তাদের নিজেদের জ্ঞানের উপরে নির্ভর না করে এবং তাদের অজ্ঞতাই যে সুসমাচারের সত্য প্রকাশের অন্যতম কারণ তা যেন তারা উপলব্ধি করে: "*তোমরা সত্য জান না বলে যে আমি তোমাদেরকে লিখলাম, তা নয়*, পদ ২১। তোমরা সুসমাচার গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে সত্যকে জেনেছ বলেই আমি তোমাদেরকে এ সব কথা লিখছি, যেন তোমরা সত্যে স্থির থাকতে পার।" আমাদের খ্রীষ্টিয় ভাইদের প্রতি সমালোচনামূলক নির্দেশনা দেওয়াটা ভাল। তাদের মঙ্গলের জন্যই আমাদের উচিত তাদেরকে প্রতিনিয়ত নির্দেশনা প্রদান করা ও তাদেরকে সুসমাচারের সত্যের পথ অনুসরণ করে চলার জন্য সব সময় প্রেরণা যোগানো।

২. তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের বিচার-বিবেচনার প্রতি সমর্থন দান: *বরং তোমরা সত্যকে* (প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে) *জান এবং এও জান যে, সত্য থেকে কোন মিথ্যা কথা বের থেকে হয় না, তাই তোমাদের কাছে লিখলাম*। যারা যে কোন প্রকারে সত্যকে জানে, তারা সেই সত্যের বিপরীত যে কোন কিছুর বিপক্ষ অবস্থান গ্রহণ করতে পিছ-পা হয় না। *Rectum est index sui et obliqui* – যে রেখাটি নিজে সোজা, তা কোন রেখাটি বাঁকা সেটাও দেখিয়ে দেয়। সত্য ও মিথ্যা কখনোই এক জায়গায় থাকতে পারে না এবং একটির সাথে আরেকটির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। যারা খ্রীষ্টিয় সত্যকে গভীরভাবে তাদের জীবনে ধারণ করবে, তারা যীশু খ্রীষ্টের বিরোধী সকল প্রকার ভ্রান্তি ও কলুষতা থেকে দূরে থাকবে। খ্রীষ্টিয় ধর্মে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই; না উৎসগত, না

আরোপিত। বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রেরিতরাই সবচেয়ে নিষ্ঠার সাথে মিথ্যার বিপক্ষে তাঁদের অবস্থানে অটল থেকেছেন এবং তাঁদের শিক্ষায় মিথ্যার অবস্থান যে একেবারেই অবান্তর তা প্রমাণ করেছেন। নিজেদের জীবন দিয়ে তাঁরা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং মিথ্যাকে সর্বান্তকরণে প্রতিরোধ করেছেন। খ্রীষ্টিয় ধর্মের অন্যতম প্রশংসনীয় একটি দিক হচ্ছে, প্রকৃতিগত ধর্মের সাথে তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে খাপ খায়, কারণ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট প্রকৃতি ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত সত্যকেই এই ধর্ম প্রকাশ করে। সত্য থেকে কোন মিথ্যার জন্ম হতে পারে না। তাই সত্যকে অবলম্বন করে কোন মিথ্যা গড়ে উঠবে ও বিকশিত হবে এ কথা ভাবাই বাহূল্য।

গ. প্রেরিত যোহন এবার তাদের বিষয়ে কথা বলছেন, সদ্য যারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে মিথ্যাবাদী ও প্রলোভনকারী হিসেবে উপনীত হয়েছে।

১. তারা মিথ্যাবাদী, তারা স্বর্গীয় সত্যের চরম বিরোধী: যীশু-ই খ্রীষ্ট, এই কথা যে অস্বীকার করে, সে ছাড়া আর মিথ্যাবাদী কে? যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিসত্তা নিয়ে যারা মিথ্যা রটনা ঘটায় ও অপবাদ দেয়, তারাই মিথ্যার জনকের সাথে চলে, পার্থিব ক্ষমতার সাথে রাজত্ব করতে চায় এবং খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রতি তারাই প্রাণপণে বিরোধিতা করে। খ্রীষ্টিয় এই সত্য এতটাই অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয় যে, কোন প্রকার মিথ্যা অপবাদ বা কোন ধরনের বিরোধিতার মুখে তা এতটুকু ম্লান হয় না, এতটুকু টলে যায় না। নাসরতীয় যীশু-ই যে ঈশ্বরের পুত্র, সে কথা স্বর্গে, পৃথিবীতে ও সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর স্বয়ং ঘোষণা করেছেন ও স্বীকৃতি দিয়েছেন।

২. তারা ঈশ্বরের ও যীশু খ্রীষ্টের উভয়ের প্রত্যক্ষ শত্রু: *সেই ব্যক্তি খ্রীষ্টারি, যে পিতা ও পুত্রকে অস্বীকার করে*, পদ ২২। যে ব্যক্তি খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে সে পিতা কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্যকেই অস্বীকার করে এবং পিতা তাঁর পুত্রকে যে সীলমোহর করেছেন সেটাও অস্বীকার করে; *কেননা পিতা-ঈশ্বর তাঁকেই সীলমোহরকৃত করেছেন*, যোহন ৬:২৭। আর যে ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের প্রতি প্রদত্ত ঈশ্বরের সাক্ষ্য ও তাঁর বাক্য অস্বীকার করবে, সে এ কথাও অস্বীকার করে যে, ঈশ্বরই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা। এর ফলে সে খ্রীষ্টতে নিহিত ঈশ্বরের জ্ঞান, খ্রীষ্টের মাঝে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ এবং বিশেষ করে ঈশ্বর যে খ্রীষ্টকে এই পৃথিবীর সাথে তাঁর পুনর্মিলন সাধন করার দায়িত্ব জ্ঞাপন করেছেন সে কথা অস্বীকার করে। তাই প্রেরিত যোহন যথার্থই বলেছেন, *যে কেউ পুত্রকে অস্বীকার করে, সে পিতাকেও পায় নি* (পদ ২৩)। পিতার বিষয়ে তার সঠিক জ্ঞান নেই, কারণ পুত্রের মধ্য দিয়েই পিতাকে সবচেয়ে ভালভাবে জানা যায়। পুত্রকে যে অবজ্ঞা করে, পিতার প্রতি তার কোন আকর্ষণ বা ভালবাসা নেই, *কারণ পুত্রের মধ্য দিয়ে না আসলে কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না*। এই ধারণা থেকেই যোহন বলেছেন, *যে ব্যক্তি পুত্রকে স্বীকার করে, সে পিতাকেও পেয়েছে*, পদ ২৩। পিতা ও পুত্রের মধ্যে যেমন এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে, তেমনই উভয়ের শিক্ষা, মতবাদ, জ্ঞান ও পরিকল্পনাতেও রয়েছে এক অকাট্য সম্পৃক্ততা। এ কারণে যে ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টকে জানবে, সে পুত্রকে জানবে; আর একইভাবে সে পিতাকেও জানার অধিকার পাবে। যারা খ্রীষ্টিয় প্রত্যাদেশ মনে প্রাণে গ্রহণ করে, তারাই এই পবিত্র ধর্মের সমস্ত অধিকারপ্রাপ্ত হয়।

ঘ. এখানে প্রেরিত যোহন শিষ্যকে বিশেষভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন যেন তাদের কাছে দেওয়া সর্বপ্রথম শিক্ষা তারা ধরে রাখে: *তোমরা আদি থেকে যা শুনেছ, তা তোমাদের অন্তরে থাকুক*, পদ ২৪। সত্যের উৎপত্তি ঘটার পর মিথ্যার উদয় ঘটে, তার আগে নয়। খ্রীষ্ট সম্পর্কিত সমস্ত সত্য প্রথমে ঈশ্বরভক্ত লোকদের কাছে দেওয়া হয়েছিল, যা কোন অর্থ দ্বারা বিনিময়যোগ্য ছিল না। প্রেরিতরা পবিত্র আত্মার ও খ্রীষ্টের কাছ থেকে খ্রীষ্ট সম্পর্কে যে সকল সত্য জেনেছেন, তা তাঁরা শত কষ্টভোগ সত্ত্বেও কখনো অস্বীকার করার কথা ভাবেন নি ও ভাববেন না। এ কারণেই খ্রীষ্টিয় সত্য এতটা শক্তিশালী ও প্রশংসনীয়। এই বিষয়গুলো বিবেচনার মধ্য দিয়ে আমরা আরও গভীরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারব:-

১. এই চিরন্তন সত্য ও বিশ্বাস আত্মায় ধারণ করার মধ্য দিয়ে বিশ্বাসীরা স্বর্গের পবিত্রতম অধিকারসমূহ লাভ করবেন।

(১) তারা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের সাথে এক পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হবেন: *আদি থেকে যা শুনেছ, তা যদি তোমাদের অন্তরে থাকে, তবে তোমরাও পুত্রে ও পিতার মধ্যে থাকবে*, পদ ২৪। খ্রীষ্টের সত্য আমাদের মাঝে থাকলে তা আমাদেরকে পাপ থেকে পৃথক করে এবং ঈশ্বরের পুত্রের সাথে একত্রিত করে, যোহন ১৫:৩,৪। পুত্র হলেন সেই মাধ্যম বা মধ্যস্থতাকারী, যাঁর মধ্য দিয়ে আমরা পিতার সাথে একত্রিত হই। কাজেই সুসমাচারের এই সত্যের প্রতি আমাদের কত না গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক!

(২) তারা নিজেদের প্রতি ঈশ্বরের অনন্ত জীবনের প্রতিজ্ঞা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন: *আর এটা তাঁরই সেই প্রতিজ্ঞা, যা তিনি* (পিতা ঈশ্বর, ১ যোহন ৫:১১) *নিজে আমাদের কাছে করেছেন, আর তা হল অনন্ত জীবন*, পদ ২৫। সেই প্রতিজ্ঞা কত না মহান, যা ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের প্রতি করে থাকেন। তাঁর নিজ মহত্ত্ব, ক্ষমতা ও মঙ্গলময়তার সাথে এই প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা হিসেবে যা লাভ করেন তা হচ্ছে অনন্ত জীবন, যা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউ আমাদেরকে দিতে পারে না। মহান ঈশ্বর তাঁর পুত্রের উপর ও তাঁর মাঝে নিহিত মহান সত্যের উপর জোরালোভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যীশু খ্রীষ্টতে নিহিত সত্যে যারা তাদের বিশ্বাস বজায় রাখবে, অর্থাৎ সেই সত্যের আলোতে ও অধীনে তারা জীবন অতিবাহিত করবে, তারাই অনন্ত জীবন লাভ করবে।

২. পাঠকদের প্রতি পত্রটি লেখার পেছনে প্রেরিত যোহনের উদ্দেশ্য। এই পত্রটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যারা বিশ্বাসীদেরকে ভুল পথে নিয়ে যেতে চায় তাদের কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য সাবধান করে দেওয়া: "*যারা তোমাদের ভুল পথে নিয়ে যেতে চায়, তাদের বিষয়ে এসব তোমাদের লিখলাম* (পদ ২৬)। আর এই কারণে তোমরা শুরু থেকে যা কিছু শুনে এসেছ সে অনুসারে যদি না চল, তাহলে আমার এই চিঠি লেখা এবং আমার সমস্ত পরিচর্যা কাজ একেবারেই বৃথা গেল।" আমাদের সব সময় সতর্ক থাকা প্রয়োজন, যেন প্রেরিতদের পত্র থেকে শুরু করে পবিত্র শাস্ত্রের যে কোন একটি শব্দও যেন আমাদের কারণে মূল্যহীন বা নিষ্ফল হয়ে না পড়ে। *আমি তার জন্য আমার ব্যবস্থার* (ও সুসমাচারের) *দশ হাজার কথা লিখি; কিন্তু সেসব বিজাতীয়রূপে গণ্য করা হয়*, হোশেয় ৮:১২।

৩. স্বর্গ থেকে বিশ্বাসীরা যে সকল নির্দেশনামূলক অনুগ্রহ লাভ করে থাকেন: *আর তোমরা তাঁর কাছ থেকে যে অভিষেক পেয়েছ, তা তোমাদের হৃদয়ে রয়েছে*, পদ ২৭। প্রকৃত খ্রীষ্টানদের অন্তরে যে স্বর্গীয় সত্য রয়েছে তার একটি নিশ্চয়তা সব সময় তাদের মনে কাজ করে। পবিত্র আত্মার উপস্থিতি তাদের মনে ও আত্মায় প্রকাশিত হয়। এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে, প্রভু যীশু তাঁর প্রত্যেক উম্মতের আত্মায় সব সময়ের জন্য তাঁর একজন সাক্ষ্যদানকারীকে রেখেছেন। আন্তরিক ও ধার্মিক বিশ্বাসীদের উপর অনুগ্রহের দান অর্পণের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের শিক্ষা ও তাঁর সত্যের সীলমোহর দেওয়া হয়েছে, যেহেতু ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউ এই সীলমোহরাঙ্কিত করতে পারে না। *আর যিনি তোমাদের সঙ্গে আমাদেরকে* (এবং আমাদের সঙ্গে তোমাদেরকে) *খ্রীষ্টে স্থির করেছেন এবং আমাদেরকে অভিষিক্ত করেছেন, তিনি ঈশ্বর*, ২ করিন্থীয় ১:২১। এই পবিত্র সম্মিলনকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়:-

(১) এই সম্মিলন চিরন্তন ও অটুট। তেল কখনো পানির মত পাতলা হতে পারে না: *তা তোমাদের হৃদয়ে রয়েছে*, পদ ২৭। স্বর্গীয় প্রতিজ্ঞা অটুট রাখার জন্য সব সময় এর নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। প্রলোভন, ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার হাতছানি আসতেই পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি অভিষেক গ্রহণ করেছে, সে অবশ্যই তা থেকে দূরে থাকবে।

(২) মানবীয় নির্দেশনার চেয়ে তা বহু গুণে শ্রেয়: "*কেউ যে তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়, এতে তোমাদের প্রয়োজন নেই*, পদ ২৭। এমন নয় যে, এই অভিষেকের চেয়ে মানবীয় শিক্ষার গুরুত্ব আরও বেশি। বরং এই অভিষেক স্বয়ং যে শিক্ষা দেয়, মানুষ সেই শিক্ষা দিতে পারে না: *কেউ যে তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়, এতে তোমাদের প্রয়োজন নেই*। তোমাদেরকে অভিষেক দানের আগেই আমরা তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু এখনকার তুলনায় আমাদের সেই শিক্ষা কিছুই নয়। কে তাঁর মত শিক্ষা দিতে পারে?" ইয়োব ৩৬:২২। স্বর্গীয় অভিষেক ও সম্মিলন প্রৈরিতিক শিক্ষাকে অপসারণ করে না, বরং তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।

(৩) এটি সত্যের এক সুনিশ্চিত প্রমাণ এবং এই অভিষেক যা কিছু আমাদেরকে শেখায় তা অব্যর্থ সত্য: *কিন্তু তাঁর সেই অভিষেক যেমন সমস্ত বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছে এবং তা যেমন সত্য, মিথ্যা নয়*, পদ ২৭। *পবিত্র আত্মাকে অবশ্যই সত্যের আত্মা হতে হবে, ঠিক যে নামে তাঁকে সম্বোধন করা হয়ে থাকে*, যোহন ১৪:১৭। তিনি যে নির্দেশনা দেন ও যে সকল বিষয়ে আলোকপাত করেন তা অবশ্যই সত্যের আলো সৃষ্ট হতে হবে। সত্যের আত্মা কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না। তিনি আমাদেরকে প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেন। ঈশ্বর, খ্রীষ্ট ও সুসমাচার সম্পর্কিত যে জ্ঞান আমাদের থাকা প্রয়োজন, তার সবই এই সত্য আমাদেরকে দিয়ে থাকে।

(৪) এটি একটি রক্ষণশীল প্রভাব। যারা প্রলোভনকারীদের মধ্যে বসবাস করে, তাদেরকে এটি সব সময় রক্ষা করে চলবে: "*এমন কি তা যেমন তোমাদের শিক্ষা দিয়েছে, তেমনি তোমরা তাঁর সংস্পর্শেই থাক*, পদ ২৭। এটি তোমাদেরকে খ্রীষ্টতে বাস করা শিখিয়েছে। এটি তোমাদেরকে যেমন শিখিয়েছে, তেমনি তোমাদেরকে সুরক্ষাও দিয়েছে। এটি

তোমাদের মনে ও অন্তরে একটি প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে যেন তোমরা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে না যাও। *আর যিনি তোমাদের সঙ্গে আমাদেরকে খ্রীষ্টে স্থির করেছেন এবং আমাদেরকে* নিজের জন্য *অভিষিক্ত করেছেন, তিনি ঈশ্বর; আর তিনি আমাদেরকে সীলমোহরও করেছেন এবং আমাদের অন্তরে প্রথম অংশ হিসেবে তাঁর আত্মাকে দিয়েছেন,"* ২ করিন্থীয় ১:২১,২২।

১ যোহন ২:২৮-২৯ পদ

পবিত্র অভিষেকের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের কথা বলার পর এখন প্রেরিত যোহন তাঁর পাঠকদেরকে সব সময় খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে স্থির থাকার জন্য নির্দেশনা ও উৎসাহ দান করছেন: *আর এখন, হে সন্তানেরা, তাঁর সান্নিধ্যেই থাক*, পদ ২৮। প্রেরিত যোহন তাঁর সদয় সম্বোধনটি আবারও উচ্চারণ করছেন, *হে সন্তানেরা*। আমার মতে তিনি এখানে পাঠকদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় মমত্ববোধ প্রকাশ করেছেন; কাজেই তিনি মূলত *প্রিয় সন্তানেরা* উচ্চারণ করেছেন এই সম্বোধনের মধ্য দিয়ে। সুসমাচার প্রচারকদের প্রাপ্ত বিশেষ অধিকারের সাথে আসে বিশেষ দায়িত্ব। যারা খ্রীষ্ট কর্তৃক অভিষিক্ত হয়েছেন, তারা শত প্রতিবন্ধকতার মাঝেও তাঁর সান্নিধ্যে থাকার সক্ষমতা অর্জন করেন। দু'টি বক্তব্যে প্রলোভনের সময় ধৈর্য ও দীর্ঘসহিষ্ণুতা ধারণের প্রয়োজনকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে:-

১. সেই মহান দিনে তাঁর প্রত্যাবর্তনের ঘটনার বিবেচনা: *যেন তিনি যখন প্রকাশিত হন তখন আমরা সাহস পাই, তাঁর আগমন কালে তাঁর সামনে লজ্জিত না হই*, পদ ২৮। এখানে নির্দ্বিধায় স্বীকার করা হয়েছে যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আবারও ফিরে আসবেন। এটি ছিল সেই সত্যের অংশ, যা তারা প্রথমেই শুনেছিল। তিনি যখন আবার ফিরে আসবেন, তখন তিনি প্রকাশ্যে সকলের সামনে উপস্থিত হবেন, মানুষের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করবেন। এর তুলনায়, তিনি আগে যখন এসেছিলেন তখন নিভৃতে এসেছিলেন। তিনি একজন নারীর গর্ভ থেকে এসেছিলেন, দুর্বল ও নিঃস্ব অবস্থায় একটি গোয়াল ঘরে জন্ম নিয়ে। কিন্তু এর পর তিনি যখন ফিরে আসবেন, তিনি স্বর্গের দ্বারা উন্মোচন করে সেখান থেকে নেমে আসবেন এবং প্রত্যেকে তাঁকে দেখতে পাবে। আর যারা তাদের সমস্ত প্রলোভন ও ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও বিশ্বাসে টিকে থাকবে, তারা তাঁকে দেখতে পাবে। তারা এক অবর্ণনীয় বিজয়োল্লাসে তাদের প্রভুকে দেখতে পাবে। অপরদিকে, যারা প্রলোভনের সময় তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাবে, তারা তাঁকে দেখে লজ্জিত হবে ও তাঁর সামনে আর আসতে পারবে না। তারা তাদের বিশ্বাসহীনতা, কাপুরুষতা, অবহেলা ও বোকামির কারণে লজ্জিত হবে।

২. যারা খ্রীষ্টতে স্থির থাকবে ও খ্রীষ্টিয় ধর্মে যাদের বিশ্বাস থাকতে দৃঢ়, তারা যে সকল সম্মান ও অধিকার ভোগ করবে সে সবের বিবেচনা: *যদি তোমরা জান যে, তিনি ধার্মিক, তবে এও জেনে রেখো যে, যে কেউ সঠিক কাজ করে, তাঁর থেকেই তার জন্ম হয়েছে*, পদ ২৯। যে ব্যক্তি ধার্মিকতা ও পবিত্রতায় পূর্ণ জীবন-যাপন করবে, তার কাজও হবে ধার্মিক ও নিষ্পাপ। তার মধ্যে স্বয়ং খ্রীষ্ট বসবাস করেন। তার বাধ্যতা, ভালবাসা ও আনুগত্যের কারণেই খ্রীষ্ট তাকে গ্রহণ করবেন। এমন একজন মানুষ হতে গেলে আমাদের অবশ্যই

খ্রীষ্টতে নতুন জন্ম লাভ করতে হবে। নতুন জন্মলাভের পর একজন মানুষ পবিত্র আত্মা কর্তৃক খ্রীষ্টের প্রতিরূপ অনুসারে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। যে ব্যক্তি সব সময় প্রকৃত ধার্মিক ও আত্মিক জীবন-যাপন করে, তার মাঝে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, খ্রীষ্ট তার জীবনে অবস্থান করছেন, বা তিনি খ্রীষ্টের সান্নিধ্যে রয়েছেন। খ্রীষ্ট হতে জন্মলাভ করা এক অনন্য সুযোগ ও সম্মান। যারা খ্রীষ্টতে নতুন জন্ম লাভ করে, তারা সকলে ঈশ্বরের সন্তান। যত লোক তাঁকে গ্রহণ করলো, *সেই সকলকে, যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করে তাদেরকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার ক্ষমতা দিলেন*, যোহন ১:১২। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়টি নিয়ে আরও আলোচনা করা হয়েছে।

যোহনের লেখা প্রথম পত্র

অধ্যায় ৩

এখানে প্রেরিত যোহন মানুষকে দত্তক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালবাসার প্রকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন, পদ ১,২। এরপর তিনি পবিত্রতা রক্ষার বিষয়ে (পদ ৩) ও পাপ বিপক্ষে কথা বলেছেন, পদ ৪-১৯। তিনি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাবের প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এরপরে রয়েছে আমরা আমাদের অন্তর কীভাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করবে সে বিষয়টি, পদ ১৯-২২; বিশ্বাসের আদর্শ, পদ ২৩; এবং বাধ্যতার সুফল, পদ ২৪।

১ যোহন ৩:১-৩ পদ

প্রেরিত যোহন খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত অনুসারীদের জন্য গচ্ছিত সম্মানের উপরে আলোকপাত করেছেন। যারা খ্রীষ্ট থেকে জন্মগ্রহণ করে, তারা ঈশ্বরের সন্তান হয়ে ওঠে। আর এখন এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অপরিমেয় অনুগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত: *দেখ, পিতা আমাদেরকে কেমন প্রেম করেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে আখ্যাত হই; আর আমরা তা-ই বটে!* পিতা তাঁর পুত্রের সমস্ত সন্তানকে দত্তক নিয়েছেন। পুত্র সকলকে আহ্বান করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর ভাই বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাদের উপরে ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার যোগ্য মর্যাদা ও যোগ্যতা দান করেছেন। চিরন্তন পিতা ঈশ্বরের এই অপূর্ব ভালবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর সন্তান হিসেবে সম্বোধিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি। আমরা প্রকৃতিগতভাবে পাপের সন্তান; আমরা ঈশ্বরের অভিশাপ ও অভিযোগের অধীনে ছিলাম। আমরা কথায় ও কাজে মন্দতার সন্তান ছিলাম, অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ ছিলাম! কিন্তু অবাক হওয়ার মত বিষয়, ঈশ্বর আমাদের পিতা হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন নি। তিনি আমাদেরকে তাঁর সন্তান বলে ডেকেছেন!

খ. এই পৃথিবীর বোধগম্যতার তুলনায় বিশ্বাসীদের সম্মান অনেক উপরে। অবিশ্বসীরা কখনো কল্পনাও করতে পারবে না যে, প্রকৃত বিশ্বাসীদের এই মর্যাদা কেমন হতে পারে। *এজন্য পৃথিবী আমাদের জানে না, কারণ সে তাঁকে জানে নি*, পদ ১। যীশু খ্রীষ্টের প্রকৃত অনুসারী শিষ্যদের আনন্দ ও স্বর্গীয় শান্তি এই পৃথিবীর মোহে আক্রান্ত মানুষেরা কখনোই উপলব্ধি করতে পারে না। তাদের কাছে পবিত্রতা ও ধার্মিকতার এই জীবন বরং আরও বেশি কষ্টদায়ক বলে মনে হয়। এ কারণেই হয়তো বলা হয়েছে, *শুধু এই জীবনে যদি খ্রীষ্টে প্রত্যাশা করে থাকি, তবে আমরা সকল মানুষের মধ্যে বেশি দুর্ভাগা*, ১ করিন্থীয় ১৫:১৯। এ কারণে অখ্রীষ্টানরা যে পৃথিবী তাদের নিজেদের মত করে জীবন ধারণ করে, তারা

নিজেদের মর্যাদা, অধিকার, সুযোগ ও শান্তি যে হাতের মুঠোয় পেয়েও হারাচ্ছে তা বুঝতে পারে না। এই পৃথিবী কখনোই বুঝতে পারবে না যে, এই হতদরিদ্র, নম্র ও নিঃস্ব মানুষগুলোই স্বর্গের উত্তরাধিকারী এবং তারা অনন্তকাল সেখানে বসবাস করবে। যিহূদী পৃথিবী কখনো এ কথা চিন্তাই করতে পারে নি যে, অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের কাছে ঈশ্বর নিজেই এসেছিলেন, যারা ছিলেন তাদেরই রক্তের সহভাগী, তাদেরই দেশের নাগরিক; কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরকে গ্রহণ করলেও তারা তাঁকে গ্রহণ করে নি, তারা তাঁকে জানতে চায় নি; *কেননা যদি জানত, তবে মহিমার প্রভুকে ক্রুশে দিত না*, ১ করিন্থীয় ২:৮। খ্রীষ্টের অনুসারীদের উচিত হবে পৃথিবীতে চূড়ান্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকা; কারণ এই পৃথিবীর লোকেরা আমাদের প্রভুর সাথে যেমন নির্দয় আচরণ করেছিল, আমাদের সাথে তার চেয়ে কোন অংশে ভাল ব্যবহার করবে না।

গ. এই সকল দীর্ঘসহিষ্ণু শিষ্যেরা তাদের অবস্থান ও মর্যাদাগত কারণে প্রশংসার যোগ্য। এখন লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. তাদের বর্তমান সম্মানজনক অবস্থানের কথা এখানে বিবৃত হয়েছে: *প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান*, পদ ২। পুনর্জন্ম গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিগণিত হয়েছি। আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী সন্তান হিসেবে উপযুক্ত উপাধি, চেতনা ও অধিকার লাভ করেছি। ঈশ্বরভক্ত সমস্ত লোক এই সম্মান লাভের যোগ্য।

২. ভবিষ্যতের সম্ভাব্যতা: *পরে কি হব তা এই পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি*, পদ ২। এই পুত্রত্বের কারণে যে গৌরব ও মহিমা আমরা লাভ করেছি তা এখনই আমরা উপভোগ করতে পারব না; পরবর্তী জীবনের পৃথিবীর জন্য তা সঞ্চিত রাখা হয়েছে। ঈশ্বরের সন্তানদেরকে অবশ্যই বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আশায় জীবন ধারণ করতে হবে।

৩. ঈশ্বরের পুত্রের প্রকৃত রূপে আবির্ভূত হওয়া ও তাঁর গৌরব প্রকাশিত হওয়ার সময় নিরূপণ। এটি এমন এক সময়, যখন প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বসী, তথা ঈশ্বরের সন্তানদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যীশু খ্রীষ্ট পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করবেন এবং সকল বিশ্বসীকে একত্রিত করবেন: *আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হবেন তখন আমরা তাঁর সমরূপ হব*। এই পদকে অনেকে যোহন ১৪:৩ পদের আলোকে ব্যাখ্যা করে থাকেন, যেখানে লেখা আছে: *আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার আসবো এবং আমার কাছে তোমাদেরকে নিয়ে যাব; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেখানে থাক*। মণ্ডলীর মস্তক, ঈশ্বরের একজাত পুত্র যখন তাঁর মণ্ডলীর সদস্যদের কাছে, ঈশ্বরের দত্তক হিসেবে স্বীকৃত সকল বিশ্বাসীদের কাছে আবির্ভূত হবেন, তখন তাঁর সাথে সম্মিলিত হবে ও একই মহিমায় মহিমান্বিত হবে।

ঘ. প্রেরিত যোহন তাঁর পাঠকদেরকে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে তাদের পবিত্রতায় অটল থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন: *তাঁর উপরে যার এই প্রত্যাশা আছে, সে নিজেকে বিশুদ্ধ করে, যেমন তিনি বিশুদ্ধ*, পদ ৩। ঈশ্বরের সন্তানেরা খুব ভাল করেই জানে যে, তাদের প্রভু

পবিত্র ও বিশুদ্ধ। তাঁর অন্তর খাঁটি এবং তাঁর দৃষ্টিতে কোন কলুষতা স্থান পায় না। তাই যারা তাঁর সাথে বসবাস করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই তাঁর মত হতে হবে। ঈশ্বরের সন্তানদেরকে স্বভাবে, কাজে ও কথায় ঈশ্বরের মতই পবিত্র হতে হবে।

১ যোহন ৩:৪-১০ পদ

যোহন এখানে পাপ ও অন্ধকারের সমস্ত কর্মকাণ্ডের বিপক্ষে তাঁর অবস্থান তুলে ধরেছেন এবং তাঁর পাঠকদেরকেও সেই একই অবস্থান দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে নির্দেশনা দিচ্ছেন।

ক. পাপের স্বভাব ও তার মধ্যকার অপরিমেয় মন্দতার বিবরণ। পাপ ও মন্দতা স্বর্গীয় বিধানের পরিপন্থী: *যে কেউ পাপ করে সে অধর্মের কাজ করে, আর এই অধর্মই হল পাপ*, পদ ৪। পাপ হচ্ছে স্বর্গীয় বিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ও ধর্ম বহির্ভূত জীবন যাপন, যা ঈশ্বরের পবিত্রতার বিধান ও তাঁর বিশুদ্ধতাকে ক্ষুণ্ন করে। যে ব্যক্তি পাপ করে সে ঈশ্বরের বিধান অমান্য করে ও তাঁর পবিত্রতাকে অস্বীকার করে।

খ. যে উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন তা হচ্ছে মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করা এবং এই পৃথিবী থেকে পাপ চিরতরে বিতাড়িত করা: *আর তোমরা জানো*, পাপের *ভার নিয়ে যাবার জন্য তিনি প্রকাশিত হলেন এবং তাঁর মধ্যে কোন পাপ নেই*, পদ ৫। ঈশ্বরের পুত্র মানুষের মাঝে আবির্ভূত হয়েছিলেন পবিত্রতা ও শুদ্ধতায় পরিপূর্ণ হয়ে। তিনি এসেছিলেন স্বর্গীয় বিধানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। এই দায়িত্বের প্রতি বাধ্যতার জন্য তিনি মানুষের পাপের ভার বহন করেছেন। আমাদের যে শাস্তি পাওয়ার কথা ছিল, তা তিনি নিজের কাঁধে নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাঁর মাঝে কোন পাপ, কোন কলুষতা ছিল না। তিনি ছিলেন নিষ্পাপ।

গ. পাপ ও খ্রীষ্টের সাথে প্রকৃত সম্মিলনের বৈপরীত্য: যে কেউ তাঁর মধ্যে থাকে সে পাপ করে না, পদ ৬। যে ব্যক্তি পাপ করে, সে মন্দতার জালে জড়িয়ে পড়ে, ফলে ঈশ্বর তার মাঝে বসবাস করতে পারেন না। তাই যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের মাঝে বাস করে, খ্রীষ্টকে নিজ অন্তরে ধারণ করে, কোন পাপ আর তার মাঝে বসতি স্থাপন করতে পারে না। সে নিজেকে সর্ব প্রকার কলুষতা থেকে দূরে রাখে। নেতিবাচক দিক থেকেও ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছে: *যে কেউ পাপ করে সে তাঁকে দেখে নি এবং জানেও নি*। ২২ পদের এই একই ভাব পোষণ করা হয়েছে। যারা খ্রীষ্টের সাথে থাকে, তারা খ্রীষ্টের সাথে পবিত্রতার চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে। তাই অপবিত্র কোন কিছু তাদেরকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু যারা পাপ করে, তারা খ্রীষ্ট থেকে বহু দূরে সরে যায়। ফলে তারা খ্রীষ্টকে দেখতেও পারে না এবং তাঁকে জানতেও পারে না।

ঘ. প্রকৃত ধার্মিকতার চর্চা ও মন্দতার পথে থেকেও নিজেকে ধার্মিক বলে প্রতীয়মান করার চেষ্টার মধ্যকার বৈপরীত্য: "সন্তানেরা, কেউ যেন তোমাদেরকে ভ্রান্ত না করে। যেহেতু তোমরা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছে, অনেকেই তোমাদেরকে ভ্রান্ত করে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা

করবে, তোমাদেরকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করবে। অনেকে তোমাদেরকে খ্রীষ্টিয় ধর্মের ভিন্ন বিকৃত কোন রূপ দেখাবে, যা মানুষের মনগড়া এবং তোমাদেরকে সেই ভ্রান্ত পথের দিকে নিয়ে যাবে। তারা তোমাদের মধ্যে এই বিশ্বাস তৈরি করবে যে, তোমাদের জ্ঞান, পেশা ও তোমাদের বিশ্বাসের কারণে তোমরা খ্রীষ্টিয় জীবন-যাপন করেও যে কোন ধরনের ভোগ-বিলাসে মেতে উঠতে পারবে ও তাতে কোন বাধা নেই। কিন্তু এ ধরনের প্রবঞ্চকদের কাছ থেকে সাবধান। *যে সঠিক কাজ করে সে ধার্মিক, যেমন তিনি ধার্মিক*।"

ঙ. পাপী মানুষ ও শয়তানের মধ্যকার সম্পর্ক এবং শয়তানের সমস্ত চাতুরির বিরুদ্ধে প্রভু যীশুর অবস্থান:-

১. পাপী মানুষ ও শয়তানের মধ্যকার সম্পর্ক: অন্য সবখানে যেমন নিষ্পাপ ও ঈশ্বরভক্ত পবিত্র মানুষদেরকে এক করে দেখানো হয়েছে, তেমনি করে যারা পাপ করে ও যারা শয়তানের সন্তান, তাদেরকে এক করে দেখানো হয়েছে। যে ব্যক্তি পাপ করে, সে পাপের দাস হয়ে পড়ে। ফলে সে শয়তানে দাসত্বে আবদ্ধ হয়, কারণ শয়তান সকল প্রকার পাপ, অধর্ম ও কলুষতার পিতা। সে সমস্ত পাপের উৎপত্তি ঘটায় ও তার চর্চা করে। *যে পাপ করতেই থাকে, সে শয়তানের সন্তান*।

২. শয়তানের বিরুদ্ধে প্রভু যীশুও দৃঢ় অবস্থান: *কেননা শয়তান আদি থেকে পাপ করছে, ঈশ্বরের পুত্র এজন্যই প্রকাশিত হলেন, যেন শয়তানের কাজগুলো লোপ করেন*। শয়তান সব সময় এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজগুলো ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। তাই ঈশ্বরের পুত্র তার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি আমাদের পৃথিবীতে মানুষ হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন, যেন তিনি শয়তানকে জয় করতে পারেন এবং তার সমস্ত কার্যকলাপ ধ্বংস করে দিতে পারেন।

চ. পুনরায় জন্ম লাভ ও পাপ ক্ষমার মধ্যকার সম্পর্ক: *যে কেউ ঈশ্বর থেকে জাত সে পাপ করতে থাকে না*। ঈশ্বর থেকে জাত হওয়ার অর্থ হচ্ছে একজন মানুষের ভেতরের পুরো সত্তাটি নতুন হয়ে যাওয়া এবং ঈশ্বরের আত্মার অনুগ্রহ এক অভিনব স্পর্শে সম্পূর্ণ নতুন স্বভাব বিশিষ্ট নতুন মানুষে পরিণত হয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তি ঈশ্বরতে নতুন জন্ম লাভ করবে, সে কখনোই পাপের পথে আর পা বাড়াবে না, কারণ পাপের স্বভাব তার নতুন আত্মিক স্বভাবের পরিপন্থী এবং এই পুনর্জন্ম তার আত্মাকে করে তুলেছে পবিত্র। এ কারণ হিসেবে যোহন বলছেন, *কারণ তাঁর বীর্য তার অন্তরে থাকে*, পদ ৯। এর অর্থ ঈশ্বরের জ্যোতি ও তাঁর কর্তৃত্ব তার মাঝে অবস্থান করে। আবার অন্যভাবে এর অর্থ হচ্ছে, সেই ব্যক্তি পবিত্র আত্মা থেকে জন্মগ্রহণ করে ও তার মাঝে পবিত্র আত্মা অবস্থান করতে থাকেন। যে ব্যক্তির নতুন জন্ম ঘটে, তার মধ্যে সব সময় ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপস্থিত থাকে। ধার্মিকতা কোন অর্জিত গুণ বা অভ্যাস নয়, বরং তা হচ্ছে জীবন পরিবর্তনকারী চর্চা। এ কারণে একজন ব্যক্তির নতুন জন্ম হওয়ার অর্থ হল তার বিগত জীবনের সমস্ত অন্যায়, অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে নতুন একজন নিষ্পাপ মানুষ করে তোলা হয়েছে।

ছ. ঈশ্বরের সন্তান ও শয়তানের সন্তানদের মধ্যকার বৈপরীত্য। এই উভয় সন্তানদের চরিত্র সুস্পষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। *এতে কারা ঈশ্বরের সন্তান এবং কারা শয়তানের সন্তান তা প্রকাশ হয়ে পড়ে*, পদ ১০। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের বংশধরেরা যেমন বিচরণ করে, তেমনি সাপের বংশধরেরাও বিচরণ করে। এই সাপের বংশধরকে চেনা যায় দু'টি চিহ্ন দ্বারা:-

১. ধর্মের প্রতি তাদের অবজ্ঞা: *যে কেউ সঠিক কাজ না করে, সে ঈশ্বরের লোক নয়*, পদ ১০। সঠিক কাজ না করার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে অমান্য করা, ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে না চলা। সঠিক কাজ না করলে সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের বিরোধী, তথা শয়তানের অনুসারী হয়ে পড়ে।

২. সহ-বিশ্বসী ভাইদের প্রতি তাদের ঘৃণা: *যে ব্যক্তি আপন ভাইকে ভাল না বাসে, সে ঈশ্বরের লোক নয়*, পদ ১০। একজন প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী অবশ্যই তার সহ-বিশ্বসী ভাইকে ভালবাসবে, কারণ ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট তাদের প্রত্যেককে ভালবাসেন। কিন্তু যারা তাদেরকে ভালবাসবে না, বরং ঘৃণা ও অবজ্ঞা করবে, নির্যাতন করবে, তাদের মধ্যে সাপের স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে। তারা শয়তানের সন্তান।

১ যোহন ৩:১১-১৩ পদ

শয়তানের সন্তান ও ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যকার অন্যতম দুটি পার্থক্য নির্দেশ করার পর এখন তিনি কী বলছেন তা আমা দেখব:-

ক. প্রেরিত যোহন বিশ্বাসীদের মধ্যে অনঢ় খ্রীষ্টিয় ভালবাসা এবং মহানুভবতার পরিচয় দেখানোর নির্দেশনা দিচ্ছেন: কেননা তোমরা আদি থেকে যে বার্তা শুনেছ তা এই, আমাদের একে অন্যকে ভালবাসা কর্তব্য, পদ ১১। আমাদের উচিত প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ভালবাসা, আমাদের জন্য তাঁর ভালবাসার প্রতি যথাযথ মর্যাদা পোষণ করা এবং তাঁর ভালবাসার সূত্র ধরে আমাদের প্রত্যেক খ্রীষ্টিয় ভাই-বোনকে ভালবাসতে হবে।

খ. কয়িনের উদাহরণ দিয়ে যোহন আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যেন আমরা কোনভাবে আমাদের ভাইদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করি। কয়িনের মত ক্ষোভ, ক্রোধ ও বিদ্বেষ আমাদের অনেকের মধ্যেই প্রায়শ দেখা যায়; যা একান্তভাবে পরিত্যাজ্য। তার বৈশিষ্ট্যগুলো এখানে দেখানো হয়েছে:-

১. কয়িন ছিল সাপের বংশধরদের মধ্যে সর্বপ্রথম। মানুষের সর্বপ্রথম সন্তান ছিল স্বভাবগতভাবে মন্দ। তাই সব মানুষের ভেতরেই জন্মগতভাবে একটি অবচেতন সত্তা থাকে যা তাদের মন্দতার দিকে প্ররোচিত করে।

২. তার মন্দ চিন্তা ভাবনার কোন শেষ ছিল না। সে তার মন্দ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে নিজ সহোদর ভাইকে পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধা করে নি। পাপ একজন মানুষকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে ফেলে।

৩. কয়িন এতটাই মন্দতার পথে পা বাড়িয়েছিল যে, সে ধর্ম পালনের জন্য তার ভাইকে হত্যা করেছিল। হেবলের উৎসর্গ ঈশ্বরের কাছে গৃহীত হতে দেখে কয়িন হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। ভাইয়ের প্রতি ঈশ্বরের প্রদত্ত অনুগ্রহ দেখে সে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। নিজের রাগ ও হিংসা দমন করতে না পেরে সে তার ভাইকে খুন করেছিল। *আর সে কেন তাঁকে খুন করেছিল? কারণ এই যে, তার নিজের কাজ ছিল মন্দ, কিন্তু তার ভাইয়ের কাজ ছিল ধর্মসম্মত*, পদ ১২। মন্দ মানসিকতা আমাদেরকে ঘৃণা করতে শেখায় এবং প্রতিশোধ পরায়ণ হতে উৎসাহ দেয়।

গ. এই পৃথিবীতে ঈশ্বরভক্ত লোকদের ঘৃণার পাত্র হওয়াটা স্বাভাবিক: *ভাইয়েরা, পৃথিবী যদি তোমাদেরকে ঘৃণা করে তবে আশ্চর্য হয়ো না*, পদ ১৩। সাপের স্বভাব বিশিষ্ট মানুষ এখনও পৃথিবীতে বিচরণ করছে। মহানাগ শয়তান নিজে এখন পৃথিবীর অধিকর্তা হয়ে পৃথিবী শাসন করছে। তাই এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যদি আমরা মনুষ্য-পুত্রের বংশধর হওয়ার কারণে পুরো পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করে।

১ যোহন ৩:১৪-১৯ পদ

প্রেরিত যোহন ঐশ্বরিক ভালবাসার বিষয়ে বিভিন্ন যুক্তি ও আমাদের করণীয় সম্পর্কে এ অংশে বক্তব্য রেখেছেন। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. এটি আমাদের সুসমাচারের সত্যতা নিরূপণের চিহ্ন, অনন্ত জীবনে প্রবেশের জন্য আমাদের প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ের মূল উপপাদ্য বিষয়: *আমরা জানি যে, মৃত্যু থেকে আমরা জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছি, কারণ আমরা ভাইদেরকে ভালবাসি*, পদ ১৪। আমরা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা ও ক্রোধের বশবর্তী। সুসমাচারের কারণে আমাদের সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং আমরা অনন্ত জীবন অভিমুখে চলতে শুরু করেছি। এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করার মধ্য দিয়ে: *যে কেউ পুত্রের উপর বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে; কিন্তু যে কেউ পুত্রকে অমান্য করে, সে জীবন দেখতে পাবে না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপরে অবস্থিতি করবে*, যোহন ৩:৩৬। এখন লক্ষ্য করুন কীভাবে আমরা আমাদের জীবনের এই আনন্দময় অবস্থার নিশ্চয়তা পাই: *আমরা জানি যে, মৃত্যু থেকে আমরা জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছি*। খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের বাধ্যতার মধ্য দিয়েই আমরা এর নিশ্চয়তা পাই।

খ. কিন্তু এর অপরদিকে বিশ্বাসী ভাইদের প্রতি আমাদের ঘৃণা আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর শাস্তি ডেকে আনে: *যে কেউ ভাল না বাসে সে মৃত্যুর মধ্যে থাকে*, পদ ১৪। যে ব্যক্তি তার সহ-বিশ্বসী ভাইদেরকে ভাল না বাসে বরং তাদেরকে ঘৃণা করবে, তাদের জন্য থাকবে পবিত্র বাক্যের অভিশাপ ও শাস্তির বিধান। ভাইকে হত্যা করার ক্ষেত্রেও এই একই শাস্তির বিধান রয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে, আমরা যদি আমাদের ভাইদেরকে ঘৃণা করি, তা তাদেরকে হত্যা করারই সামিল। *যে কেউ আপন ভাইকে ঘৃণা করে, সে নরহন্তা। তোমরা জান, কোন নরঘাতকের অন্তরে অনন্ত জীবন অবস্থান করে না*, পদ ১৫। একজন ঘৃণাকারীকে

হত্যাকারীর মত একই দোষে অভিযুক্ত করা হবে। কাবিল প্রথমে তার ভাইকে ঘৃণা করেছিল, এরপর তাকে হত্যা করেছিল। সকল হত্যাকাণ্ডের সূচনা হয় ঘৃণা থেকে। কাজেই যে ব্যক্তির অন্তরে ঘৃণা থাকে, তার ভেতরে কখনো অনন্ত জীবনের জন্য স্থান থাকতে পারে না। সেই ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করে শুধু মৃত্যু।

গ. ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তের কারণে আমাদের অন্তরে পবিত্র ভালবাসার শিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠা উচিত: *তিনি আমাদের জন্য আপন প্রাণ দিলেন, এতে আমরা ভালবাসা কি তা জানতে পেরেছি;* এবং আমরাও ভাইদের জন্য নিজ নিজ প্রাণ দিতে বাধ্য, পদ ১৬। মহান ঈশ্বর তাঁর নিজ পুত্রকে আমাদের জন্য মরতে দিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু প্রেরিত যোহন ঘোষণা করেছেন যে, বাক্য নিজেই ঈশ্বর এবং তিনি মাংসে মূর্তিমান হয়েছিলেন, কাজেই আমরা বলতে পারি ঈশ্বর নিজেই আমাদেরকে ভালবাসে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। ঈশ্বর এখানে তাঁর নিজ ভালবাসা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যদিও তিনি পিতা-ঈশ্বর নন, তথাপি তিনি পুত্র ঈশ্বর এবং তিনি তাঁর জীবন আমাদের জন্য উৎসর্গ করে আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। এখানেই আমরা দেখি স্বর্গীয় ভালবাসার নিগূঢ় রহস্য ও অলৌকিকত্ব। ঈশ্বর মণ্ডলীকে তাঁর নিজ রক্ত দ্বারা পরিত্রাণ করেছেন। কাজেই ঈশ্বর যাদেরকে ভালবেসেছেন, সেই সকল বিশ্বাসী ভাই-বোনদেরকে ভালবাসা আমাদের জন্য একান্তভাবে কাম্য

ঘ. প্রেরিত যোহন ভালবাসার এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের জন্য উপস্থাপন করার পর এখন বলছেন যে, আমাদের এই খ্রীষ্টিয় ভালবাসার কী ধরনের মনোভাব ও উদ্দেশ্য আমাদের পোষণ করা প্রয়োজন।

১. অবশ্যই তা হতে হবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের, যেন আমরা আমাদের মরণ পর্যন্ত মণ্ডলীর মঙ্গল সাধন করার জন্য এবং আমাদের বিশ্বাসী ভাইদের পরিত্রাণ সুনিশ্চিত রাখার জন্য ব্রত থাকি: *এবং আমরাও ভাইদের জন্য নিজ নিজ প্রাণ দিতে বাধ্য*, পদ ১৬। তাদের পরিচর্যা কাজ ও তাদের সুরক্ষা বিধানের জন্য আমাদের থাকতে হবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। "কিন্তু তোমাদের বিশ্বাসের উৎসর্গ ও সেবাকর্মের উপর যদি আমার রক্ত পেয় উৎসর্গ হিসেবে সেচন করা হয় তবুও আনন্দ করছি, আর তোমাদের সকলের সঙ্গে আনন্দ করছি," ফিলিপীয় ২:১৭। বিশ্বাসীদের ভাইদের সুরক্ষা ও তাদের মঙ্গলের জন্য যে কোন ধরনের কষ্টভোগ করা থেকে আমাদের পিছিয়ে পড়লে চলবে না। ঈশ্বরের গৌরবের জন্য মণ্ডলীর যে কোন প্রকার অগ্রগতির লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ হওয়াটা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। "তাঁরা আমার প্রাণ রক্ষার জন্য আপন প্রাণ বিপন্ন করেছিলেন। কেবল আমিই যে তাঁদের ধন্যবাদ করি, এমন নয়, কিন্তু অযিহূদীদের সমস্ত মণ্ডলীও করে," রোমীয় ১৬:৪। খ্রীষ্টানদেরকে এই পার্থিব জীবনে সেবা ও পরিচর্যার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে।

২. খ্রীষ্টিয় ভালবাসাকে হতে হবে সহানুভূতিতে পূর্ণ, আন্তরিক এবং সহনশীল: কিন্তু এই পৃথিবীতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার মত অবস্থা যার আছে, সে আপন ভাইকে দীনহীন দেখলে যদি তার প্রতি আপন করুণা রোধ করে, তবে ঈশ্বরের ভালবাসা কেমন করে তার

অন্তরে থাকে? পদ ১৭। ঈশ্বর অত্যন্ত আনন্দিত হন, যখন তিনি দেখেন কোন একজন বিশ্বাসী তার অপর একজন খ্রীষ্টিয় ভাইকে সাহায্য দান করছে। ঈশ্বর স্বয়ং কিছু মানুষকে দরিদ্র করেছেন ও কিছু মানুষকে স্বচ্ছলতা দিয়েছেন, যেন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক দান ও ভালবাসার চর্চা গড়ে ওঠে; যেন ঈশ্বরভক্ত যে সমস্ত দরিদ্র ব্যক্তি রয়েছেন, তাদেরকে পার্থিব পরিচর্যা দানের মধ্য দিয়ে অন্যান্য বিশ্বাসীরা আত্মিক অনুগ্রহে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। যারা পার্থিব ধনে সমৃদ্ধ, তাদের উচিত ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ও মানুষের আত্মার পরিচর্যাকারীদের পার্থিব প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট হওয়া। খ্রীষ্টিয় ভাইদেরকে ভালবাসার অর্থ ঈশ্বরকেই ভালবাসা। যার মধ্যে এই ভালবাসা নেই, তার মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি নেই।

৩. প্রেরিত যোহনের বক্তব্য অনুসারে এই ভালবাসার আরও অনেক ফল রয়েছে, যা প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরই ক্রমান্বয়ে অর্জন করা উচিত। কিন্তু তাদেরকে অবশ্যই নিজ নিজ কাজের মধ্য দিয়ে এই ফলগুলোর প্রকাশ ঘটাতে হবে: *সন্তানেরা, এসো, আমরা কথায় কিংবা জিহ্বাতে নয়, কিন্তু কাজে ও সত্যে ভালবাসি*, পদ ১৮। যারা খামোখা অতি প্রশংসা ও তোষামোদি করে, তাদের ভেতরে প্রকৃত খ্রীষ্টিয় চেতনা নেই। একজন প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের ভেতরে পবিত্র ভালবাসা এবং আন্তরিক সেবা ও পরিচর্যার মনোভাব সব সময় বিরাজ করবে।

ঙ. এই ভালবাসাই আমাদের ধর্ম পালনের প্রতি আন্তরিকতা প্রমাণ করবে এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার সুদৃঢ় আশা দান করবে: *এতে জানবো যে, আমরা সত্যের এবং তাঁর সাক্ষাতে নিজেদের অন্তর উৎসাহযুক্ত করবো*, পদ ১৯। ধার্মিকতায় আমাদের নিজ নিজ অকৃত্রিমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। এতে করে আমরা এই পৃথিবীর প্রভাব ও প্রলোভন থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হই। খ্রীষ্টিয় সত্য জ্ঞানে ও ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ হতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরীয় ভালবাসায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণ করতে হবে ও সমগ্র বিশ্বের খ্রীষ্টিয় সমাজের ভাই-বোনদের প্রতি সেই ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতে হবে।

১ যোহন ৩:২০-২২ পদ

প্রেরিত যোহন বিশ্বাসীদের প্রতি ঈশ্বরের জন্য নিজ প্রাণ নিবেদন করার নির্দেশনা দেওয়ার পর এখন যে বিষয়ে বক্তব্য রাখতে চলেছেন তা হচ্ছে:-

ক. আমাদের নিজ অন্তরকে বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এবং তাতে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া: *কারণ আমাদের অন্তর যদি আমাদের দোষী করে, ঈশ্বর আমাদের অন্তরের চেয়ে মহান এবং সকলই জানেন*, পদ ২০। এখানে আমাদের নিজেদের অন্তরই আমাদের সমস্ত কাজের ন্যায্যতা নিরূপণকারী, বিচারক। আমাদের মধ্যে সেই বিবেক, সেই চেতনা থাকতে হবে যার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ঈশ্বরের সামনে উপযুক্ত কি না তা বিচার করতে পারব। এটি আমাদের আত্ম-চেতনার শক্তি, যার বলে

আমরা সাক্ষ্য দান করি, আমাদের মধ্যে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চেতনা প্রবাহিত হয়। আমাদের নিজ অন্তরকেই আমাদের কাজের ও কথার বিচারালয় করে তুলতে হবে, যেন ঈশ্বরের সম্মুখে যাওয়ার আগেই আমরা নিজেদের কাছে শুদ্ধ হয়ে উঠতে পারি। আমাদের অন্তর একান্তভাবে ঈশ্বরের আবাসস্থল, তাই এই আবাসস্থলকে রাখা প্রয়োজন পবিত্র ও বিশুদ্ধ। তিনিই আমাদের অন্তরের প্রধান বিচারক: *আমাদের অন্তর যদি আমাদের দোষী করে, ঈশ্বর আমাদের অন্তরের চেয়ে মহান এবং সকলই জানেন*।

১. যদি আমাদের অন্তর আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে, তাহলে ঈশ্বরের আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ঈশ্বর স্বয়ং যে সাক্ষ্য দেন তা আমাদের আত্মার সাক্ষ্যের চেয়েও অনেক বেশি ন্যায্য ও বিশ্বাসযোগ্য; কারণ তিনি এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই জানেন। তিনি আমাদের বিবেকের ও চেতনার চেয়ে আরও বড় ও মহান বিচারক। যেহেতু তিনি স্বয়ং মহান, তাই তাঁর বিচারও আমাদের জন্য মহান। এই ধারণা থেকেই হয়তো আরেকজন প্রেরিত বলেছিলেন, “কারণ আমি নিজে কিছুই জানতে পারি না।” আমরা নিজেরা বস্তুত সম্পূর্ণভাবে সৎভাবে আমাদের নিজেদের বিচার করতে পারি না, যেহেতু আমরা মানুষ। তাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পরিচর্যা কাজে ও সামাজিক জীবনে অবশ্যই মহান ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে, যেন তিনি আমাদের অন্তর বিচার করে দেখতে পারেন। অন্য কেউ আমাদেরকে ধার্মিক প্রমাণ করতে পারে না, যদি ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের অন্তরে আমাদেরকে ধার্মিক প্রমাণ না করেন।

২. যদি আমাদের অন্তর আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত না করে, তাহলে ঈশ্বরের আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না: *প্রিয়তমেরা, আমাদের অন্তর যদি আমাদের দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশে আমাদের সাহস লাভ হয়*, পদ ২১। যদি আমাদের অন্তর আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত না করে তাহলে আমরা এই নিশ্চয়তা পাই যে, ঈশ্বর আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাদের বিগত জীবনের অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করেছেন। এখন অনেকে হয়তো অনেক বেশি আশাবাদী হয়ে বলতে পারে, “আমার অন্তর আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছে না, তাই ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাকে কোন শাস্তি দেবেন না।” আবার অনেক ধার্মিক ব্যক্তি নিজেদের নম্র স্বভাবের জন্য ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে পারে, “ঈশ্বর ক্ষমা করুন! আমার অন্তর আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছে, তাহলে আমি কি ঈশ্বরের চোখেও দোষী সাব্যস্ত হব?” প্রত্যেকটি মানুষের এ কথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, সাক্ষীর যদি কোন ভুল থাকে তাহলে তা আদালতে গ্রাহ্য হবে না। আমাদের অন্তর নিজেদের বিচার করার সময় অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, ভুল, গর্ব, পক্ষপাতিত্ব ও অনুমানের বশবর্তী হতে পারে এবং ভুল সাক্ষ্য দিতে পারে। কিন্তু এই সকল ভুল বা অসত্য বিবৃতিগুলোকে মহান ঈশ্বরের বিচার সিংহাসনের সামনে গ্রাহ্য করা হবে না। অজ্ঞতা ও ভুল অন্তরের কোন সচেতন অবস্থার বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং তা নিজ অবচেতন অন্তরের ভ্রান্তির বহিঃপ্রকাশ। ঈশ্বর নিজে আমাদের অন্তর জানেন, তাই আমাদের চিন্তার ভুলগুলো তিনি কোন স্থান দেবেন না। যা সত্য, সেটাই তাঁর বিচারে ও তাঁর সাক্ষ্যে প্রকাশিত হবে।

খ. ঈশ্বরের প্রতি যারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করেছেন তাদের প্রতি প্রদত্ত

বিশেষ সুযোগ এখানে বর্ণিত হয়েছে। তারা স্বর্গে ঈশ্বরের বিচারের সিংহাসনের সামনে বিশেষ অধিকার দান করা হবে এবং তাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার কথা শোনা হবে: *যা কিছু যাচঞা করিন্থীয় তা তাঁর কাছে পাই*, পদ ২২। এখানে অব্যক্তভাবে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, কেউই এমন কিছু যাচঞা করবে না যা প্রভুর মর্যাদা ও তাঁর মহিমার বিরোধী বা তাদের নিজ নিজ আত্মিক মঙ্গলের পরিপন্থী। এ কারণে তারা নিশ্চয়ই এমন কিছুই যাচঞা করবেন যা একাধারে যেমন ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা সাধন করবে, তেমনি তাদের নিজ আত্মিক মঙ্গল সাধন করবে। তাদের আত্মিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের ধৈর্য বিবেচনা করে অবশ্যই তাদের সেই যাচঞা শ্রবণ করা হবে ও তা পূরণ করা হবে: *কেননা আমরা তাঁর আদেশগুলো পালন করিন্থীয় এবং তাঁর দৃষ্টিতে যা যা প্রীতিজনক, তা করি*, পদ ২২। বাধ্য আত্মা সব সময় অনুগ্রহ লাভ করে থাকে এবং তারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার ফল খুব দ্রুত লাভ করে। যারা ঈশ্বরের অসন্তোষজনক কোন কাজ করে, তারা অবশ্যই এমনটা আশা করতে পারে না যে, তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও গ্রাহ্য করা হবে, গীতসংহিতা ৬৬:১৮; হিতোপদেশ ২৮:৯।

১ যোহন ৩:২৩-২৪ পদ

প্রেরিত যোহন এতক্ষণ ঈশ্বরের আদেশ পালন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট রাখাকে স্বর্গে বসবাসের জন্য যাচঞাকারীর অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এখানে তিনি যে বিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছেন তা হচ্ছে:-

ক. এই আদেশগুলো প্রাথমিকভাবে ও এক কথায় কী তা আমাদের কাছে উপস্থাপন করা। প্রেরিত যোহন এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার করতে চেয়েছেন: *আর তাঁর আদেশ এই, যেন আমরা তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করি এবং একে অন্যকে ভালবাসি, যেমন তিনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন*, পদ ২৩। তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে:-

১. তিনি যা, তা স্বীকার করা। তাঁর নাম, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর পদমর্যাদা ও তাঁর কর্তৃত্বের প্রতি আমাদের স্বীকৃতি প্রদান একান্তভাবে অপরিহার্য। তিনিই যে ঈশ্বরের পুত্র এবং এই পৃথিবীর অভিষিক্ত পরিত্রাণকর্তা, তা অন্তরে ধারণ করা এবং তার সাক্ষ্য দান করা আমাদের বিশ্বাসের পরিচয় বহন করে। *যে কেউ পুত্রকে দর্শন করে ও তাঁতে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত জীবন পায়*, যোহন ৬:৪০।

২. আমাদের অন্তরে ও চেতনায়, আমাদের চিন্তায় ও ধারণায় তাঁকে সব সময় সত্য হিসেবে ধারণ করা এবং তাঁকে আমাদের অনন্তকালীন পরিত্রাণের প্রস্তুতকারক ও ধারক হিসেবে গ্রহণ করা।

৩. আমাদের পরিত্রাণকর্তা ও উদ্ধারকারী ঈশ্বর হিসেবে সব সময় তাঁর সাথে চলা ও তাঁর নির্দেশনা মান্য করা।

৪. তাঁর পরিত্রাণ দানকারী কাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে তাঁর উপরে নির্ভর করা। *যারা তোমার*

নাম জানে, তারা তোমার উপর ভরসা রাখবে, গীতসংহিতা ৬:১০। *কেননা যাঁর উপর বিশ্বাস করেছি, তাঁকে জানি এবং দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় করছি যে, আমি তাঁর কাছে যা গচ্ছিত রেখেছি, তিনি সেই দিনের জন্য তা রক্ষা করতে সমর্থ*, ২ তীমথিয় ১:১২। যারা ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করবেন তাদের জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে প্রয়োজন এই বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, কারণ পুত্রের মধ্য দিয়েই আমাদেরকে পিতার কাছে যেতে হবে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও ধার্মিকতার মধ্য দিয়ে আমরা ব্যক্তি হিসেবে পিতা ঈশ্বরের কাছে গৃহীত হই। তিনি আমাদের জন্য সকল আকাঙ্ক্ষিত অনুগ্রহ কিনে নিয়েছেন এবং তাঁর মধ্যস্থতার মধ্য দিয়েই আমাদের সমস্ত প্রার্থনা ঈশ্বর শ্রবণ করেন ও তার উত্তর আমাদেরকে দিয়ে থাকেন। গ্রহণযোগ্য উপাসনাকারীদেরকে আদেশের প্রথম অংশটি অবশ্যই পালন করতে হবে। আর দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে আমরা যেন *একে অন্যকে ভালবাসি, যেমন তিনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন*, পদ ২৩। খ্রীষ্টের আদেশ সব সময় আমাদের চোখের সামনে নির্দেশনা হিসেবে থাকা প্রয়োজন। আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা নিয়ে যাব, তখন অবশ্যই খ্রীষ্টিয় ভালবাসায় আমাদের অন্তর আবৃত থাকা প্রয়োজন। আমাদের প্রভু সব সময় আমাদের সাথে আছেন, এ কথা স্মরণে রেখে আমরা দুটি কাজ করব:-

(১) যারা আমাদের প্রতি অন্যায় করবে তাদেরকে আমরা ক্ষমা করে দেব (মথি ৬:১৪)।

(২) যাদের প্রতি আমরা অন্যায় করেছি তাদের সাথে সুসম্পর্ক পুনরুদ্ধার করব (মথি ৫:২৩,২৪)।

যেহেতু স্বর্গ থেকে মানুষের প্রতি মঙ্গল কামনার ঘোষণা করা হয়েছে, তাই যারা ঈশ্বরের কাছে স্বর্গে উপনীত হতে চাইবে তাদের প্রত্যেককে সহ-বিশ্বসী ভাই-বোনদের প্রতি মঙ্গল কামনা ও ভালবাসা পোষণ করতে হবে।

খ. এই আদেশগুলোর প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন করলে আমাদের জন্য যে অসীম অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ রয়েছে তা উপস্থাপন করা। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাধ্য, সে তাঁর সহভাগিতা উপভোগ করবে: *আর যে ব্যক্তি তাঁর আদেশগুলো পালন করে*, বিশেষভাবে বিশ্বাসের ভালবাসার আদেশগুলো, *সে তাঁতে থাকে ও তিনি তাতে থাকেন*, পদ ২৪। ঈশ্বরের সাথে একটি আনন্দমুখর সুসম্পর্ক স্থাপন করার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর সাথে বসবাস করিস্থীয় এবং তাঁর সাথে আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হই। তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের সাথে ঈশ্বরের এক পবিত্র যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে বসবাস করেন। বাক্যের মধ্য দিয়ে ও পবিত্র আত্মার কাজের মধ্য দিয়ে তিনি নিজের প্রতি আমাদের বিশ্বাস স্থির করেন। এই পর্যায়গুলো পার হয়ে আসার পর আমরা ঈশ্বরের স্বর্গীয় আবাসস্থল হিসেবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করি: *আর তিনি আমাদেরকে যে আত্মা দিয়েছেন তাঁর দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদের মধ্যেই বিরাজ করেন*, পদ ২৪। তিনি আমাদেরকে যে পবিত্র আত্মা দান করেছেন, তা ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং ঈশ্বর ও মানুষকে ভালবাসার ফল।

যোহনের লেখা প্রথম পত্র

অধ্যায় ৪

এই অধ্যায়টিতে প্রেরিত পৌল আত্মাকে পরীক্ষা করে দেখতে বলেছেন (পদ ১), পরীক্ষার করার সুফল সম্পর্কে জানিয়েছেন (পদ ২,৩), কারা পৃথিবীর এবং কারা ঈশ্বরের তা দেখিয়েছেন (পদ ৪-৬), বিভিন্ন বিষয় বিবেচনার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টিয় ভালবাসা চর্চার প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন (পদ ৭-১৬), ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা এবং তার প্রভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন, পদ ১৭-২১।

১ যোহন ৪:১-৩ পদ

প্রেরিত পৌল গত অধ্যায়ে তাঁর পাঠকদেরকে বলেছেন যে, ঈশ্বর আমাদের মাঝে ও আমাদের সাথে বসবাস করছেন কি না তা জানা যায় তিনি আমাদের কাছে যে আত্মা পাঠিয়েছেন তাঁর সাহায্যে। অর্থাৎ এই আত্মাকে পৃথিবীয় বসবাসকারী অন্য যে কোন আত্মা থেকে আলাদা করা যায়। এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. যোহন তাঁর পাঠক শিষ্যকে বর্তমান যুগের আত্মা ও ভণ্ড যে সমস্ত ভাববাদীদের উদ্ভব হয়েছে তাদের বিষয়ে সাবধান হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

১. তাদের প্রতি সাবধান বাণী: "*প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করো না*। যে সকল আত্মা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে বলে ভান করে কিন্তু আসলে তা নয়, তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। যারা দর্শন দেখে, ভবিষ্যদ্বাণী বলে, বা ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রত্যাদেশ পায় বলে দাবী করে, তাদের প্রত্যেকের কথা বিশ্বাস কোরো না।" বিকৃত ও ভণ্ডামি শুরু হয় সত্যকে ঘিরেই। যেহেতু স্বর্গীয় আত্মা সত্যিই মানুষকে স্পর্শ করে থাকে, তাই অনেক মানুষ এর অপব্যবহার করে। ঈশ্বর তাঁর নিজ জ্ঞান ও মঙ্গলময়তা ভুলভাবে ব্যবহৃত হওয়াটা কখনো গ্রাহ্য করেন না। তিনি তাঁর পবিত্র আত্মা কর্তৃক অনুপ্রাণিত ভাববাদী ও শিক্ষকদেরকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং আমাদেরকে তাঁর আশ্চর্য প্রত্যাদেশ দান করেছেন। যদিও অনেকে এতটাই উদ্ধত যে, তারা ঈশ্বর কর্তৃক অভিষিক্ত না হয়েও নিজেদেরকে অনুপ্রাণিত ভাববাদী বা শিক্ষক হিসেবে দাবী করে। এ কারণে যারা নিজেদেরকে স্বর্গীয় দানে পূর্ণ, পবিত্র আত্মার বিশেষ অভিষেকপ্রাপ্ত বলে প্রকাশ করে থাকেন, তাদের প্রত্যেকেই বিশ্বাসযোগ্য নন। এমন এক সময় ছিল যখন আত্মিক মানুষদেরকে (যারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে উচ্চস্বরে আত্মার অনুপ্রেরণায় নানা কথা ঘোষণা করতেন ও ভবিষ্যদ্বাণী করতেন) পাগল বলে সাব্যস্ত করা হত, হোশেয় ৯:৭।

২. এই দাবীগুলো সত্যিই আত্মা কর্তৃক করা হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখা: *বরং*

আত্মাগুলোকে পরীক্ষা করে দেখ, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে কি না, পদ ১। ঈশ্বর এই পৃথিবীয় যুগে যুগে আরও অনেক মানুষকে তাঁর আত্মা দান করেছেন, কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা নিজেদের সাজপোশাক ও মানুষের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করার দিকে বেশি মনোযোগী। তিনি তাঁর প্রকৃত অনুসারীদেরকে এই আত্মা দান করেছেন, যেন তাদের মধ্য দিয়ে মানুষ এই আত্মাকে বিশ্বাস করে ও ধার্মিকতার দিকে মন ফেরায়। এই পরীক্ষা করার বিষয়ে একটি যুক্তি দেখানো হয়েছে: *কারণ অনেক ভণ্ড ভাববাদী পৃথিবীতে বের হয়েছে*, পদ ১। যে যিহূদীরা তাদের উদ্ধারকর্তা খ্রীষ্টের জন্য অপেক্ষা করছিল, তারা আমাদের পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের আগমনের পর তাঁকে গ্রহণ করে নি। তাঁর নম্রতা, তাঁর আত্মিক পুনর্জাগরণ এবং পরিত্রাণকর্তা হিসেবে কষ্টভোগ তাদের কাছে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরিত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের কথা অনুযায়ী অন্য অনেকে ইস্রায়েলের ভাববাদী ও খ্রীষ্ট হিসেবে নিজেদেরকে দাবী করেছিল, মথি ২৪:২৩,২৪। আমাদের কাছে এ বিষয়টি বিস্ময়ের কিছু নয় যে, মণ্ডলীতে নানা ধরনের ভণ্ড শিক্ষকদের উৎপত্তি ঘটবে। প্রেরিতদের সময়েও এমনটা ছিল। ভ্রান্তিজনক আত্মা বিশ্বাসীদের জন্য খুবই মারাত্মক। যারা এই সব ভণ্ড শিক্ষক ও ভাববাদীদেরকে আত্মিক নেতা ও গুরু বলে মানে, তারা আসলেই বড় দুর্ভাগা!

খ. তিনি একটি পরীক্ষা নিতে বলেছেন, যেন শিষ্যেরা এই সকল ভণ্ড আত্মাকে যাচাই করে দেখতে পারে। এই সকল আত্মা ভাববাদী, আশ্চর্য চিকিৎসাকারী বা ধর্মীয় একতান্ত্রিক নেতা হিসেবে নিজেদেরকে স্থাপন করে। তাই তাদেরকে তাদের শিক্ষা দিয়েই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তারা যে যুগে ও যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন পরীক্ষাটি হবে ঠিক এমন: *এতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানতে পারবে; যে আত্মা যীশু খ্রীষ্টকে মানব দেহে আগত বলে স্বীকার করে, সে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে*, পদ ২। যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে নিতে হবে। তিনিই যে অনন্ত জীবন ও চিরন্তন বাক্য, তিনি যে আদি থেকে পিতার কাছে ছিলেন তা স্বীকার করতে হবে। প্রত্যেক আত্মাকে এ কথার সাথে একমত হতে হবে যে, পুত্র যীশু ঈশ্বরের কাছ থেকে এই পৃথিবীতে এসে মানবীয় স্বভাব ও রূপ ধারণ করেছিলেন এবং তিনি যিরূশালেমে এসে কষ্টভোগ ও মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যে ব্যক্তি এই সকল কথা স্বীকার করবে এবং প্রচার করবে, তার অন্তর আত্মিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা লাভ করেছে বলে প্রতীয়মান হবে এবং তা যে ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ঘটেছে বা ঈশ্বরই যে স্বয়ং তাকে এই আত্মিক অনুপ্রেরণা দান করেছেন তা প্রমাণিত হবে। অপরদিকে, *যে আত্মা যীশুকে স্বীকার না করে, সে ঈশ্বর থেকে আসে নি*, পদ ৩। ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের এই পৃথিবীতে আগমনের বহু আগে থেকেই তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে এসেছেন, যিনি পরবর্তীতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং মানবীয় দেহ ধারণ করেছেন, ঠিক আমাদেরই মত। তিনি এখন স্বর্গে বসবাস করছেন, যেন স্বর্গ ও ঈশ্বরের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন ধরনের অমূলক ধারণা না জন্মায়। খ্রীষ্ট সম্পর্কিত শিক্ষা হতে উদ্ভূত যে খ্রীষ্টিয় ধর্ম, সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও তাঁর অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তথাপি আমরা তাঁর বিরুদ্ধে একটি সংঘবদ্ধ বিরোধিতার উৎপত্তি দেখতে পাই। *আর তা-ই খ্রীষ্টারির আত্মা, যার বিষয়ে তোমরা শুনেছ যে, তা আসছে এবং এখনই তা*

পৃথিবীতে আছে, পদ ৩। ঈশ্বর আগেই জানতেন যে, খ্রীষ্টারির উৎপত্তি হবে এবং খ্রীষ্টারির আত্মা তাঁর পবিত্র আত্মা ও তাঁর সত্যের বিরোধিতা করবে। তিনি আরও জানতেন যে, খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং তা ঈশ্বরের পুত্র খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে এবং এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিষ্ঠা, তাঁর সম্মান ও তাঁর রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘ ও ভয়াবহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এই মহা খ্রীষ্টারি তার নিজ পথ প্রস্তুত করে নেবে এবং অন্যান্য ছোটখাট খ্রীষ্টারিকে একত্রিত করে তার নিজ সৈন্যবাহিনী গঠন করবে। সে ভ্রান্তির আত্মাকে মানুষের মাঝে পাঠাবে এবং সকলকে বিপথে নেওয়ার চেষ্টা করবে। অনেক আগে থেকেই, অর্থাৎ প্রেরিতদের সময় থেকেই এই খ্রীষ্টারির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এ ধরনের বিরোধ ও প্রতিবন্ধকতার যে উৎপত্তি হবে সে বিষয়ে আগে থেকেই আমাদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। এ কারণে খ্রীষ্টারির উত্থানে আমাদের বাধা পাওয়া উচিত নয়, বরং আমরা যত বেশি খ্রীষ্টের বাক্য শ্রবণ করব ও মনোযোগী হব, তত বেশি আমরা এর সত্য সম্পর্কে সুনিশ্চয়তা লাভ করব।

১ যোহন ৪:৪-৬ পদ

এই পদগুলোতে প্রেরিত যোহন তাঁর পাঠকদেরকে এই সকল প্রলোভনকারী খ্রীষ্টারির আত্মা থেকে সাবধানে থাকার ও তাদেরকে ভীত না হওয়ার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। এ লক্ষ্যে তিনি তাদের প্রতি এই বিষয়গুলো নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন:-

১. তিনি তাদের মাঝে স্বর্গীয় আদর্শের উপস্থিতির নিশ্চয়তা দান করেছেন: "*সন্তানেরা, তোমরা ঈশ্বর থেকে এসেছ* (পদ ৪)। *আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছি* (পদ ৬); আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আমরা ঈশ্বর হতে জাত হয়েছি, ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে অভিষেক লাভ করেছি, তাই আমরা যে কোন ধরনের ভ্রান্তি বা প্রলোভনের কবল থেকে মুক্ত। ঈশ্বর নিজে আমাদেরকে তাঁর সন্তান হওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন, তাই আমরা আর পৃথিবীর ছলনায় ভুলব না।"

২. তিনি তাদের প্রতি বিজয়ের আশাবাদ ব্যক্ত করছেন: "*এবং ওদেরকে জয় করেছ*, পদ ৪। এখন পর্যন্ত তোমরা সমস্ত প্রলোভনকারী ও তাদের প্রলোভনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছ এবং নিশ্চয়ই তোমরা ভবিষ্যতেও এ কাজে সফল হবে।" এখানে দুটি বিবেচ্য বিষয় আছে:

(১) বিশ্বাসীদের জন্য একজন মহান মধ্যস্থতাকারী রয়েছেন: "*কারণ যিনি তোমাদের মধ্যবর্তী, তিনি পৃথিবীর মধ্যবর্তী ব্যক্তির চেয়ে মহান*, পদ ৪। ঈশ্বরের আত্মা তোমাদেরকে মাঝে বসবাস করছেন এবং সেই আত্মা দিয়াবলের চেয়ে ও মানুষর চেয়ে বহু গুণে শক্তিশালী।" পবিত্র আত্মার অধীনে থাকাটা সত্যিই এক দারুন আনন্দের বিষয়।

(২) "তোমরা এই প্রলোভনকারীদের মত নও। ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরকে ঈশ্বর ও স্বর্গের প্রতি নিবদ্ধ করেছেন; কিন্তু *ওরা পৃথিবী থেকে এসেছে*। তারা যে আত্মায় পরিচালিত হচ্ছে তা পৃথিবীবী। তারা শুধুমাত্র পার্থিব ভোগ-বিলাস, ঐশ্বর্য, বিলাসিতা আর আনন্দ-

বিনোদনের প্রতি আকৃষ্ট। *এই কারণে তারা পৃথিবীর কথা বলে*। তারা এক পার্থিব ভণ্ড খ্রীষ্টকে অনুসরণ করে এবং তারই সেবা করে। তারা এক পার্থিব রাজ্য ও তার শাসনের অধীনে চলে। এই পৃথিবীর সম্পদের মায়া তাদেরকে এতটাই পেয়ে বসেছে যে, তারা ভুলে গেছে প্রকৃত পরিত্রাণকর্তার রাজ্য এই পৃথিবীর নয়। তাদের এই পার্থিব আকর্ষণীয় চিন্তা-ভাবনার কারণে পৃথিবীর মানুষ তাদেরকে গ্রহণ করেছে: পৃথিবী *ওদের কথা শোনে*, পদ ৫। পৃথিবী তাদেরকে ভালবেসেছে ও তাদেরকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সামান্য কিছু মানুষই কেবল তাদের রাহু থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদেরকে এই প্রলোভনকারী পৃথিবীর উপরে বিজয়ী করে তুলতে পেরেছে।"

৩. তিনি তাদেরকে এ কথা বলে উৎসাহ দিচ্ছেন যে, যদিও তারা সংখ্যায় অল্প তথাপি তা উত্তম। তাদের আরও স্বর্গীয় ও পবিত্র জ্ঞান রয়েছে: "*ঈশ্বরকে যে জানে, সে আমাদের কথা শোনে*। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা, তাঁর ভালবাসা অনুগ্রহ, তাঁর সত্য ও বিশ্বস্ততা, তাঁর প্রাচীনতম বাক্য ও ভবিষ্যদ্বাণী, এবং তাঁর সকল চিহ্ন ও সাক্ষ্য সম্পর্কে জানে, সে ব্যক্তি অবশ্যই জানে তিনি সব সময় আমাদের সাথে আছেন ও আমাদের সাথে বসবাস করেন।" যিনি প্রকৃতিগত ধর্মের প্রতি ইতোমধ্যে আকৃষ্ট, তিনি আরও বিশ্বস্তভাবে খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রতি নিজেকে নিবদ্ধ করবেন। ঈশ্বরকে যে ব্যক্তি জানে, সে অবশ্যই প্রেরিত ও প্রচারকদের কথা শুনবে, পদ ৬। এর বিপরীতে, "*যে ব্যক্তি ঈশ্বর থেকে আসে নি, সে আমাদের কথা শোনে না*। যে মানুষ ঈশ্বরের পরিচয় জানে না, সে আমাদেরকে কোনভাবে মান্য করে না। ঈশ্বর থেকে যে ব্যক্তির জন্ম হয় নি সে আমাদের সাথে চলে না। ঈশ্বরের কাছ থেকে তারা দূরে সরে থাকে, খ্রীষ্ট ও তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকেও তারা ঠিক তেমনটাই দূরে সরে থাকে। এভাবে আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়: *এতেই আমরা সত্যের আত্মাকে ও ভ্রান্তির আত্মাকে জানতে পারি*, পদ ৬। ঈশ্বরের স্বর্গীয় রাজ্য থেকে আগত অনুপ্রেরণা যদি আমাদেরকে পরিত্রাণকর্তার ব্যক্তিত্বকে অনুসরণ করার শিক্ষা দান করে, তাহলে তা অবশ্যই সত্যের আত্মার সাক্ষ্য, যা ভ্রান্তির আত্মার ঠিক বিপরীত। যে শিক্ষা যত খাঁটি ও পবিত্র হবে, তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসার নিশ্চয়তা তত বেশি।"

১ যোহন ৪:৭-১৩ পদ

সত্যের আত্মাকে যেমন তার শিক্ষার মধ্য দিয়ে চেনা যায়, তেমনি তার ভালবাসার মধ্য দিয়েও চেনা যায়। আর তাই এখানে পবিত্র খ্রীষ্টিয় ভালবাসার প্রতি প্রেরিত যোহন বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে উৎসাহ দিয়েছেন: *প্রিয়তমেরা, এসো, আমরা একে অন্যকে ভালবাসি*, পদ ৭। যোহন তাদেরকে ভালবাসায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন, যেন তারা পারস্পরিক খ্রীষ্টিয় ভালবাসায় একে অপরকে গেঁথে তোলে: "প্রিয়তমেরা, আমি তোমাদেরকে যেভাবে ভালবাসি, সেই ভালবাসায় দোহাই দিয়ে বলছি, তোমরা পরস্পরকে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র ভাব নিয়ে ভালবাস।" তিনি বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করে এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন।

ক. সর্বোচ্চ স্বর্গ থেকে এই ভালবাসার উৎপত্তি: কারণ ভালবাসা ঈশ্বরের। তিনি ভালবাসার ঝর্ণাধারা, রচয়িতা, অভিভাবক ও পরিচালক। এই ভালবাসা হচ্ছে তাঁর পবিত্র বিধান ও তাঁর সুসমাচারের সমষ্টি। *এবং যে কেউ ভালবাসে, সে ঈশ্বর থেকে জাত*, পদ ৭। ঈশ্বরের আত্মা হচ্ছে ভালবাসার আত্মা। ঈশ্বরের নতুন জন্মপ্রাপ্ত সন্তানদের পরিবর্তিত স্বভাব হচ্ছে তাদের মাঝে ঈশ্বরের ভালবাসা এবং এই ভালবাসার সুমিষ্টতা ও বিস্তৃতি। পবিত্র আত্মার ফল হচ্ছে ভালবাসা, গালাতীয় ৫:২২। ভালবাসা স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসে।

খ. ভালবাসার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি সত্য ও পবিত্র স্বর্গীয় প্রকৃতি: *যে কেউ ভালবাসে, সে ঈশ্বর থেকে জাত এবং সে ঈশ্বরকে জানে*, পদ ৭। *যে ভালবাসে না, সে ঈশ্বরকে জানে না*, পদ ৮। যে স্বর্গীয় জ্যোতি সারা পৃথিবীকে এক অনুপম উজ্জ্বলতায় ভাস্বর করে রেখেছে, তা হচ্ছে ভালবাসা। এই মহাবিশ্বের প্রজ্ঞা, মহত্ব, ঐক্য ও সৃষ্টিজগতের বিশালতা সবই এত সুন্দর ও সাবলীল কেবল মাত্র ঈশ্বরের আত্মার ভালবাসার কারণে। তিনি তাঁর এই মহৎ সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে তাঁর ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। কাজেই যে ঈশ্বরকে চিনতে ও জানতে চাইবে, তাকে অবশ্যই আগে তাঁর ভালবাসার কার্যসকল জানতে হবে। তাই যে ব্যক্তির মধ্যে ভালবাসা নেই, সে ব্যক্তি ঈশ্বরকে জানে না। সুস্পষ্টভাবে আমাদের কাছে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ভালবাসাবিহীন আত্মার মাঝে ঈশ্বর কখনো বাস করেন না। তাঁর ভালবাসা জ্যোতি ছড়ায় একমাত্র পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতার মাঝে। ঈশ্বর নিজেই ভালবাসার আকর। তিনি তাঁর নিজ পবিত্রতা ও ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যের গুণে আমাদের সকলের জন স্বয়ং ভালবাসা হিসেবে গণিত হয়েছেন। স্বর্গীয় গৌরব ও মহিমার জন্য ভালবাসা একান্তভাবে অপরিহার্য ও তাৎপর্যপূর্ণ: কারণ ঈশ্বর ভালবাসা। প্রেরিত যোহন এ বিষয়টি বিশেষভাবে উপস্থাপন করেছেন।

১. আমরা যেমনই হই না কেন, ঈশ্বর আমাদেরকে ভালবেসেছেন: *আমাদের মধ্যে এতেই ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে* (পদ ৯)। আমাদের মত মরণশীল মানুষের প্রতি, অকৃতজ্ঞ ও বিদ্রোহী জাতির প্রতি ঈশ্বর তাঁর ভালবাসা দেখিয়েছেন। *ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর নিজের ভালবাসা দেখিয়েছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন*, রোমীয় ৫:৮। খুব অবাক হওয়ার মত বিষয় হচ্ছে, ঈশ্বর আমাদের মত নাপাক, দুশ্চরিত্র, ধুলার তুল্য মানুষকে এতটা ভালবেসেছেন!

২. তিনি আমাদেরকে এত বেশি পরিমাণে ভালবেসেছেন যে, কোন কিছু দিয়েই তার মূল্য পরিমাপ করা যায় না। তিনি আমাদেরকে ভালবাসে তাঁর একমাত্র পুত্রকে আমাদের জন্য উৎসর্গ করেছেন: *ঈশ্বর তাঁর একজাত পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন, যেন আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন লাভ করতে পারি*, পদ ৯। তিনি এক অনন্য উপায়ে ঈশ্বরের পুত্র হয়েছেন; তিনি একজাত। স্বর্গীয় ভালবাসা এতটাই রহস্যময়দা অলৌকিকত্বে ভরপুর যে, পিতা ঈশ্বর তাঁর একজাত এমন অদ্বিতীয় পুত্রকে আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে কষ্টভোগ ও মৃত্যুবরণ করতে পাঠিয়ে দিলেন! এ কারণেই প্রেরিত তাঁর সুসমাচারে উক্তি করেছেন, *ঈশ্বর পৃথিবীকে এত ভালবাসলেন!*

৩. ঈশ্বর আমাদেরকে প্রথমে ভালবাসলেন এবং আমরা যে যে অবস্থাতে ছিলাম সে অবস্থাতেই তিনি আমাদেরকে ভালবেসেছেন: *এতেই ভালবাসা আছে; আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসে ছিলাম তা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদেরকে ভালবাসলেন*, পদ ১০। তিনি আমাদেরক ভালবাসলেন, যখন তাঁর প্রতি আমাদের কোন ভালবাসা ছিল না, যখন আমরা আমাদের সমস্ত দোষ, অন্যায়, অপরাধ আর রক্তপাতের মাঝে ডুবে ছিলাম, তাঁর ভালবাসা গ্রহণ করার জন্য অযোগ্য ছিলাম, যখন আমরা কলুষিত, পাপী, অশুচি ছিলাম এবং যখন আমাদের পাপ তাঁর পবিত্র রক্ত দ্বারা পরিষ্কৃত হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

৪. তিনি তাঁর পুত্রকে আমাদের পরিচর্যার জন্য বিশেষ এক লক্ষ্য সামনে রেখে দান করেছেন।

(১) আমাদের পরিচর্যার জন্য: আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেওয়ার জন্য, যেন তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারেন, যেন আমাদের উপরে ঈশ্বরের যে ব্যবস্থা ও অভিশাপ রয়েছে তা তিনি মুছে দিতে পারেন। তিনি আমাদের পাপ তাঁর নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন, ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, আত্মায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন এবং তাঁর বুক বর্শাবিদ্ধ হয়েছে। তিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন ও কবরপ্রাপ্ত হয়েছেন, পদ ১০।

(২) এক বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখে: সমগ্র মানব জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে এমন এক বিশেষ লক্ষ্য ও পরিকল্পনা; *যেন আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন লাভ করতে পারি* (পদ ৯), যেন আমরা তাঁর সাথে স্বর্গে বসবাস করতে পারি, ঈশ্বরের সাথে অনন্ত জীবন কাটাতে পারি এবং তাঁর চিরন্তন মহিমা ও অনুগ্রহের মাঝে থাকতে পারি।

গ. বিশ্বাসী ভাইদের প্রতি স্বর্গীয় ভালবাসায় আমাদেরকে পরিপূর্ণ হতে হবে: *প্রিয়তমেরা, ঈশ্বর যখন আমাদের এমন ভালবেসেছেন, তখন আমরাও পরস্পর ভালবাসতে বাধ্য*, পদ ১১। এটি আমাদের জন্য এক অকাট্য যুক্তি। ঈশ্বরের নিজ দৃষ্টান্ত দেখে আমাদেরও উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত। তাঁর প্রিয় সন্তান হিসেবে আমাদের উচিত তাঁকে অনুসরণ করা। যারা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র, তারা আমাদের কাছেও ভালবাসার পাত্র বলে বিবেচিত হবে। এই পৃথিবীর প্রতি ঈশ্বরের সার্বজনীন ভালবাসার কারণে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত। *যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গীয় পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি ভাল-মন্দ লোকদের উপরে তাঁর সূর্য উদিত করেন এবং ধার্মিক-অধার্মিকদের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করেন*, মথি ৫:৪৫। মণ্ডলীর প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ ভালবাসার কারণে মণ্ডলীর মাঝেও সেই ভালবাসার বিস্তৃতি ঘটা উচিত।

ঘ. খ্রীষ্টিয় ভালবাসা হচ্ছে স্বর্গীয় জীবন যাপন করার নিশ্চয়তা: *যদি আমরা একে অন্যকে ভালবাসি, তবে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে থাকেন*, পদ ১২। ঈশ্বরের কোন দৃশমান উপস্থিতি নেই বা কোন দৃশ্যমান মাধ্যমের দ্বারা তিনি আমাদের মাঝে অবস্থান করেন না। *ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখে নি*, পদ ১২। কিন্তু তিনি সব সময় মানুষের আত্মায় অবস্থান করেন। তিনি কখনো চোখে দেখা যায় এমন কোন রূপ ধারণ করে আমাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ

করেন না, বরং তিনি সব সময় আমাদের ভালবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করেন। কাজেই আমাদের উচিত পরস্পরকে আন্তরিকতা সহকারে ভালবাসা, যেন আমাদের এই ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মায় বসবাসকারী ঈশ্বর মানুষের কাছে প্রকাশিত হন। আমরা যদি একে অপরকে ভালবাসি, তবেই ঈশ্বর আমাদের আত্মায় অবস্থান করেন।

ঙ. আমাদের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় ভালবাসার এক অনুপম লক্ষ্য অর্জন: তাঁর ভালবাসা আমাদের মধ্যে সিদ্ধ হয়, পদ ১২। কেবল আমাদের মাঝেই এই ভালবাসা পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে। ঈশ্বরের মাঝে তাঁর ভালবাসা সিদ্ধ হয় না, হয় আমাদের মধ্যে। মানুষের মাঝে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত না হলে তা কখনোই কার্যকর ও ফলদায়ক হতে পারে না। বিশ্বাস যেমন কাজের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে, ভালবাসাও তেমনি প্রকাশিত হওয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা অর্জন করে। ঈশ্বরের ভালবাসা যখন কোন মানুষের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, তখন সেই মানুষটির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। কাজেই বর্তমান দিনে খ্রীষ্টিয় ভালবাসায় পরিপূর্ণ হওয়াটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য কত না জরুরি! আমাদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতির নিশ্চয়তার কথা বিবেচনা করে প্রেরিত যোহন বলেছেন, *এতে আমরা জানি যে, আমরা তাঁর মধ্যে থাকি এবং তিনি আমাদের অন্তরে থাকেন, কারণ তিনি তাঁর আত্মা আমাদেরকে দান করেছেন*, পদ ১৩। ঈশ্বরের এই উপস্থিতি আমাদের সকলের আত্মার জন্য একান্ত কাম্য। তিনি আমাদেরকে তাঁর ভালবাসার আত্মা দান করেন বলেই আমরা তাঁর সাথে বসবাস করতে পারি। আর তাঁর আত্মা যখন আমাদের মাঝে থাকে, তখনই কেবল তাঁর ভালবাসা আমাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে। যে ব্যক্তির মাঝে তাঁর ভালবাসা প্রকাশিত হয়, তার মাঝে ঈশ্বরের আত্মা রয়েছে এবং ঈশ্বর তার অন্তরে বাস করেন। তিনি আমাদের অন্তরের সমস্ত উত্তম ফল তাঁর নিজ আত্মার গুণে উৎপন্ন করেন।

১ যোহন ৪:১৪-১৬ পদ

যেহেতু খ্রীষ্টতে বিশ্বাসই ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার সূচনা ঘটায় এবং ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা বিশ্বাসী ভাইদের প্রতি ভালবাসাকে প্রজ্জ্বলিত করে তোলে, সে কারণে প্রেরিত যোহন এখানে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসকে এই ভালবাসার প্রকৃত ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। লক্ষ্য করুন, এখানে:-

ক. যোহন খ্রীষ্টিয় ধর্মের অন্যতম মৌলিক অনুষঙ্গটি ঘোষণা করছেন, যা ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করে: *আর আমরা দেখেছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, পিতা পুত্রকে পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা করে প্রেরণ করেছেন*, পদ ১৪। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. ঈশ্বরের সাথে প্রভু যীশুও সম্পর্ক: তিনি পিতা ঈশ্বরের পুত্র। আর কেউ এমন পুত্রত্ব পেতে পারে না; আর তাই একমাত্র ঈশ্বরই তাঁর মহিমান্বিত পিতা, আর তিনি ঈশ্বরের একজাত পুত্র।

২. আমাদের সাথে তাঁর সম্পর্ক ও তাঁর পদমর্যাদা: তিনি এই পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা। তিনি আমাদেরকে মৃত্যু থেকে উদ্ধার করেছেন। তিনি আমাদের পরিত্রাণের সমস্ত শত্রু ও বিরোধিতার বিপক্ষে দৃষ্টান্তমূলক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন এবং আমাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে মধ্যস্থতা করেছেন।

৩. যে কারণে তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন: *পিতা পুত্রকে প্রেরণ করেছেন*। ঈশ্বর স্বয়ং পুত্র যীশুকে পৃথিবীতে প্রেরণ করার পরিকল্পনা করেছেন এবং পুত্রের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে তিনি তাঁকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

৪. এ বিষয়ে প্রেরিত যোহন প্রদত্ত নিশ্চয়তা – যার সাক্ষী তিনি ও তাঁর বিশ্বাসী ভাইয়েরা: তাঁরা ঈশ্বরের পুত্রকে মানব রূপে দেখেছেন, তাঁর সাথে পবিত্রতায় কথা বলেছেন ও কাজ করেছেন, পর্বতের উপরে তাঁর রূপান্তরের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছেন এবং তাঁর মৃত্যু, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থান ও স্বমহিমায় স্বর্গে আরোহণের গৌরবান্বিত সাক্ষী হয়েছেন। তাঁরা তাঁকে দেখে এই সন্তুষ্টি ও নিশ্চয়তা লাভ করেছেন যে, তিনিই পিতা-ঈশ্বরের একজাত পুত্র, অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ ত্রাণকর্তা।

৫. এই মহান সত্যের পক্ষে প্রেরিত যোহন প্রদত্ত সাক্ষ্য: "*আমরা দেখেছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি*। এই সত্যের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা সাক্ষ্য দান করছি; সমগ্র পৃথিবীর পরিত্রাণ এই সত্যের মাঝে নিহিত। আমাদের চোখ, আমাদের কান ও আমাদের হাত এই সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

খ. প্রেরিত যোহন এই সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব ঘোষণা করছেন: যে কেউ স্বীকার করবে যে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বর তার মধ্যে থাকেন এবং সেও ঈশ্বরের মধ্যে থাকে, পদ ১৫। এই সাক্ষ্যের অনুপ্রেরণার গহীনে রয়েছে অনড় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বলে বলীয়ান হয়ে মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের গৌরব-প্রশংসা, যা পৃথিবীর তোষামোদিতা ও ভ্রুকুটির ঠিক বিপরীত। *পবিত্র আত্মার আবেশ ছাড়া কেউ বলতে পারে না*, '*যীশু-ই প্রভু*'; তাই ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দান প্রকাশ করে পবিত্র আত্মার অভ্যন্তরীণ উপস্থিতি, ১ করিন্থীয় ১২:৩। এ কারণে যে ব্যক্তি খ্রীষ্টকে স্বীকার করবে, তার ভেতরে ঈশ্বরের উপস্থিতি রয়েছে এবং সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের আত্মায় পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের পবিত্র জ্ঞান তার অন্তরে রয়েছে।

গ. প্রেরিত যোহন বিশ্বাসীদের অন্তরে পবিত্র ভালবাসা প্রজ্জ্বলিত করার জন্য অনুপ্রেরণা দান করছেন। ঈশ্বরের ভালবাসা যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় ও তা মানুষের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। আর এভাবেই *ঈশ্বরের যে ভালবাসা আমাদের মধ্যে আছে, তা আমরা জানি ও বিশ্বাস করেছি*, পদ ১৬। খ্রীষ্টিয় প্রত্যাদেশ হচ্ছে স্বর্গীয় ভালবাসার প্রত্যাদেশ। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ইতিহাস আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশের ইতিহাস। পুত্রের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও পিতার প্রতি যীশুও কর্তব্যবোধ সবই আবর্তিত হয়েছে আমাদের প্রতি স্বর্গীয় ভালবাসার প্রকাশকে ঘিরে। তাই আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশে

একান্তভাবে আন্তরিক হতে হবেঃ ঈশ্বর খ্রীষ্টে নিজের সঙ্গে পৃথিবীর সম্মিলন করিয়ে দিচ্ছিলেন, ২ করিন্থীয় ৫:১৯। এখান থেকে আমরা যা শিখতে পারি তা হচ্ছে:-

১. ঈশ্বর স্বয়ং ভালবাসা (পদ ১৬): তিনিই আমাদের প্রতি সীমাহীন ভালবাসার উৎস। এই পৃথিবীর জন্য অতুলনীয় ও উপলব্ধির অতীত ভালবাসা তাঁর কাছে আছে, যা তিনি তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে এই পৃথিবীতে মানুষের পরিত্রাণের জন্য প্রেরণ করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। অনেকে খ্রীষ্টিয় প্রত্যাদেশের বিপক্ষে এই মত পোষণ করে থাকে যে, ঈশ্বরের ভালবাসা এমনই আশ্চর্যজনক ও অকল্পনীয় যে, তিনি তাঁর একজাত পুত্রকেও আমাদের জন্য উৎসর্গ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। অনেকের কাছেই এটা বাধাজনক ও অগ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় যে, এত মহান একজন সত্তা কীভাবে সাধারণ পাপী মানুষের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করলেন। আমি নিজেও স্বীকার করিন্থীয় যে, পুরো বিষয়টি অত্যন্ত রহস্যময় ও আমাদের চিন্তাশক্তির বাইরে। কিন্তু খ্রীষ্টতে এমন ধন রয়েছে যা আমরা অন্যত্র খোঁজ করে পাব না। ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার সামান্যতম অংশ প্রকাশ করে এই পৃথিবীর মত এমন একটি স্থান সৃষ্টি করেছেন। তিনি যদি তাঁর গৌরব ও মহিমা আমাদের মাঝে আরও বেশি প্রকাশ করেন, তাহলে যারা তাঁর পরিচর্যায় নিবিষ্ট রয়েছেন তাদের জন্য তা পরিণত হবে স্বর্গে। তিনি তাঁর ভালবাসা আমাদের মাঝে প্রকাশ করার জন্য এক অনুপম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁর নিজ পুত্রকে ক্রুশে বিদ্ধ হতে দিয়েছেন। তিনি নিজেই যে ভালবাসা, ভালবাসার আকর, তা তিনি বার বার প্রমাণ করেছেন। তাঁর ভালবাসা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত ও মূল্যবান ধন। তিনি যে তাঁর পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তা নয়, তিনি তাঁর ভালবাসাকেই জীবন্ত রূপ দিয়ে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যদি স্বর্গীয় ভালবাসা প্রকাশিত না-ই বা হত, তাহলে স্বর্গের গৌরব ও মহিমা পৃথিবীতে প্রকাশিত হতে পারত না। ভালবাসা যদি মানুষের মাঝে প্রকাশ না পেত, তাহলে এই পৃথিবীর মানুষ পরিত্রাণের আশ্বাস পেত না এবং স্বর্গীয় গৌরবের স্বাদ পেত না।

২. এ কারণে *ভালবাসায় যে থাকে, সে ঈশ্বরের মধ্যে থাকে এবং ঈশ্বর তার মধ্যে থাকেন*, পদ ১৬। ভালবাসার ঈশ্বর এবং ভালবাসায় পূর্ণ আত্মার মাঝে এক চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালবাসে, সে ঈশ্বরকে ভালবাসে এবং ঈশ্বর তার অন্তরে বসবাস করেন। যে ব্যক্তির অন্তরে পবিত্র স্বর্গীয় ভালবাসা রয়েছে, সেই ব্যক্তির উপরে ঈশ্বর তাঁর নিজ আত্মা ঢেলে দেন। তার প্রতিটি চিন্তা, চেতনা, কথা ও কাজে ঈশ্বর তাঁর নিজ মহান উপস্থিতি প্রকাশ করেন এবং ঈশ্বর চিরকাল তার সাথে বসতি করেন।

১ যোহন ৪:১৭-২১ পদ

প্রেরিত যোহন এর আগের পর্বগুলোতে পবিত্র স্বর্গীয় ভালবাসা অন্তরে ধারণ করার জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ঈশ্বর নিজেই ভালবাসা। তাই মানুষের অন্তরে যদি ভালবাসা থাকে, তাহলে তার অন্তরে ঈশ্বরের উপস্থিতি থাকে, ঈশ্বর তার মাঝে বসবাস করেন। এখানে আরও নানা যুক্তি উত্থাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর পূর্বের বক্তব্যকেই আরও জোরালোভাবে উপস্থাপন করছেন। এখানে তিনি ঈশ্বরের প্রতি

ভালবাসার পাশাপাশি আমাদের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ভাই ও প্রতিবেশীদের প্রতি ভালবাসার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ক. ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা: Primum amabile – সমস্ত প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ; যিনি সকল সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও ভালবাসার ধারক; যাঁর কাছ থেকেই উত্তম ও মঙ্গলজনক সমস্ত কিছুর উৎপত্তি। ঈশ্বরের ভালবাসার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে:-

১. এই ভালবাসা আমাদেরকে এমন দিনে শান্তি ও সন্তুষ্টি দান করবে, যেদিন আমাদের তা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে, কিংবা যখন তা আমাদের জন্য কল্পনাতীত আনন্দ ও অনুগ্রহ বলে বিবেচিত হবে: *এতেই ভালবাসা আমাদের মধ্যে সিদ্ধ হয়েছে, যেন বিচার-দিনে আমাদের সাহস লাভ হয়*, পদ ১৭। সার্বজনীন বিচারের জন্য অবশ্যই একটি দিন নির্ধারণ করা আছে। সেই বিচারের দিনে বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে যাদের মধ্যে পবিত্র সাহস পরিলক্ষিত হবে, তারাই সুখী। যারা বিচারকের চোখের দিকে তাকিয়ে নিজ নিজ ধার্মিকতার আত্মসাক্ষ্য দিতে পারবে, তারাই ধন্য। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, শেষ বিচারের দিনে তারা এমনই সাহসের পরিচয় দেবে। যেহেতু ঈশ্বর জীবন্ত ও মঙ্গলময়, এবং যেহেতু তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে বিশ্বস্ত, সে কারণে নিঃশঙ্কোচে তাঁর ভালবাসা গ্রহণ করতে পারি এবং তাঁর ভালবাসার সুফল লাভ করতে পারি। তাঁর ভালবাসা আমাদের অন্তরে যখন অবস্থান করে, তখনই কেবল আমরা বলতে পারি, *আর প্রত্যাশা লজ্জার কারণ হয় না, যেহেতু আমাদেরকে প্রদত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের অন্তরে সেচন করা হয়েছে*, রোমীয় ৫:৫। সম্ভবত এখানে ঈশ্বরের ভালবাসা বলতে বোঝানো হয়েছে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা, যা পবিত্র আত্মা কর্তৃক আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে সেচন করা হয়েছে। এটাই আমাদের ভালবাসার ভিত্তি, আমাদের মঙ্গলজনক লক্ষ্য পূরণের প্রত্যাশার ভিত্তি। এর মধ্য দিয়েই আমরা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার প্রমাণ পাই ও তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস স্থির রাখার ভিত্তি খুঁজে পাই। আমরা আনন্দ ও শান্তি সহকারে তাঁর কাছে আসার আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাই। যারা ধার্মিকতা ও পবিত্রতায় পূর্ণ হয়ে তাঁর কাছে আসে তাদের প্রত্যেককে তিনি বিজয়ের মুকুট পরান। খ্রীষ্ট নিজে আমাদেরকে এই নিশ্চয়তা দান করেছেন বলেই আমরা বিশ্বাসে এতটা অটল হতে পারি: *কেননা তিনি যেমন আছেন, আমরাও এই পৃথিবীতে তেমনি আছি*, পদ ১৭। ভালবাসা আমাদেরকে তাঁর সাক্ষ্য দান করেছে। ভালবাসা আমাদেরকে কষ্টভোগের সময় খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দান করতে শিখিয়েছে। খ্রীষ্ট যেমন আমাদের জন্য কষ্টভোগ করেছেন, তেমনি আমরাও তাঁর জন্য কষ্টভোগ করব, আর এ কারণেই আমাদের বিশ্বাস ও আস্থা তাঁর মধ্য দিয়ে গৌরবান্বিত হবে, ২ তীমথিয় ২:১২।

২. ভালবাসা আমাদের অহেতুক ভীতি দূর করে ও প্রতিরোধ করে: *এই ভালবাসার মধ্যে ভয় নেই, বরং সিদ্ধ ভালবাসা ভয়কে দূর করে দেয়*, পদ ১৮। যেখানে ভালবাসা অবস্থান করে, সেখানে কোন ভয় থাকে না। আমার মতে, আমাদের অবশ্যই ভয় করা ও ভীত হওয়ার মধ্যে পার্থক্যটি বোঝা উচিত; অন্ততপক্ষে এই ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে ভয় করা এবং

ঈশ্বরের প্রতি ভীত হওয়া এক নয়। ঈশ্বরকে ভয় করা ধর্ম পালনের অন্যতম একটি অঙ্গ (১ পিতর ২:১৭; প্রকাশিত বাক্য ১৪:৭)। ভয় করার অর্থ ঈশ্বরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করা। আক্ষরিক অর্থে তা ভয় বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু ঈশ্বরের ভালবাসা যার মাঝে থাকে, সেই ব্যক্তি কখনো ঈশ্বরের প্রতি ভীত ও সন্ত্রস্ত হতে পারে না, *কেননা ভয়ের সঙ্গে শাস্তির চিন্তা যুক্ত থাকে, আর যে ভয় করে, সে ভালবাসায় পূর্ণতা লাভ করে নি*, পদ ১৮। ভালবাসায় কোন ভীতি নেই, কোন ভয় নেই। ভালবাসার চোখে সবই উত্তম ও চমৎকার, ভালবাসার যোগ্য। ভালবাসা ঈশ্বরকে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং খ্রীষ্টতে আমাদেরকে ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় ভালবাসার পাত্র বলে প্রকাশ করে। এতে করে আমাদের আর কোন ভয়ের অবকাশ থাকে না। যে মহা আনন্দ ও শান্তি এই ভালবাসায় নিহিত রয়েছে, তা সমস্ত ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক এক নিমিষে দূর করে দেয়।

৩. ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসার উৎস ঈশ্বর নিজেই: *আমরা ভালবাসি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন*, পদ ১৯। তাঁর ভালবাসাই ছিল আমাদের ভালবাসার সূচনা, উপলক্ষ ও আদর্শ। আমরা কখনোই ঈশ্বরকে সেই সমপরিমাণে ভালবাসতে পারব না, যে পরিমাণে তিনি নিজে আমাদেরকে ভালবেসেছেন। তিনি আমাদেরকে এমন এক সময়ে ভালবেসেছেন যখন আমরা কোন মতেই ভালবাসার পাত্র ছিলাম না। আমরা ছিলাম একান্তভাবে পা যীশুর ও অপরাধী মানুষ, নিজেদের পাপের ভারে আমরা ডুবে ছিলাম। কিন্তু তারপরও ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি এই মানব জাতিকে এতটাই ভালবাসলেন যে, তিনি তাঁর একজাত পুত্র যীশু খ্রীষ্টের রক্তের মূল্য দিয়ে আমাদের এই পাপের দায় থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করলেন। কত না বিস্ময়কর এই ভালবাসা! তাঁর ভালবাসাই আমাদের ভালবাসার উৎস। তিনি তাঁর নিজ ইচ্ছায় আমাদেরকে দত্তক হিসেবে নিলেন, আর এ কারণেই আমরা তাঁর কাছে আহূত হয়েছি। *আর আমরা জানি, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, যারা তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহ্বান পেয়েছ, তাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করছে*, রোমীয় ৮:২৮। তাদেরকে আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্য পরবর্তী পদে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে: *কারণ তিনি যাদের আগে জানলেন, তাদের আপন পুত্রের প্রতিমূর্তির অনুরূপ হবার জন্য আগে নিরূপণও করলেন*। স্বর্গীয় ভালবাসা আমাদের আত্মায় ভালবাসা স্থাপন করেছে; যেন প্রভু তাঁর ভালবাসা অনুসারে আমাদের অন্তর পরিচালনা করতে পারেন, ২ থিষলনীকীয় ৩:৫।

খ. খ্রীষ্টতে আমাদের ভাই ও প্রতিবেশীদের প্রতি ভালবাসা। কেন এই ভালবাসা আমাদের জীবনে অপরিহার্য তা প্রেরিত যোহন ব্যাখ্যা করেছেন:-

১. এই ভালবাসা আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবন ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য। খ্রীষ্টিয় জীবনে ঈশ্বরকে ভালবাসা আমাদের জন্য অন্যতম প্রধান করণীয়: "*যদি কেউ বলে*, তথা জনসমক্ষে ঘোষণা করে যে, *আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি*, আমি তাঁর নাম, তাঁর মণ্ডলী ও তাঁর উপাসনা করাকে ভালবাসা, আর তথাপি *আপন ভাইকে ঘৃণা করে*, যাকে ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসেবে তার ভালবাসা উচিত, *তবে সে মিথ্যাবাদী*, পদ ২০। চোখ সহজে অন্তরকে প্রভাবিত করে। যা দেখা যায় না, তা সহজ মনে বা অন্তরে প্রভাব ফেলে না। ঈশ্বরের এই

অবোধগম্যতা তৈরি হয় তাঁর অদৃশ্যতা থেকে। কিন্তু খ্রীষ্টের মণ্ডলীর একজন সদস্যের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরেরই প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়। কী করে তাহলে ঈশ্বরের প্রতিরূপধারী কাউকে ঘৃণা করার পর একজন মানুষ স্বয়ং ঈশ্বরকে ভালবাসার ভান করে? দৃশ্যমান মানুষটিকে যে ভালবাসতে পারছে না, সে কি করে অদৃশ্য ব্যক্তিটিকে ভালবাসবে?

২. ঈশ্বরের বিধান ও এর ন্যায্যতা প্রকাশের জন্য উপযুক্ত: *আর আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আদেশ পেয়েছি যে, ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, সে আপন ভাইকেও ভালবাসুক*, পদ ২১। ঈশ্বর যেমন তাঁর অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বভাব ও তাঁর প্রতিকৃতি প্রকাশ করেছেন, ঠিক সেভাবেই আমাদের অন্যদের প্রতি অন্তর থেকে ভালবাসা প্রকাশ করতে হবে। ঈশ্বরকে আমাদের অবশ্যই সর্বোচ্চ ভক্তি সহকারে ভালবাসা করতে। ঠিক সেভাবে তাঁর সৃষ্ট সকল মানুষকেও আমাদের একইভাবে ভালবাসতে হবে। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছ থেকে এক নতুন স্বভাব ও অভূতপূর্ব অধিকার লাভ করে থাকেন। ঈশ্বরের কাছে তাদের যেমন অবস্থান, আমাদের সকলেরও সেই একই অবস্থান। কাজেই স্বাভাবিকভাবে আমাদের মাঝে এই চেতনা জাগ্রত হওয়া উচিত যে, *ঈশ্বরকে যে ভালবাসে, সে আপন ভাইকেও ভালবাসুক*।

যোহনের লেখা প্রথম পত্র

অধ্যায় ৫

এই অধ্যায়টিতে প্রেরিত যোহন যে সকল বিষয় নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন সেগুলো হচ্ছে:- ক. বিশ্বাসীদের আত্মসম্মান, পদ ১। খ. ভালবাসার প্রতি বাধ্যবাধকতা ও তার পরীক্ষা, পদ ১-৩। গ. বিশ্বাসীদের বিজয়, পদ ৪,৫। ঘ. তাদের বিশ্বাসের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সাক্ষ্য, পদ ৬ -১০। ঙ. অনন্ত জীবনে তাদের এই বিশ্বাসের সুফল লাভ, পদ ১১-১৩। চ. তাদের প্রার্থনা শ্রবণ, পাপের কারণে মৃত্যুবরণকারীদের জন্য প্রার্থনা ব্যতীত, পদ ১৪-১৭। ছ. পাপ ও শয়তানের হাত থেকে মুক্তি, পদ ১৮। জ. পৃথিবী থেকে আনন্দের সাথে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করা, পদ ১৯। ঝ. ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের প্রকৃত জ্ঞান (পদ ২০), যার উপর ভিত্তি করে তাদের অবশ্যই মূর্তিপূজা থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত, পদ ২১।

১ যোহন ৫:১-৫ পদ

ক. বিগত অধ্যায়ের শেষ অংশে প্রেরিত যোহন দুটি বিবেচ্য বিষয়ের ভিত্তিতে খ্রীষ্টিয় ভালবাসার প্রতি জোরালো গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সে দুটি বিবেচ্য বিষয় ছিল খ্রীষ্টিয় জীবন ধারণের ভিত্তি এবং স্বর্গীয় বিধান পালনের ভিত্তি। এখানে তিনি তৃতীয় আরেকটি বিবেচ্য বিষয় যুক্ত করেছেন: বিশ্বাসীদের অসাধারণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ভালবাসা অবশ্যই যথোপযুক্ত ও অপরিহার্য। আমাদের খ্রীষ্টিয় ভাই বা সহ-বিশ্বসীরা ঈশ্বরতে একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। তারা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান: *যে কেউ বিশ্বাস করে যে, যীশু-ই সেই খ্রীষ্ট সে ঈশ্বর থেকে জাত*, পদ ১। এখানে খ্রীষ্টিয়ান ভাইকে–

১. তার বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে: *যে বিশ্বাস করে যে, যীশু-ই সেই খ্রীষ্ট*; তিনিই সেই রাজা, তিনি স্বভাবে ও পদমর্যাদায় ঈশ্বরের পুত্র, তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকর্তা, তিনি সমস্ত পুরোহিত, ভাববাদী ও রাজার উপরে কর্তৃত্বকারী ও অভিষিক্ত। তিনি সারা পৃথিবীর মানুষের অনন্তকালীন পরিত্রাণ সাধনের মহান দায়িত্ব নিজ ক্রুশীয় মৃত্যুবরণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করেছেন।

২. একজন খ্রীষ্টিয়ান ভাই তার নতুন জন্ম লাভের মধ্য দিয়ে মর্যাদা লাভ করেছেন: *সে ঈশ্বর থেকে জাত*, পদ ১। দৃঢ় বিশ্বাসের এই আদর্শ এবং এই নতুন স্বভাব ও পরিচয় আসে একমাত্র ঈশ্বরের আত্মার মধ্য দিয়ে নতুন জন্ম লাভের মাধ্যমে। মাংসিকভাবে অব্রাহামের বংশধররা এখন স্বয়ং ঈশ্বরের আত্মিক পুত্রত্ব ও উত্তরাধিকার লাভ করেছে। যদিও তারা স্বভাবে অযিহূদীদের মত পা যীশুর ছিল, তথাপি তারা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র হয়েছে এবং ঈশ্বরের সন্তান বলে বিবেচিত হয়েছে। এ কারণে *যে জন্মদাতাকে ভালবাসে সে তাঁর মাধ্যমে জাত ব্যক্তিকেও ভালবাসে*, পদ ১। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে আমরা মনে

করতে পারি যে, পিতাকে যে মানুষ ভালবাসে সে নিশ্চয়ই তার সন্তানদেরকেও ভালবাসবে। সেই ধারণা অনুসারে, সন্তানদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করা হয় তবে তা পিতার প্রতি ভালবাসার প্রকাশ বলেই বিবেচ্য হওয়া উচিত। আমাদের অবশ্যই প্রথমত এবং প্রধানত পিতা ঈশ্বরের পুত্রকে ভালবাসতে হবে, যাঁকে বলা হয়েছে (২ যোহন ৩) একমাত্র একজাত, ও তাঁর ভালবাসার পুত্র। এরপর ভালবাসতে হবে তাদেরকে, যাদেরকে পিতা নিজে তাঁর সন্তান বলে সম্বোধন করেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহের আত্মা দ্বারা নতুন জন্ম দান করেছেন।

খ. যোহন এখানে দেখিয়েছেন:-

১. কীভাবে আমরা সত্যকে, কিংবা আমাদের ভালবাসার প্রকৃত সুসমাচারগত প্রকৃতিকে আমরা পৃথক করে দেখাতে পারি। এই ভালবাসার ভিত্তি হবে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা: এতে আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বরের সন্তানদেরকে ভালবাসি, পদ ২। তাদের প্রতি আমাদের ভালবাসা তখনই বিশ্বাসযোগ্য ও উপযুক্ত বলে মনে হবে, যখন আমরা পার্থিব কারণে, অর্থাৎ তারা কেউ ধনী বলে, কেউ জ্ঞানী বলে, বা আমাদের প্রতি সদয় বলে, বা আমাদের ধর্মের অনুসারী বলে, বা রক্তের সম্পর্কীয় বলে তাদেরকে ভালবাসবো না, বরং তারা যে ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের প্রতিকৃতি তাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং ঈশ্বর নিজে তাদেরকে ভালবেসেছেন, এ কথা ভেবে যখন তাদেরকে ভালবাসবো। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, পত্রটিতে সকল মানুষকে ভালবাসার প্রতি বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের সন্তান ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে ভাই হিসেবে তাদেরকে আমাদের ভালবাসা কর্তব্য।

২. কীভাবে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসার সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারি – তা আমাদের পবিত্র বাধ্যতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে: *যখন ঈশ্বরকে ভালবাসি ও তাঁর আদেশগুলো পালন করি*, পদ ২। তখনই আমরা সত্যিকার অর্থে সুসমাচারের নির্দেশনা অনুসারে ঈশ্বরকে ভালবাসি, যখন আমরা তাঁর আদেশ পালন করি; *কেননা ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এই, যেন আমরা তাঁর আদেশগুলো পালন করি*। তাঁর আদেশ মান্য করার মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশিত হয়। তাঁর আদেশ পালন করার জন্য আমাদের প্রয়োজন আত্মায় আন্তরিকতা ও শুদ্ধতার পরিচয় দেওয়া; *আর তাঁর আদেশগুলো ভারী বোঝার মত নয়*, পদ ৩। এ কারণে আমাদেরকে বাধ্য হতে হবে ও ঈশ্বরের আদেশগুলো সর্বাংশে মেনে চলতে হবে। এতে তাঁর আদেশ আমাদের কাছে সহজ ও আনন্দজনক বলে প্রতীয়মান হবে। ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে তাদের আত্মায় এই কথা সব সময় ধ্বনিত হয়: *আমি তোমার নির্দেশগুলোতে আসক্ত। আমি তোমার নির্দেশিত পথে দৌড়াব, কেননা তুমি আমার হৃদয় প্রশস্ত করছো* (গীত ১১৯:৩২)।

৩. পুনর্জন্মের ফলাফল ও প্রভাব কী হবে – এই পৃথিবীয় এক প্রজ্ঞাপূর্ণ আত্মিক জয়লাভ: *কারণ যা কিছু ঈশ্বর থেকে জাত তা পৃথিবীকে জয় করে; এবং পৃথিবীকে যা জয় করেছে তা হল আমাদের বিশ্বাস*, পদ ৪। যে ব্যক্তি ঈশ্বর হতে জন্মগ্রহণ করেছে সে ঈশ্বরের জন্যই

জন্ম নিয়েছে এবং ফলশ্রুতিতে তার গন্তব্য এই পৃথিবী নয়, বরং ঈশ্বরের বাসস্থান। তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাকে এক উন্নততর পৃথিবীয় বসবাসের অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাকে এমন এক অস্ত্র দেওয়া হয়েছে, যার সাহায্যে সে এই পৃথিবীকে পরাজিত করে স্বর্গের বাসিন্দা হওয়ার পথ অতিক্রম করতে পারে। এই অস্ত্র হচ্ছে বিশ্বাসীদের বিশ্বাস। *পৃথিবীকে যা জয় করেছে তা হল আমাদের বিশ্বাস*। আত্মিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যম ও তাতে জয়লাভ করার অস্ত্র হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস।

গ. প্রেরিত যোহন তাঁর পাঠকদের জানাচ্ছেন যে, প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরাই এই পৃথিবীর প্রকৃত বিজয়ী: *কে পৃথিবীকে জয় করে? কেবল সেই, যে বিশ্বাস করে*, যীশু *ঈশ্বরের পুত্র*, পদ ৫। স্বর্গ আর আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এই পৃথিবী, এবং স্বর্গে প্রবেশের জন্য পৃথিবীই আমাদের সবচেয়ে বড় অন্তরায়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করবে যে, যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এই পৃথিবী পরিত্রাণ করতে এসেছেন, সেই ব্যক্তি পৃথিবীকে কার্যকরভাবে পরাজিত করতে এবং ঈশ্বরের সাথে অনন্ত জীবন কাটাতে সক্ষম হবে। কাজেই যে বিশ্বাস করবে, পৃথিবীকে জয় করা তার অন্যতম দায়িত্ব।

১. তাকে অবশ্যই এ কথা সব সময় মাথায় রাখতে হবে যে, এই পৃথিবী তার আত্মার, তার পবিত্রতার, তার পরিত্রাণের ও তার অনুগ্রহের জন্য এক মারাত্মক শত্রু। *কেননা পৃথিবীতে যা কিছু আছে– পাপ-স্বভাবের অভিলাষ, চোখের অভিলাষ ও সাংসারিক বিষয়ে অহংকার– এসব পিতা থেকে নয়, কিন্তু জগৎ থেকে হয়েছে*, ১ যোহন ২:১৬।

২. তাকে অবশ্যই পরিত্রাণকর্তার কাজের, তথা তার নিজ পরিত্রাণের এক অন্যতম অংশ হিসেবে এই বিশ্বাসকে বিবেচনা করতে হবে, যা তাকে এই দুর্যোগপূর্ণ পৃথিবী থেকে নিরাপদে উদ্ধার করবে। *ইনি আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দান করলেন, যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছানুসারে আমাদের এই উপস্থিত মন্দ যুগ থেকে উদ্ধার করেন*, গালাতীয় ১:৪।

৩. তাকে অবশ্যই এই কথা স্বীকার করতে হবে যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে তাঁর জীবন ও কাজের মধ্য দিয়ে যা অর্জন করেছেন তা একান্তভাবে প্রশংসনীয় ও গৌরবের যোগ্য।

৪. তাকে বিশ্বাস ধারণ করতে হবে যে, প্রভু যীশু এই পৃথিবী তাঁর নিজের জন্য জয় করেন নি, বরং তাঁর অনুসারীদের জন্য করেছেন। তাঁর অনুসারী প্রত্যেকে অবশ্যই তাঁর বিজয়ের অংশীদার হবে।

৫. প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর দ্বারা তাকে শিক্ষা দান ও প্রভাবিত করা হবে, যেন সে পৃথিবীর কাছে মৃত হয় ক্রুশবিদ্ধ হয়। *আমাদের যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি যে আর কোন বিষয়ে গর্ব করি, তা দূরে থাক; তারই দ্বারা আমার জন্য পৃথিবী এবং পৃথিবীর জন্য আমি ক্রুশবিদ্ধ*, গালাতীয় ৬:১৪।

৬. যীশু খ্রীষ্টের মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে তাকে জীবিত করে তোলা হয়েছে এবং তাকে উর্ধ্বস্থিত পৃথিবীর এক জীবন্ত আশা দান করা হয়েছে, ১ পিতর ১:৩।

৭. বিশ্বাসী ব্যক্তি জানে যে, পরিত্রাণকর্তা স্বর্গে গেছেন এবং তিনি সেখানে তাঁর একান্ত অনুগত ও আন্তরিক বিশ্বাসীদের জন্য স্থান প্রস্তুত করছেন, যোহন ১৪:২।

৮. সে জানে যে, তার পরিত্রাণকর্তা আবার আসবেন এবং এই পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটাবেন। তিনি পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীর বিচার করবেন এবং তাঁর অনুগত বিশ্বাসীদেরকে তাঁর উপস্থিতিতে ও মহিমায় গ্রহণ করবেন, যোহন ১৪:৩।

৯. তাকে এমন এক আত্মায় আবিষ্ট করা হয়েছে, যেন সে পৃথিবী কর্তৃক প্রলোভিত না হয়, পেছনে ফিরে না তাকায় এবং একান্তভাবে স্বর্গের পথে ধাবিত হতে থাকে। *কারণ বাস্তবিক আমরা এই তাঁবুর মধ্যে থেকে আর্তস্বর করছি, এর উপরে স্বর্গ থেকে প্রাপ্য আবাস-পরিহিত হবার আকাঙ্ক্ষা করছি*, ২ করিন্থীয় ৫:২।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, খ্রীষ্টিয় ধর্ম তার অনুসারীদেরকে এক সার্বজনীন সাম্রাজ্য প্রদানের অঙ্গীকার করে। খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রত্যাদেশই এই পৃথিবী বিজয় করে আরও পবিত্র, শান্তিময়, অনুগ্রহপূর্ণ ও অনন্তকালীন আবাসস্থল জয় করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এই প্রত্যাদেশের মধ্যেই আমরা দেখতে পাই যে, পবিত্রতম ঈশ্বর ও এই বিদ্রোহী পৃথিবীর মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষের মূল কারণ ও ভিত্তি কী। এই প্রত্যাদেশেই আমরা পাই খ্রীষ্টিয় ধর্মের পবিত্রতম বাস্তবিক শিক্ষা, যা এই পৃথিবীর সকল পাপগারিতার মনোভাব, প্রবণতা ও আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে এমন এক চেতনা জাগ্রত করা হয়, যা এই পৃথিবীর চিন্তাধারা ও চেতনার উর্ধ্বে ও বিপরীতে অবস্থান করে। এখানেই আমরা দেখতে পাই যে, পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং এই পৃথিবী থেকে আসেন নি এবং তাঁর রাজ্য এই পৃথিবীরও ছিল না। তিনি নিজেকে এই পৃথিবী থেকে পৃথক রেখেছিলেন এবং তিনি এই পৃথিবী থেকে তাঁর অনুগত বিশ্বাসীদেরকে স্বর্গের ও ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠার জন্য পবিত্র ও একত্রিত করেছিলেন। খ্রীষ্ট তাঁর অনুসারীদের জন্য এই পৃথিবীকে উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান নি, বরং তিনি তাদের জন্য স্বর্গে স্থান প্রস্তুত করেছেন। তিনি নিজে আগে স্বর্গে গেছেন, যেন তিনি আমাদের জন্য স্বর্গে গমনের পথ ও স্বর্গে বসবাসের জন্য স্থান প্রস্তুত করে তুলতে পারেন। যারা এই পার্থিব জীবনে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে পবিত্র ও ধার্মিক জীবন যাপন করবে, তারা স্বর্গে অনন্তকাল তাঁর সাথে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করেও এই পার্থিব জীবনকে বেশি ভালবাসে, তাদের জন্য শেষ পর্যন্ত রয়েছে শুধু হতাশা। এখানে অনুগ্রহে পূর্ণ স্বর্গকে আমাদের সামনে সম্পূর্ণ স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়েই আমরা এই পৃথিবীর সকল অভিসন্ধি ও প্রলোভনের বিরুদ্ধে অস্ত্রে সজ্জিত হতে পারি এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি। পৃথিবীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য এই প্রত্যাদেশই আমাদের প্রধান সহায়ক হাতিয়ার। খ্রীষ্টিয় প্রত্যাদেশের শক্তিতে আমরা হয়ে উঠি খ্রীষ্টের সৈনিক। সেই ব্যক্তিই প্রকৃ

ত খ্রীষ্ট-বিশ্বসী, যে এই পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এবং স্বর্গীয় অনন্ত জীবনের আশ্বাসে আনন্দ করতে পারে। সেই ব্যক্তি কখনোই এই পৃথিবীর জন্য মায়া করবে না, বরং অনন্ত স্বর্গীয় জীবন ও স্বর্গে চিরকাল বসবাসের নিশ্চয়তায় সে দৃঢ় বিশ্বাস বজায় রাখবে।

১ যোহন ৫:৬-৯ পদ

খ্রীষ্টান বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে শুধুমাত্র শক্তিশালী ও বিজয়ী হলেই চলবে না, তার ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত হতে হবে; স্বর্গীয় মিশন, কর্তৃত্ব ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মর্যাদা সম্পর্কে প্রশ্নাতীত বিশ্বাস ও সাক্ষ্য তার অন্তরে থাকতে হবে। তাকে সকল স্থানে ও সকলের কাছে খ্রীষ্টের স্বর্গীয় সত্যের সাক্ষ্য বহন করতে হবে।

ক. যেভাবে যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে এসেছিলেন; কেবল তিনি কীভাবে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন তা নয়, সেই সাথে তিনি কোন শক্তিতে ও কী নিয়ে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন: *তিনি সেই যীশু খ্রীষ্ট, যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন*। তিনি এসেছিলেন আমাদেরকে পাপ থেকে উদ্ধার করতে, আমাদেরকে অনন্ত জীবন দান করতে এবং আমাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে। আর এই কাজকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে তিনি এসেছিলেন জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে, যা পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তার প্রকৃত চিহ্ন। জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে আসার অর্থ হল, তিনি আমাদেরকে সুস্থতা দান করবেন। তিনি তাঁর পরিত্রাণদানকারী কাজের জন্য এভাবে এসেছিলেন, যেন আমরা স্মরণ করতে পারি যে:-

১. আমরা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকে কলুষিত।

(১) অভ্যন্তরীণভাবে, আমাদের স্বভাবে পাপের ক্ষমতা ও ইতোমধ্যে সৃষ্ট কলুষতার জন্য। এই কলুষতা থেকে পরিষ্কৃত হতে হলে আমাদের প্রয়োজন আত্মিক পানি, যে আত্মিক জল আত্মাকে স্পর্শ করে ও প্রভাবিত করে। সে অনুসারে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা দ্বারা আমরা আমাদের সকল পাপের কলুষতা থেকে ধৌত ও পরিষ্কৃত হব। আমাদের প্রভু স্বয়ং এই প্রেরিতদের মধ্য দিয়ে এই পরিষ্কারকরণের প্রতীকী অর্থ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তাদের পা ধুইয়ে দেওয়ার সময় পিতর খ্রীষ্টের হাতে তাঁর পা ধোওয়াতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। সে সময় খ্রীষ্ট তাঁকে বলেছিলেন, *আমি যদি তোমার পা ধুয়ে না দিই, তাহলে আমাতে তোমার কোন অংশ নেই*।

(২) আমরা বাহ্যিকভাবেও কলুষিত হই, যখন আমাদের ব্যক্তিত্বের উপরে পাপের ক্ষমতা ও প্রভাবের কারণে আমরা পাপ করিষ্ঠীয় ও দোষী সাব্যস্ত হই। এর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাই এবং তাঁর অনুগ্রহে পূর্ণ ও শান্তিময় উপস্থিতি থেকে চিরতরে দূরে সরে যাই। স্বর্গীয় আদালতে এটাই একমাত্র পূর্বশর্ত: রক্তসেচন ছাড়া পাপের ক্ষমা হয় না, ইব্রীয় ৯:২২। এ কারণে পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে অবশ্যই ত্রাণকর্তাকে রক্তের

মধ্য দিয়ে আসতে হবে।

২. পরিষ্কৃত হওয়ার এই দুটি উপায়ই ঈশ্বরের প্রাচীনতম আনুষ্ঠানিক আইন-কানুন উপস্থাপিত হয়েছে। ব্যক্তি ও বস্তু উভয়কেই জল ও রক্ত দ্বারা পবিত্র হতে হবে। সেই সমস্ত কিছু খাদ্য, পানীয় ও নানা রকম বাপ্তিস্মর বিষয়ে যা কেবল দেহ সম্বন্ধীয় ধর্মীয় নিয়ম মাত্র। এগুলো সংশোধনের সময় আসা পর্যন্ত বলবৎ থাকার কথা ছিল, ইব্রীয় ৯:১০। বক্‌না বাছুরের ভস্ম পানিতে মিশিয়ে অশুচি বস্তুর উপরে ছিটানো হত, যেন তা মাংসিক পাপ মোচন করে, ইব্রীয় ৯:১৩; গণনা ১৯:৯। আর ব্যবস্থা অনুসারে প্রায় সমস্ত কিছুই রক্ত দ্বারা শুচি হয় এবং রক্তসেচন ছাড়া পাপের ক্ষমা হয় না, ইব্রীয় ৯:২২।

৩. যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যুর সময় একজন সৈন্য তাঁর বুকে বর্শা বিদ্ধ করে। সেই ক্ষতস্থান দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জল ও রক্ত বের হয়েছিল। খ্রীষ্টের প্রিয় শিষ্য ও প্রেরিত যোহন এই দৃশ্য অবলোকন করেছিলেন এবং এই ঘটনাটি তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। তিনি এই ঘটনাটি আবেগাপ্লুত হয়ে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, "যে ব্যক্তি দেখেছে, সে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তার সাক্ষ্য যথার্থ; আর সে জানে যে, একজন প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি হিসেবে সে সত্যি বলছে, যেন তোমরাও বিশ্বাস কর," যোহন ১৯:৩৪,৩৫। এই জল ও রক্ত আমাদের পরিত্রাণের জন্য একান্ত অপরিহার্য এবং কার্যকর। জলের মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মা পরিষ্কৃত হয় এবং আমরা স্বর্গে ঈশ্বরভক্ত মানুষদের সাথে বসবাসের জন্য আলোতে পূর্ণ হই। রক্তের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন, তাঁর ব্যবস্থার মর্যাদা রক্ষা হয় এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হয়। রক্তের মধ্য দিয়ে আমরা পবিত্রীকৃত হই, পুনরায় সম্মিলিত হই এবং ধার্মিক রূপ নিয়ে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হই। রক্তের মধ্য দিয়ে আমাদের উপর ব্যবস্থার যত অভিশাপ ছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে। আমাদের স্বভাবগত যত কলুষতা ছিল তা এই রক্তের গুণে ধৌত হয়েছে। জলও রক্তের মত আমাদের পরিত্রাণকর্তার বিদীর্ণ বুক থেকে নির্গত হয়েছিল। কাজেই আমাদের পরিত্রাণের জন্য অপরিহার্য যা কিছু প্রয়োজন তা এই জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। এই দুটি উপাদান আমাদেরকে পবিত্রতা ও ধার্মিকতার নতুন রূপ দান করে, যেন ঈশ্বরের চোখে ধার্মিক ও পবিত্র গণিত হয়ে তাঁর কাছে গৃহীত হতে পারি।

খ. তাঁর সাক্ষ্যদানকারী হলেন পবিত্র আত্মা, যিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরের কার্য সাধন সফল করে থাকেন: *আর পবিত্র আত্মাই সাক্ষ্য দিচ্ছে*, পদ ৭। এটা অবশ্যম্ভাবী যে, এই পৃথিবীর মহান পরিত্রাণকর্তার একজন প্রতিনিধি অবশ্যই থাকবেন, যিনি সব সময় তাঁর কাজ সফল করে তোলার জন্য সহযোগিতা প্রদান করে যাবেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সুসমাচার ও তাঁর অনুসারীদের মাঝে অবশ্যই একটি স্বর্গীয় কর্তৃত্ব সঞ্চারিত হবে। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মানুষ উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, কী কারণে তাঁকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং তিনি কী মহান দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা দ্বারা এই মহান কার্য সম্পাদন করা হয়েছে, যার কথা পরিত্রাণকর্তা আগেই বলেছিলেন, "*তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন*, এমন কি যখন মানুষ আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে ও ক্রুশে দেবে তখনও; কারণ *যা আমার, তা-ই নিয়ে তোমাদেরকে জানাবেন*। তিনি আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন না, তিনি আর তোমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করে আবার পুনরুত্থিত হবেন না; বরং

আমার যা তা-ই তিনি গ্রহণ করবেন এবং আমি যে সত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছি, সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে পৃথিবীর কাছে এই মহান সত্যকে প্রকাশ করবেন, যেন সারা পৃথিবীর মানুষ তা জানতে পায়," যোহন ১৬:১৪। এরপর প্রেরিত যোহন এই সাক্ষীর গ্রহণযোগ্যতার সত্যায়ন করেছেন: *কারণ পবিত্র আত্মা সেই সত্য*, পদ ৭। তিনি ঈশ্বরের আত্মা এবং তিনি কখনোই মিথ্যা বলতে পারেন না। আরেকটি বক্তব্য এই অংশের সাথে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক: *কারণ খ্রীষ্টই সত্য*। তাই এখানে আমরা দেখি যে, পবিত্র আত্মার বক্তব্য নিঃসন্দেহে সত্য, কারণ তিনি যা প্রকাশ করছেন তা খ্রীষ্টের সত্য। পবিত্র আত্মা আমাদের কাছে যে সত্য প্রকাশ করছেন তা নিজেই নিজের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। অপরদিকে পবিত্র আত্মা নিজেই সত্য, কাজেই তিনি যা প্রকাশ করবেন সেটাও সত্য। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. এই সত্যতার সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এখানে বিতর্কের আদৌ কোন প্রশ্ন নেই। অনেক ইতিহাসবিদ এবং সমালোচক পবিত্র বাইবেলের পাণ্ডুলিপির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং কোন একটি কথা আদৌ মূল পাণ্ডুলিপিতে ছিল না তা নিয়ে বিতর্ক করে থাকেন। কিন্তু পবিত্র আত্মা বহু আগেই আমাদের কাছে পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি শব্দের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। এখানে পদ ৭ ও ৮ এর মধ্যকার প্রাসঙ্গিকতা এতটাই নিগূঢ় যে, পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় লিখিত এই পুস্তকের বক্তব্য বিনাবাক্যে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

(১) পদ ৭ এর আলোকে পদ ৮ যদি আমরা বিচার করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, পদ ৬ এরই মূল সুর এতে পুনরুক্ত হয়েছে: "তিনি সেই যীশু খ্রীষ্ট, যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন; কেবল পানির মধ্যে দিয়ে নয়, কিন্তু জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন। আর পবিত্র আত্মাই সাক্ষ্য দিচ্ছে, কারণ পবিত্র আত্মা সেই সত্য। বস্তুতঃ তিনটি বিষয় সাক্ষ্য দিচ্ছে, পবিত্র আত্মা, জল ও রক্ত এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই।"

(২) নানা ভাষায় অনেক অনুলিপিতে *পৃথিবীতে সাক্ষ্য দিচ্ছে* শব্দগুচ্ছটি উল্লেখ করতে দেখা যায়: তিনটি বিষয় পৃথিবীতে সাক্ষ্য দিচ্ছে, পবিত্র আত্মা, জল ও রক্ত। এই শব্দটি অনেকের মতে দ্বিধাজনক এবং পরস্পর বিরোধী। এর আগে যেখানে পবিত্র আত্মার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার পরে তিনজন সাক্ষীর কথা বলাটাকে অনেকে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে জল ও রক্ত পবিত্র আত্মার সত্যেরই প্রতীকী রূপ। প্রেরিত যোহন তাঁর বক্তব্যকে আরও জোরালো করে তুলতেই পবিত্র আত্মার সাথে খ্রীষ্টের পরিত্রাণ দানকারী প্রতীক যুক্ত করেছেন।

(৩) গ্রীক অনুলিপিতে একই প্রসঙ্গে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার দেখা যায়, যেমন পদ ৭-এ। অনেক অনুলিপিতে রয়েছে *hen eisi* – তারা এক; অন্যান্য স্থানে রয়েছে *বরং to hen eisin* – তারা সকলে এক, বা তারা সকলে একমত। এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, কিছু কিছু গ্রীক সংস্করণে ভ্যলগার ল্যাটিন বা টমাস একুইনাসের সংশোধিত সংস্করণের প্রভাব পড়েছিল এবং সে কারণে ভাষাগত এই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

(৪) সপ্তম পদটি প্রেরিত যোহন রচনাশৈলীর সাথে চমৎকারভাবে মানানসই; যেমন:-

[১] তিনি পিতা সম্বোধনটি দিয়ে ঈশ্বরকে নির্দেশ করেছেন, বা পুত্র থেকে পৃথক স্বর্গীয় সত্ত্বাকে প্রকাশ করেছেন। *আমি* এবং পিতা *এক*। কিন্তু তথাপি *আমি* একা নই; কারণ পিতা এই *আমি*র সাথে আছেন। এই *আমি* পিতার কাছে প্রার্থনা করেন যেন তিনি প্রেরিতদের জন্য একজন সহায় পাঠিয়ে দেন। যদি কোন মানুষ পৃথিবীকে ভালবাসে, তাহলে পিতার ভালবাসা তার মধ্যে থাকে না। *পিতা ঈশ্বর থেকে এবং সেই পিতার পুত্র যীশু খ্রীষ্ট থেকে সত্যে ও ভালবাসায় অনুগ্রহ, করুণা ও শান্তি আমাদের সঙ্গে থাকবে*, ২ যোহন ৩।

[২] বাক্য শব্দটি নাম হিসেবে যোহনের রচনায় সুপরিচিত। অন্যথায় বাক্যে বদলে এখানে পুত্র শব্দটি ব্যবহার করা হত।

[৩] যেহেতু একমাত্র প্রেরিত যোহনই পরিত্রাণকর্তার বিদীর্ণ বুক থেকে জল ও রক্ত নির্গত হওয়ার ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেছেন, সে কারণে যুক্তিসঙ্গভাবে তিনিই পরিত্রাণকর্তার এই প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করেছেন যে, পবিত্র আত্মার আগমনের মধ্য দিয়ে তিনি মহিমান্বিত হবেন এবং পবিত্র আত্মা তাঁর সাক্ষ্য বহনকারী হবেন। যোহন রচনাশৈলী বিচার করলে পবিত্র আত্মাকে যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করাটা আরও যথোপযুক্ত বলে মনে হয়।

(৫) আমরা নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারি যে, প্রেরিত যোহন যখন পৃথিবীতে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসের জয় লাভ এবং ভিত্তির কথা বলেছেন, তখন তিনি যীশু খ্রীষ্টকেই সর্বাংশে বুঝিয়েছেন এবং তাঁর বিভিন্ন সাক্ষ্যের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন; বিশেষ করে যদি আমরা পদ ৯ এর বক্তব্য বিবেচনা করি: *আমরা যদি মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য তার চেয়েও বড়; ফলত ঈশ্বরের সাক্ষ্য এই যে, তিনি আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন*। এখন বিবেচনা করা প্রয়োজন যে, এই তিন সাক্ষীর সাক্ষ্যের মাঝে ঈশ্বর অন্তর্ভুক্ত নন, বা এদের কারও মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরকে বোঝানো হয় নি। কিন্তু প্রভু যীশুও সত্য ও তাঁর স্বর্গীয় সত্তার সমর্থনকারী একাধিক সাক্ষ্যের এক সমন্বয় এখানে সাধন করা হয়েছে। খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করা, তাঁর পরিত্রাণ দানের অপরিহার্য পূর্বশর্ত এবং আমাদের খ্রীষ্টিয়ানত্বেও সাক্ষ্য প্রমাণ, এর সবই পবিত্র শাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে, এমন কি স্বর্গীয় ত্রিত্বের নিগূঢ়তত্ত্বও সেখানে রয়েছে। কাজেই পবিত্র শাস্ত্রের প্রতিটি বাক্য আমাদের জন্য একান্তভাবে গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য।

২. সমস্ত বিতর্ক এবং বিভিন্ন মতামত ফেলে রেখে এখন আমরা সামনে এগোব। প্রেরিত যোহন আমাদেরকে বলেছেন যে, পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের সত্যের সাক্ষ্য বহন করছেন। পবিত্র আত্মা তাঁর সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, খ্রীষ্ট স্বয়ং আমাদেরকে দেওয়া প্রতিজ্ঞাগুলো পূরণ করেছেন এবং এখন তিনি স্বর্গে অবস্থান করছেন । পবিত্র আত্মা স্বয়ং সত্য, কাজেই তিনি যে সাক্ষ্য আমাদেরকে দেবেন তাও অনিবার্যভাবে

সত্য। কাজেই পবিত্র শাস্ত্রের বাক্যকে আমরা যদি এভাবে দেখি তাহলে তা মোটেও অসম্ভব কিছু হবে না: বস্তুত তিন জন স্বর্গে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, পিতা ঈশ্বর, পবিত্র শাস্ত্র ও পবিত্র আত্মা এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই।

(১) স্বর্গীয় সাক্ষীদের একটি ত্রিত্ব আমরা দেখতে পাই, যারা পৃথিবীর কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পদমর্যাদা ও তাঁর দাবীর স্বপক্ষে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সহকারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। এখানে আমরা দেখি:-

[১] প্রথমে রয়েছেন পিতা; তিনি পৃথিবীতে প্রভু যীশুও অবস্থানকালে তাঁকে সর্বোতভাবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন, সমর্থন যুগিয়েছেন এবং তাঁর দায়িত্বের ও পদমর্যাদার সত্যায়ন করেছেন। বিভিন্ন ঘটনা বিশেষভাবে বিবেচনা করলে আমরা তা বুঝতে পারি।

প্রথমত, যীশু খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের সময় ঈশ্বর তাঁকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন, মথি ৩:১৭।

দ্বিতীয়ত, পর্বতের উপরে খ্রীষ্টের রূপান্তরের সময় ঈশ্বর তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, মথি ১৭:৫।

তৃতীয়ত, তাঁর সমস্ত আশ্চর্য ক্ষমতা ও তাঁর কাজে ঈশ্বর তাঁর সাথে ছিলেন ও তাঁকে সমর্থন যুগিয়েছেন: *আমার পিতার কাজ যদি না করি, তবে আমাকে বিশ্বাস করো না। কিন্তু যদি করি, আমাকে বিশ্বাস না করলেও, সেই কাজে বিশ্বাস কর; যেন তোমরা জানতে পার ও বুঝতে পার যে, পিতা আমার মধ্যে আছেন এবং আমি পিতার মধ্যে আছি*, যোহন ১০:৩৭,৩৮।

চতুর্থত, খ্রীষ্টের মৃত্যুর সময়ও ঈশ্বর তাঁর সাক্ষ্য দিয়েছেন, মথি ২৭:৫৪।

পঞ্চমত, তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান দান করার মধ্য দিয়ে এবং তাঁর স্বমহিমায় তাঁকে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে: তিনি এসে পৃথিবীকে দোষী করবেন– *ধার্মিকতার সম্বন্ধে, কেননা আমি পিতার কাছে যাচ্ছি* ও *তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না*, যোহন ১৬:১০ ও রোমীয় ১:৪।

[২] দ্বিতীয় সাক্ষী হচ্ছে পবিত্র বাক্য, এক রহস্যময় নাম। এই বাক্য পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের স্বভাব ও প্রকৃতি আমাদের সামনে প্রকাশ করে। তিনি এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে আগমনের আগে কোথায় ছিলেন, কীভাবে এই পৃথিবী সৃষ্টি হল, আর তিনিই যে পিতা ঈশ্বরের একজাত পুত্র, তা এই পবিত্র বাক্যই আমাদেরকে জানায়। যে যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে পাপ থেকে পরিত্রাণ করেছেন, তাঁর মানবীয় প্রকৃতি পবিত্র শাস্ত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে। পবিত্র শাস্ত্র প্রদত্ত সাক্ষ্যগুলো হচ্ছে:-

প্রথমত, যীশু খ্রীষ্ট যে সকল আশ্চর্য কাজগুলো করেছেন, যোহন ৫:১৭; *আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজ করছেন, আমিও করছি*।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টের রূপান্তরের সময় তাঁর মহিমা ও গৌরবের বিবরণ প্রকাশ। *আর আমরা*

তাঁর মহিমা দেখলাম, যেমন পিতা থেকে আগত একজাতের মহিমা, যোহন ১:১৪।

তৃতীয়ত, তাঁর মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠার সাক্ষ্য, যোহন ২:১৯; *তোমরা এই মন্দির ভেঙ্গে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যেই তা উঠাবো*।

[৩] তৃতীয় সাক্ষী হলেন পবিত্র আত্মা, যিনি পবিত্রতার ধারক, বাহক ও দানকারী। সেই ব্যক্তিই সত্য ও বিশ্বস্ত, যার উপর পবিত্রতার আত্মা নিজ সীলমোহর দেন এবং নিজ সাক্ষ্য দান করেন। ঠিক একইভাবে পবিত্র আত্মা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি সাক্ষ্য দান করেছিলেন, যিনি সমগ্র খ্রীষ্টিয় পৃথিবীর মস্তক। এর কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নরূপঃ-

প্রথমত, কুমারী মরিয়মের গর্ভে মানবীয় সত্তায় যীশু খ্রীষ্টের আশ্চর্য জন্ম লাভ। *পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন*, লূক ১:৩৫।

দ্বিতীয়ত, খ্রীষ্টের বাপ্তিস্মের সময় দৃশ্যনীয় দৈহিক আকৃতি ধারণ করে তাঁর উপরে অবতরণ। *পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কবুতরের মত, তাঁর উপরে নেমে আসলেন*, লূক ৩:২২।

তৃতীয়ত, নরক ও অন্ধকারের আত্মাদের উপরে কার্যকরভাবে জয়লাভ। *কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা মন্দ-আত্মা ছাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তো তোমাদের কাছে এসে পড়েছে*, মথি ১২:২৮।

চতুর্থত, খ্রীষ্টের স্বর্গে আরোহণের পর প্রেরিতদের উপরে দৃশ্যনীয়ভাবে অবতরণ এবং তাদেরকে খ্রীষ্টের বাক্য প্রচার করার ও তাঁর সুসমাচার পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দান ও ক্ষমতায় পূর্ণ করার মধ্য দিয়ে অভিষেক দান, প্রেরিত ১:৪,৫; ২:২-৪।

পঞ্চমত, খ্রীষ্টের নাম, সুসমাচার ও তাঁর মহান আদেশ বাস্তবায়নের জন্য দু'শো বছর ধরে মণ্ডলীতে প্রেরিতদের প্রচার কার্যক্রম ও আশ্চর্য কাজে প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা দান (১ করিন্থীয় ১২:৭)। এ সম্পর্কে ড. হুইটবাই তার নতুন নিয়ম *কমেন্ট্রি* পুস্তকটির দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় চমৎকার আলোচনা চালিয়েছেন।

এই তিন ব্যক্তিই স্বর্গে যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষী ও স্বর্গীয় ঘটনাবলী লিপিবদ্ধকারী। তাঁরা তিনজনই এক। তাঁরা তিনজনই স্বর্গীয় সত্তা ও স্বর্গ হতে আগত। তাঁদের মধ্যে পিতা রয়েছেন এবং তাঁরা পিতার সাথে রয়েছেন; এ কারণে তাঁরা ঈশ্বরতে এক।

(২) একই সুর বজায় রেখে প্রেরিত যোহন পৃথিবীতে তিন সাক্ষীর ত্রিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন: *বস্তুত তিনটি বিষয় সাক্ষ্য দিচ্ছে, পবিত্র আত্মা*, জল ও *রক্ত এবং সেই তিনের সাক্ষ্য একই*, পদ ৮।

[১] এই সাক্ষীদের মধ্যে সর্বপ্রথম হলেন পবিত্র আত্মা। এই পবিত্র আত্মাকে স্বর্গীয় সাক্ষ্য দানকারী পবিত্র আত্মা থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। আমরা এক্ষেত্রে পরিত্রাণকর্তার

সাথে গলা মিলিয়ে বলতে পারি (যা যোহনই লিপিবদ্ধ করেছেন), আত্মা *থেকে যা জাত, তা আত্মাই*, যোহন ৩:৬। পরিত্রাণকর্তার সকল শিষ্য অন্যদের মত মাংসিক দেহ থেকেই জন্ম লাভ করেছেন। তাঁরা এই পৃথিবীতে এসেছেন মাংসিক বৈশিষ্ট্য ও পাপ নিয়ে, যা ঈশ্বরের বিরোধী। এই স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যকে অবশ্যই দূরীভূত করতে হবে। একটি নতুন সত্তা ও স্বভাবের বিকাশ সাধন করতে হবে। পুরাতন অভিলাষ ও কলুষতাকে মুছে দিতে হবে এবং প্রকৃত শিষ্যকে একজন নতুন মানুষ হয়ে উঠতে হবে। আত্মার পুনর্জন্ম লাভ হচ্ছে পরিত্রাণকর্তার প্রকৃত সাক্ষ্য। এটাই তাঁর প্রকৃত পরিত্রাণ। এটি পৃথিবীতে উপস্থাপিত সাক্ষ্য, কারণ পৃথিবীতে অবস্থিত মণ্ডলীতে এই সাক্ষ্য দান করা হয়েছে এবং তা কোন অস্পষ্ট বা অবোধগম্য সাক্ষ্য নয়। এই আত্মা শুধুমাত্র মণ্ডলীর পুনর্জন্ম লাভ ও পরিবর্তনের সাথে যুক্ত নয়, সেই সাথে পৃথিবীর উপরে বিজয় লাভ ও সার্বজনীন পবিত্রীকরণের সাথে যুক্ত ছিলেন। পৃথিবীতে শান্তি, ভালবাসা ও আনন্দ, তথা ঈশ্বরভক্ত লোকদের জন্য আলোতে বসবাস করার পূর্ণ অনুগ্রহের উত্তরাধিকার এই আত্মা দান করেছেন।

[২] দ্বিতীয়টি হচ্ছে জল। এর আগে জল পরিত্রাণের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হত, আর এখন তা স্বয়ং পরিত্রাণকর্তার সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তা তাঁর বিশুদ্ধতা ও পবিত্রকারী শক্তির প্রতীক। কয়েকটি আঙ্গিকে এই বিষয়টি বোঝা যেতে পারে:-

প্রথমত, তার নিজ স্বভাবগত শুদ্ধতা এবং এই পৃথিবীতে তার কাজ। জল পবিত্র, নিষ্কলুষ ও সুফলদায়ক।

দ্বিতীয়ত, যোহনের বাপ্তিস্মের সাক্ষ্য; যিনি যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বহন করেছিলেন, অনেক মানুষকে তাঁর জন্য প্রস্তুত করেছিলেন এবং খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন, মার্ক ১:৪,৭,৮।

তৃতীয়ত, তার নিজ শিক্ষার শুদ্ধতা, যার মধ্য দিয়ে সকল আত্মা পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত হয়। *আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি, তার জন্য তোমরা এখন পরিষ্কৃত আছ*, যোহন ১৫:৩।

চতুর্থত, খ্রীষ্টের শিষ্যদের প্রকৃত ও কার্যকর শুদ্ধতা ও পবিত্রতা। তাঁর দেহ হচ্ছে পবিত্র সার্বজনীন মণ্ডলী। *তোমরা সত্যের প্রতি বাধ্য হয়ে নিজ নিজ প্রাণকে বিশুদ্ধ করেছ, যেন ভাইদের প্রতি তোমাদের ভালবাসা অকপট হয়*, ১ পিতর ১:২২।

পঞ্চমত, এর সীলমোহর স্থাপন করা হয়েছিল বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে, যা শিষ্যদের পরিচর্যা কাজের সূচনা ঘটিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্ট বলেছিলেন, "আমি যদি তোমার পা ধুয়ে না দিই, তাহলে আমাতে তোমার কোন অংশ নেই।" *এই বাপ্তিস্ম তো শরীরের মলিনতা ত্যাগ নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সৎবিবেকের নিবেদন*, ১ পিতর ৩:২১।

[৩] তৃতীয় সাক্ষী হচ্ছে রক্ত। যীশু খ্রীষ্ট এই রক্ত সেচন করেছেন এবং এটাই আমাদের মুক্তির মূল্য। এই রক্ত আমাদের যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দান করে।

প্রথমত, এই রক্তের মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়মের উৎসর্গ - উৎসর্গের নিয়ম সীলমোহরকৃত ও

সমাপ্ত করা হয়েছে। খ্রীষ্ট আমাদের চিরকালীন উৎসর্গ হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, এই রক্ত খ্রীষ্টের নিজ মুখ থেকে উচ্চারিত কথার সত্যতা প্রমাণ করে এবং তাঁর পরিচর্যা কাজ ও আশ্চর্য কাজের যথার্থতা নিরূপণ করে, যোহন ১৮:৩৭।

তৃতীয়ত, এই পৃথিবীর পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করেছেন, যা ঈশ্বরের প্রতি অতুলনীয় ভালবাসা প্রকাশ করে, যোহন ১৪:৩০,৩১।

চতুর্থত, এই রক্তের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য অতুলনীয় ভালবাসা প্রকাশিত হয়েছে। যে যাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসা করে, তার সাথে সে কখনো প্রবঞ্চনা করতে পারে না, যোহন ১৪:১৩-১৫।

পঞ্চমত, এর মধ্য দিয়ে যে কোন ধরনের পার্থিব স্বার্থ বা সুবিধার প্রতি প্রভু যীশুও অনাগ্রহের বিষয়টি প্রকাশ পায়। কোন প্রবঞ্চক ও ছলনাকারী ব্যক্তি কখনোই নিজের এমন নৃশংস ও ভয়ঙ্কর মৃত্যুবরণ মেনে নিতে পারবে না, যোহন ১৮:৩৬।

ষষ্ঠত, এই রক্ত খ্রীষ্টের শিষ্য ও প্রেরিতদেরকে তাঁর জন্য কষ্টভোগ ও মৃত্যুবরণ করার জন্য নিরুৎসাহিত না হওয়ার প্রেরণা যোগায়। কোন প্রবঞ্চক ব্যক্তি তার অনুসারীদেরকে প্রভু যীশুও মত এমন করে নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করতে আহ্বান জানাবে না। *আমার জন্য লোকেরা তোমাদেরকে ঘৃণা করবে। লোকে তোমাদেরকে সমাজ থেকে বের করে দেবে; এমন কি, সময় আসছে, যখন যে কেউ তোমাদেরকে হত্যা করে, সে মনে করবে, আমি ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনারূপ উৎসর্গ করলাম*, যোহন ১৬:২। তিনি তাঁর শিষ্যকে প্রায়শই তাঁর দুঃখভোগে অংশ নিতে এবং তাঁর জন্য দুঃখভোগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন: *অতএব এসো, আমরা তাঁর দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরে তাঁর কাছে গমন করি*, ইব্রীয় ১৩:১৩। এর মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, খ্রীষ্টের রাজ্য এই পৃথিবীর নয়।

সপ্তমত, তাঁর রক্তের মধ্য দিয়ে যে মঙ্গল সাধিত হয় ও যে অধিকার অর্জিত হয়, তা সুস্পষ্টভাবে এ কথাই প্রকাশ করে যে, তিনি এই পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা।

অষ্টমত, তাঁর নিজ শেষ ভোজের মধ্য দিয়ে তা সুস্পষ্টভাবে তাৎপর্যকৃত ও সীলমোহরকৃত হয়েছে: *এ আমার রক্ত, নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্য, পাপ ক্ষমার জন্য ঢেলে দেওয়া হয়*, মথি ২৬:২৮।

এরাই পৃথিবীর মানুষের কাছে সাক্ষী। এভাবেই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, তাঁর কাজ ও তাঁর শিক্ষার সত্যতার প্রমাণস্বরূপ সাক্ষ্য আমরা পাই। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি এই সকল সাক্ষ্য অস্বীকার ও অবজ্ঞা করবে, তাকে ঈশ্বরের আত্মার প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকারী বলে গণ্য করা হবে। তার পাপের কোন ক্ষমা হবে না। এই তিন সাক্ষীকে এক করে না দেখানো হলেও, তাদের বক্তব্য ও উদ্দেশ্য এক। তাদের সাক্ষ্য দানের বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য এক। স্বর্গে ও পৃথিবীতে যারা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তারা একই বিষয়ে ও এক সুরে গলা মিলিয়ে সাক্ষ্য

দিচ্ছেন।

গ. প্রেরিত যোহন উপযুক্তভাবেই এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন: *আমরা যদি মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য তার চেয়েও বড়; ফলত ঈশ্বরের সাক্ষ্য এই যে, তিনি আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন*, পদ ৯। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. এই সকল সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মতবাদ ও ধারণা সম্পর্কে বক্তব্য। *ঈশ্বরের সাক্ষ্য এই*, যে সাক্ষ্য ঈশ্বর তাঁর নিজ পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে দিয়েছেন। এই সাক্ষ্য পবিত্র শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অন্য সকল সাক্ষ্যে সত্যায়ন করে এবং পুত্র সম্পর্কে পিতার সকল বক্তব্যের ভিত্তি নিরূপণ করে। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রদত্ত সমস্ত সাক্ষ্য সমর্থন করেছেন ও সত্য বলে ঘোষণা করেছেন।

২. এই সাক্ষ্যের কর্তৃত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা; যা ক্ষুদ্রতর থেকে বৃহত্তর সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্দেশ করে: আমরা যদি মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করিন্থীয় (যে ধরনের সাক্ষ্য মানুষের সত্যায়ন দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক), তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য তার চেয়েও বড়। ঈশ্বর নিজেই সত্য, কাজেই তাঁর সাক্ষ্যও সত্য এবং অব্যর্থ।

৩. বর্তমান সময়ে এই নিয়মের প্রয়োগ: *ফলত ঈশ্বরের সাক্ষ্য এই যে, তিনি আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন*। এই সাক্ষ্য ঈশ্বর দিয়েছেন পিতা হিসেবে এবং সেই সাথে পবিত্র আত্মা হিসেবে; আর এই সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে তাঁরা পুত্রের সপক্ষে সাক্ষ্য দান করেছেন। যে ঈশ্বর কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না, তিনিই এ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ ও নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, যীশু খ্রীষ্ট তাঁর পুত্র, তাঁর ভালবাসার পুত্র এবং এই পৃথিবীতে তাঁর কার্যকারী। তিনি পুরো পৃথিবীকে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত করার জন্য তাঁর কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি খ্রীষ্টিয় ধর্মের সত্য ও স্বর্গীয় উৎসের সত্যতা নিশ্চিত প্রমাণ করেছেন; আর এটাই ছিল পৃথিবীকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসা ও সম্মিলিত করার একমাত্র অভিষিক্ত পন্থা।

১ যোহন ৫:১০-১৩ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই:-

ক. প্রকৃত খ্রীষ্টানদের সুযোগ ও অধিকার: *ঈশ্বরের পুত্রে যে বিশ্বাস করে, ঐ সাক্ষ্য তার অন্তরে থাকে*, পদ ১০। মানুষকে নিজ পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রশ্নাতীতভাবে যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করতে হবে। তার বাইরে অন্যদের দেখানোর জন্য শুধু এই সাক্ষ্য প্রকাশ পায় না, বরং সেই সাথে তার অন্তরেও যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য অবস্থান করে। সে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, খ্রীষ্ট এবং খ্রীষ্টের সত্য তার আত্মার জন্য কী কর্ম সাধন করেছে এবং তাঁর মাঝে সে কী দেখেছে ও আবিষ্কার করেছে। যেমন:-

১. সে গভীরভাবে তার পাপ, অপরাধ, দুর্দশা ও তার জীবনে একজন পরিত্রাণকর্তার

অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা দেখতে পায়।

২. সে ঈশ্বরের পুত্রের উৎকৃষ্টতা, সৌন্দর্য ও মর্যাদা দেখতে পায় এবং তার সকল আত্মিক অভাব পূরণ ও দুঃখজনক অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তার জীবনে তাঁর অপরিহার্যতা দেখতে পায়।

৩. সে ঈশ্বরের মহান প্রজ্ঞা ও ভালবাসা দেখতে পায়, কারণ ঈশ্বরেরই মহান পরিকল্পনা অনুসারে পরিত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট তাকে মৃত্যু ও নরক থেকে উদ্ধার করেছেন এবং তাকে ক্ষমা, শান্তি ও ঈশ্বরের সাথে সম্মিলন দান করেছেন।

৪. সে খ্রীষ্টের বাক্য ও তাঁর শিক্ষার ক্ষমতাকে অনুভব করেছে এবং তার জীবনের জন্য তা সুস্থতা দানকারী, শান্তি আনয়নকারী ও সান্ত্বনা দানকারী হিসেবে উপলব্ধি করেছে।

৫. সে অনুধাবন করেছে যে, খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ হচ্ছে ঈশ্বরের ভালবাসা আবিষ্কার ও তা প্রদর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। আর তাই এই প্রত্যাদেশ পবিত্র ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা প্রকাশের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।

৬. সে ঈশ্বর হতে খ্রীষ্টের সত্যে জন্মলাভ করেছে, পদ ১। সে একটি নতুন অন্তর ও নতুন স্বভাব লাভ করেছে। তার মধ্যে নতুন ভালবাসা, আনন্দ ও শান্তি প্রকাশ পেয়েছে, যা আগে ছিল না।

৭. তার নিজের সাথে, পাপের সাথে, মাংসিক অভিলাষের সাথে, পৃথিবীর সাথে ও অদৃশ্য মন্দ ক্ষমতার সাথে সে একটি দ্বন্দ্ব আবিষ্কার করেছে, যার জন্য সে খ্রীষ্টের শিক্ষা থেকে শক্তি লাভ করেছে।

৮. সে খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে এমন শক্তি ও কর্তৃত্ব লাভ করেছে যার বলে বলীয়ান হয়ে সে এই পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে ও পরাজিত করতে পারে এবং আরও আত্মিক উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

৯. স্বর্গে মধ্যস্থতাকারী যীশু খ্রীষ্টের ভূমিকা সে আবিষ্কার করেছে এবং সে অনুধাবন করতে পেরেছে যে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ও তাঁর মধ্যস্থতার মধ্য দিয়েই স্বর্গে বিশ্বাসীদের একাগ্র প্রার্থনা গৃহীত হয় ও তার উত্তর দান করা হয়।

১০. তাকে এক জীবন্ত প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে নতুন করে জন্ম দান করা হয়েছে। সে ঈশ্বরের পবিত্রতায়, তাঁর মঙ্গল-কামনা ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এবং এতে করে সে মানবীয় চেতনা, মৃত্যু ও নরকের আতঙ্কের উপর বিজয় লাভ করেছে। ফলশ্রুতিতে সে লাভ করেছে অনন্ত জীবন ও অমরত্বের সুনিশ্চয়তা এবং পবিত্র আত্মার অপরিমেয় অনুগ্রহ।

সুসমাচারে বিশ্বাস স্থাপনকারী ব্যক্তি নিজেই এই সকল নিশ্চয়তা লাভ করবে। তার ভেতরে খ্রীষ্টের উপস্থিতি দেখা দেবে এবং সে খ্রীষ্টের পূর্ণতায় ও যথার্থতায় বৃদ্ধি পাবে, তথা স্বর্গীয় জীবন ধারণের জন্য খ্রীষ্টের প্রতিকৃতি হিসেবে গড়ে উঠবে।

খ. অবিশ্বসীদের বিশ্বাসহীনতা আরও পাপের জন্ম দেয়: *ঈশ্বরের উপরে যে বিশ্বাস না করে, সে তাঁকে মিথ্যাবাদী করেছে*। সে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের সাক্ষ্যকে অস্বীকার করে এবং তা অবিশ্বাস্য বলে সাব্যস্ত করে; *কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা সে বিশ্বাস করে নি*, পদ ১০। ঈশ্বর বহু কথা ও কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা পবিত্র শাস্ত্রে প্রমাণ করেছেন। তাঁর এই সত্য সমগ্র মানব জাতির জন্য খাঁটি, পবিত্র, স্বর্গীয় ও নিষ্কলুষ সত্য, যা প্রত্যেকের জীবনে গ্রহণ করা আবশ্যক। কাজেই খ্রীষ্টকে যে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, বা যীশু খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র, বা ঈশ্বর যে তাঁর পুত্রকে পৃথিবীর মানুষকে পাপ ও বিপথগামিতা থেকে উদ্ধার করতে পাঠিয়েছিলেন, এ সমস্ত কথা যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে না, সে প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য মিথ্যা বলে সাব্যস্ত করে। সেই ব্যক্তি নিজেই মিথ্যার জনক।

গ. এই সকল স্বর্গীয় সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু, মূল বক্তব্য বা উপাদান সমস্তই যীশু খ্রীষ্টকে কেন্দ্র করে আবর্তিত: *আর সেই সাক্ষ্য এই যে, ঈশ্বর আমাদেরকে অনন্ত জীবন দিয়েছেন এবং সেই জীবন তাঁর পুত্রের মধ্যে আছে*, পদ ১১। এটাই সমগ্র সুসমাচারের মূল সুর। ছয় সাক্ষীর প্রত্যেকের বক্তব্যে তাঁরই সাক্ষ্য দান করা হয়েছে।

১. *ঈশ্বর আমাদেরকে অনন্ত জীবন দিয়েছেন*। তিনি তাঁর অনন্তকালীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জীবনের পরিকল্পনা সাধন করেছেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য সমস্ত মাধ্যম প্রস্তুত করেছেন। তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য এই পরিকল্পনা সাধন করেছেন। যারা ঈশ্বরের পুত্রের উপরে বিশ্বাস করেছে এবং তাঁকে পরিত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা এই অনন্ত জীবনের চুক্তির অংশীদার হবে।

২. *সেই জীবন তাঁর পুত্রের মধ্যে আছে*। পুত্র নিজেই জীবন। তাঁর শিক্ষা, তাঁর কাজ ও তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় এই অনন্ত জীবনের আস্বাদ, যোহন ১:৪; ১ যোহন ১:২। তিনি আমাদের জন্য অনন্ত জীবন, আমাদের আত্মিক ও গৌরবময় জীবনের উৎসধারা, কলসীয় ৩:৪। তাঁর কাছ থেকেই আমরা এই পৃথিবীতে ও স্বর্গে জীবন লাভ করি। এই প্রেক্ষিতে আমরা দেখি:-

(১) *পুত্রকে যে পেয়েছে, সে সেই জীবন পেয়েছে*, পদ ১২।। যে পুত্রের সাথে যুক্ত হয়েছে, সে জীবনের সাথে যুক্ত হয়েছে। যে ঈশ্বরের পুত্রকে স্বীকৃতি জানিয়েছে, সে তার নিজ অনন্ত জীবন নিশ্চিত করেছে। এমনই সম্মান পিতা তাঁর পুত্রের উপরে জ্ঞাপন করেছেন। পুত্রকে যদি আমরা অন্তরে ধারণ করি, তাহলে আমরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করব।

(২) *ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায় নি, সে সেই জীবনও পায় নি*, পদ ১২। সে আবদ্ধ থাকে ব্যবস্থার অভিযুক্ততার অধীনে (যোহন ৩:৩৬)। যে পুত্রকে অস্বীকার করে, যিনি স্বয়ং অনন্ত জীবন এবং জীবনের উৎস ও পথ, সে ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করে। ঈশ্বরের তখন তাকে অনন্ত মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করেন, যেহেতু ঈশ্বর তাঁর পুত্র সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন সেই সাক্ষ্যে সে বিশ্বাস করে নি।

ঘ. বিশ্বাসীদের কাছে প্রেরিত যোহন এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দানের যুক্তি প্রদর্শন।

১. তাদের সন্তুষ্টি ও সান্ত্বনার জন্য: *তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করেছে, আমি তোমাদের এসব কথা লিখলাম, যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ,* পদ ১৩। এই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ ও সমস্ত সাক্ষীর বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য। যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করে তারা প্রত্যেকে এই সাক্ষ্য অন্তরে ধারণ করে। ঈশ্বর এই সাক্ষ্যদানকারীর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি করছেন! পৃথিবীর মানুষের জন্য স্বর্গ কর্তৃক অনুপ্রাণিত সাক্ষ্য বহনকারীরা প্রতিনিয়ত সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছেন। এরা প্রত্যেকেই স্বর্গের তিন সাক্ষীর বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করছেন। এই সকল বিশ্বাসী অনন্ত জীবন লাভ করবে। তারা সুসমাচারের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ায় এই মহান অনুগ্রহ লাভ করবে। এরাই স্বীকৃত হবে পরিত্রাণের প্রথমজাত সন্তান হিসেবে। যোহনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাঁর এই সকল বক্তব্যের মধ্য দিয়ে যেন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী সমাজ অগ্রগামী হয়, উৎসাহী হয়, সান্ত্বনা পায় ও বিশ্বাসে অবিচল হয়। তাদের দায়িত্ব পবিত্র শাস্ত্রের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করা, যা তাদের সান্ত্বনা দান ও পরিত্রাণ সাধনের জন্যই রচিত হয়েছে।

২. তাদের পবিত্র বিশ্বাসের নিশ্চয়তা স্থাপন ও তাতে আরও বৃদ্ধি লাভের জন্য: *তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করেছ,* তোমরা যেন এই বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে স্থির থাকতে পার। বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই বিশ্বাসে টিকে থাকতে হবে, নতুবা তারা কিছুই করতে পারবে না। ঈশ্বরের পুত্রের নামের উপর থেকে বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হচ্ছে নিজ অনন্ত জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা এবং অনন্ত নরকে প্রবেশ করা। এই কারণে প্রত্যেক বিশ্বসীকে অবশ্যই তার বিশ্বাসের ফল প্রকাশের জন্য উৎসাহ দান করা এবং শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

১ যোহন ৫:১৪-১৭ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. খ্রীষ্টতে বিশ্বাস করার কারণে প্রাপ্ত সুযোগ, আর তা হচ্ছে প্রার্থনা শ্রবণ: *আর তাঁর উদ্দেশে আমরা এই সাহস পেয়েছি যে, যদি তাঁর ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শোনেন,* পদ ১৪। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদেরকে যে কোন পরিস্থিতিতে আমাদের যে কোন চাওয়া ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন। তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের সকল আবেদন ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপিত ও গৃহীত হয়। আমাদের প্রার্থনার মূল বিষয়বস্তু গ্রহণযোগ্য হতে হলে তা অবশ্যই ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। তাঁর মহিমা ও গৌরবের বিরোধী বা আমাদের নিজ স্বার্থ লঙ্ঘন করে এমন কোন কিছু তাঁর কাছে চাইলে হবে না। আমাদেরকে তাঁর প্রতি একান্তভাবে নির্ভরশীল হতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা এই আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারব যে, বিশ্বাসের দ্বারা কৃত প্রার্থনা স্বর্গে শ্রবণ করা হবে।

খ. এই মহা সুযোগের কারণে আমরা যে সুফল লাভ করতে পারি: *আর যদি জানি যে, আমরা যা যাচঞা করি, তিনি তা শুনেন তবে এও জানি যে, আমরা তাঁর কাছে যা যাচঞা করেছি তার সবই পেয়েছি*, পদ ১৫। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে পবিত্র অন্তর নিয়ে যাচঞা করে, তার উদ্ধার, তার প্রতি প্রদত্ত দয়া ও অনুগ্রহ সবই মহিমান্বিত। ধার্মিক ব্যক্তির যাচঞা শ্রবণ করার অর্থ তা গৃহীত হওয়া। ফলে সে একাধারে ঈশ্বরের কাছে গৃহীত, ক্ষমাপ্রাপ্ত, সান্ত্বনাপ্রাপ্ত ও পরিত্রাণপ্রাপ্ত হবে।

গ. অন্যদের পাপের বিষয়ে প্রার্থনায় নির্দেশনা দান: *যদি কেউ আপন ভাইকে এমন পাপ করতে দেখে যা মৃত্যুজনক নয়, তবে সে যাচঞা করবে এবং ঈশ্বর তাকে জীবন দেবেন– যারা মৃত্যুজনক পাপ করে না, তাদেরকেই দেবেন। মৃত্যুজনক পাপ আছে, সেই বিষয়ে আমি বলি না যে, তাকে বিনতি করতে হবে*, পদ ১৬। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. আমাদেরকে নিজেদের পাশাপাশি অন্যদের জন্যও প্রার্থনা করতে হবে: আমাদের সমগ্র মানব সমাজের জন্য, যেন তারা আলোকিত হয়, মন পরিবর্তন করে এবং পরিত্রাণ পায়। আমাদের সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ভাইদের জন্য, যেন তারা আন্তরিক হয়, তাদের পাপ যেন ক্ষমা করা হয় এবং তারা যেন শয়তানের কবল থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের শাস্তি থেকে রেহাই পায় ও যীশু খ্রীষ্টতে জীবন পায়।

২. পাপের প্রবণতা ও অপরাধবোধের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে: *মৃত্যুজনক পাপ আছে* (পদ ১৬), *আর এমন পাপ আছে, যা মৃত্যুজনক নয়*, পদ ১৭।

(১) *মৃত্যুজনক পাপ আছে*। প্রতিটি পাপরই ন্যায্য শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু। পাপের *বেতন মৃত্যু*; এবং *বাস্তবিক যারা ব্যবস্থার কাজ অবলম্বন করে তারা সকলে অভিশাপের অধীন*, গালাতীয় ৩:১০। কিন্তু মৃত্যু ঘটায় এমন পাপ যেমন আছে, তেমনি মৃত্যু অনিবার্য নয় এমন পাপের আছে।

(২) *এমন পাপ আছে, যা মৃত্যুজনক নয়*। সুস্পষ্টভাবে এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে স্বর্গীয় বিধান বা মানবীয় বিধানে উল্লিখিত সমস্ত পাপ। মানবীয় বিধানে রয়েছে পার্থিব জীবন যাপনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সকল আইন-কানুন এবং স্বর্গীয় বিধানের মাঝে রয়েছে আত্মিক সুসমাচার পরিচালিত জীবন।

[১] এমন অনেক পাপ রয়েছে যা মানবীয় নৈতিকতার আইন অনুসারে অপরাধ, যা মৃত্যুর যোগ্য নয়। এর বিপরীতে রয়েছে এমন অনেক পাপ বা অপরাধ যার শাস্তি একান্তভাবেই মৃত্যুদণ্ড, যেমন রাজদ্রোহিতা।

[২] এমন অনেক পাপ রয়েছে যা স্বর্গীয় বিধান অনুসারে মৃত্যুর যোগ্য; সেগুলো হতে পারে মাংসিক প্রেক্ষিতে বা আত্মিক সুসমাচারীয় প্রেক্ষিতে।

প্রথমত, এমন অনেক পাপ রয়েছে যার শাস্তি মাংসিক মৃত্যু। এ ধরনের পাপের মধ্যে থাকতে পারে লোভ বা ভণ্ডামি, যেমনটা করেছিল অননিয় ও সাফীরা; কিংবা অভিযুক্ত

বিশ্বাসদারেরা, যাদের জন্য প্রেরিত পৌল বলেছিলেন, *এই কারণে তোমাদের মধ্যে অনেক লোক দুর্বল ও অসুস্থ আছে এবং অনেকে মারাও গেছে*, ১ করিন্থীয় ১১:৩০। এই পৃথিবীয় যারা শাস্তি ভোগ করেছে, তাদেরও অনেকে স্বর্গীয় মাংসিকতা পাপের দোষে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে। সুসমাচার অনুসারে স্বর্গীয় বিচার ব্যবস্থায় খ্রীষ্টের দেহের অধিকাংশ সদস্যের জন্য সবচেয়ে দৃশ্যনীয় ও মারাত্মক পাপের জন্য শাস্তিস্বরূপ মৃত্যুকে অবধারিত করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন পরিবর্তন ও পুনঃসম্মিলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; *কেননা প্রভু যাকে ভালবাসেন, তাকেই শাসন করেন, সন্তান হিসেবে যাকে গ্রহণ করেন, তাকেই শাস্তি দেন*, ইব্রীয় ১২:৬। শাস্তি কতটুকু পরিমাণে প্রদান করা হবে তা নির্ধারণের জন্য স্বর্গীয় প্রজ্ঞা ও দয়া বড় একটি ভূমিকা পালন করে। অনেক ক্ষেত্রে কাউকে বড় ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়, যেন অন্যরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত, এমন অনেক পাপ আছে যার শাস্তি রয়েছে যার শাস্তি আত্মিক মৃত্যু। যারা আত্মিক ও সুসমাচার ভিত্তিক জীবনের সম্পূর্ণ বিরোধী ও অশুচিতায় নিমজ্জিত, যাদের ভেতরে রয়েছে কৃত অপরাধ ও পাপের জন্য চূড়ান্ত অনমনীয়তা ও মন পরিবর্তনের অনীহা, তারাই এ ধরনের মৃত্যুর যোগ্য। চূড়ান্তভাবে বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করার ফলে অব্যর্থভাবে নেমে আসে আত্মিক মৃত্যু। চূড়ান্ত বিশ্বাসহীনতা ঈশ্বরের আত্মা, তাঁর সাক্ষ্য, যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচার এবং স্বর্গীয় সত্যের সার্বজনীন আলো ও বিশ্বসনীয় সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা বোঝায়। এ ধরনের পাপ চূড়ান্তভাবে অনন্তকালীন মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসে।

ঘ. প্রার্থনার উদ্দেশ্য জীবন লাভ। এই জীবনের জন্য ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করতে হবে। তিনি জীবনদাতা ঈশ্বর। তিনি যখন খুশি এবং যাকে খুশি এই জীবন দেন। অনন্ত জীবন লাভ সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের মহান প্রজ্ঞা ও তাঁর অনুগ্রহের আত্মার উপর নির্ভর করে। কাজেই একজন বিশ্বাসী ভাই যখন পাপে পতিত হয়, তখন আমরা তার জন্য প্রার্থনা করতে পারি যেন ঈশ্বর তার পাপ ক্ষমা করে দেন, তাঁর অনুগ্রহে যেন সেই বিশ্বাসী ভাই মন পরিবর্তন করেন এবং ঈশ্বর যেন তাকে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করার অনুমতি দেন। আমরা বিশ্বাস ও প্রত্যাশায় তার আত্মার উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করতে পারি। কিন্তু যে পাপ মৃত্যুর যোগ্য, সেই পাপের প্রেক্ষিতে প্রার্থনা করলে তা কোন ফল বয়ে আনবে না এবং এ ধরনের প্রার্থনা করার জন্য আমাদেরকে কোন ধরনের উৎসাহও দেওয়া হচ্ছে না। সম্ভবত প্রেরিত যোহনের বক্তব্য, *আমি বলি না যে, তাকে বিনতি করতে হবে* – এর অর্থ ব্যাপকভাবে এই: “এই ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য আমার কোন প্রতিজ্ঞা নেই; বিশ্বাসের প্রার্থনার জন্য এতে কোন ভিত্তি নেই।”

১. শৃঙ্খলা রক্ষাকারী আইন অবশ্যই কার্যকর করতে হবে, যেন তা মানব জাতির সুরক্ষা ও মঙ্গল সাধন করে। এমন কি একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ভাইও যদি আইন ভঙ্গ করে তাহলে তাকে অবশ্যই সংশোধনের জন্য প্রকাশ্য বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, সেই সাথে সে ঈশ্বরের করুণা ও দয়া ভিক্ষাও করতে পারবে।

২. সুসমাচার ভিত্তিক শাস্তি বিমোচন (যেমনটা বলা হয়ে থাকে) বা মৃত্যু রোধ (যা কোন

কোন পাপের জন্য অবশ্যম্ভাবী) করার জন্য প্রার্থনা করা যেতে পারে কেবল নির্দিষ্ট কিছু পরিপ্রেক্ষিতে। যদি তা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, ইচ্ছা ও গৌরবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে প্রার্থনা করা উপযুক্ত হবে।

৩. যারা ইচ্ছাকৃতভাবে অনুতাপ করে নি ও বিশ্বাস করে নি, তাদের জন্য প্রার্থনা করা সঙ্গত নয়। একমাত্র নিজেদের মন পরিবর্তন, অনুতাপ, পাপ স্বীকার ও বিশ্বাস করার মধ্য দিয়ে তারা ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা পেতে পারে। তবে আমরা এই প্রার্থনা করতে পারি যে, তারা যেন নিজে থেকে মন পরিবর্তন ও পাপ স্বীকার করে।

৪. যদি কেউ পবিত্র আত্মার বিপক্ষে ঈশ্বর-নিন্দা করে ও ক্ষমার অযোগ্য পাপ করে, তাহলে তাদের জন্য আদৌ প্রার্থনা করার কোন প্রয়োজন নেই; কারণ তারা খ্রীষ্টিয় ধর্মের মূল সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং ঈশ্বর এ ধরনের পাপ ক্ষমা করেন না। তাদের জন্য *কেবল থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা এবং বিপক্ষদেরকে গ্রাস করতে উদ্যত আগুনের প্রচণ্ডতা*, ইব্রীয় ১০:২৭। আর এই ধরনের পাপ হচ্ছে একান্তভাবে মৃত্যুজনক পাপ।

৫. এর আগে প্রেরিত যোহন এই মত ব্যক্ত করছেন যে, এমন পাপ আছে যা মৃত্যুজনক নয়। ঠিক তেমনি ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এখানে বলছেন যে, *সমস্ত অধার্মিকতাই পাপ* (পদ ১৭)। কিন্তু যদি সমস্ত অধার্মিকতাই মৃত্যু বয়ে নিয়ে আসতো (যেহেতু আমাদের সকলেরই ঈশ্বর বা মানুষের, বা উভয়ের প্রতি কোন না কোন অধার্মিকতার কাজ রয়েছে, আমাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অবহেলা রয়েছে), তাহলে আমরা সকলেই মৃত্যুর বশবর্তী হয়ে পড়তাম, আর যেহেতু প্রকৃত সত্য তা নয় (প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে জীবনের অধিকার লাভ করে) সে কারণে এমন অনেক পাপ ও অধার্মিকতা রয়েছে যা মৃত্যু ঘটায় না। যদিও ক্ষমার যোগ্য কোন পাপ নেই (সাধারণ দৃষ্টিতে ও বিবেচনায়), তথাপি পাপ ক্ষমা করা যায়, যদি সেই পাপের জন্য অনন্ত মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী না হয়। যদি তা-ই হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে ক্ষমাপ্রাপ্ত পাপী আর পাপী বলে গণ্য হবে না এবং সেই একই প্রসঙ্গে তার আর বিচার হবে না। সুসমাচারের আইন ও চুক্তির অধীনে পাপের কারণে সৃষ্ট অপরাধ মাত্রা ভেদে মোচিত, সংক্ষেপিত ও প্রশমিত হয়।

১ যোহন ৫:১৮-২১ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অধিকার ও সুযোগের পুনরাবৃত্তি।

১. তাদেরকে পাপের বিপক্ষে সুরক্ষিত করা হবে। পাপ ও অপরাধবোধ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না: *আমরা জানি, যে কেউ ঈশ্বর থেকে জাত সে পাপ করে না*, পদ ১৮। ধার্মিকতা ও পবিত্রতায় পূর্ণ আত্মা কখনো পাপ করতে পারে না, যে কাজ করে নতুন জন্ম লাভ করে নি এমন লোকেরা (যেমনটা বলা হয়েছে ১ যোহন ৩:৬,৯ পদে)। এ কারণে পাপ থেকে সুরক্ষিত বিশ্বাসীরা মৃত্যুর কবল থেকে সুরক্ষিত থাকে; যা অব্যর্থভাবে মৃত্যু

ডেকে আনে এমন পাপে তারা পতিত হয় না। তারা পরিণত হয় এক নতুন মানুষে। তাদের মাঝে স্বর্গীয় আত্মার অবস্থান থাকে, যা তাদেরকে পাপে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে।

২. তারা শয়তানের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকে: *কিন্তু যে ঈশ্বর থেকে জাত সে নিজেকে রক্ষা করে এবং সেই শয়তান তাকে স্পর্শ করে না*, পদ ১৮। শয়তান তাকে স্পর্শ করে না, তথা মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না। এটি কেবল তাদের নতুন জন্ম লাভের একটি বৈশিষ্ট্য নয়, বরং সেই সাথে তা তাদের পুনর্জন্ম লাভের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের নির্দেশক। পবিত্র আত্মার নতুন জন্মলাভের মধ্য দিয়ে তারা মৃত্যুর শীতল স্পর্শ থেকে সুরক্ষিত থাকে। আত্মিক মৃত্যুর হুল, শয়তানের প্রধান চাতুরি ও অস্ত্র তাদের আর কোন ক্ষতি করতে পারে না। তারা আর কখনো চিরস্থায়ী মৃত্যুতে পতিত হয় না।

৩. ঈশ্বরের আনুকূল্যে তারা চিরকাল বসতি করে, যা এই পার্থিব জীবনের বিপরীত: *আমরা জানি যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান; আর সমস্ত পৃথিবী সেই শয়তানের মধ্যে শুয়ে রয়েছে*, পদ ১৯। মানুষ দুটি শক্তির আওতার মাঝে অবস্থান করছে, যার একটি ঈশ্বরের পবিত্র শক্তি ও আরেকটি শয়তানের মন্দ শক্তি। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের আওতাভুক্ত, তাঁর অধীনতার অন্তর্গত। তারা ঈশ্বর হতে, ঈশ্বরের জন্য ও ঈশ্বরের প্রতি জাত। ইস্রায়েলের সেই আদি ঈশ্বরই তাদেরকে বিশ্বাসী সমাজের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ও তাদেরকে নিজ রাজ্যের নাগরিক করেছেন। অপরদিকে, সমস্ত পৃথিবী, অর্থাৎ বিশ্বসীগণ ব্যতীত অবশিষ্ট পৃথিবী অবস্থান করছে শয়তানের মাঝে। শয়তান নিজে এই পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করছে, তাই পৃথিবীর সর্বত্র শয়তানের অনাচার-অবিচারে ভরপুর। এই পৃথিবী স্বর্গীয় পবিত্র রাজ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই পৃথিবীতে রয়েছে শয়তানের রাজ্য ও রাজত্ব। সে সকল অরাজকতার নেতৃত্ব দানকারী। সে নিজেকে এই পৃথিবীর প্রভু বলে প্রচার করে। শয়তান তার নিজ অবধারিত ধ্বংস ও পতন সম্পর্কে জেনেও ঈশ্বরের পায়ে নিজেকে সমর্পণ না করে ক্রমাগতভাবে তাঁর বিরোধিতা করে চলেছে, যা একান্তই বিস্ময়কর! শয়তান ও তার সকল অনুসারীর প্রতি ঈশ্বরের শাস্তি কত না ভয়ঙ্কর হবে!

৪. প্রকৃত বিশ্বাসীরা সত্য ও চিরন্তন ঈশ্বরের জ্ঞানে পরিপূর্ণ: *আর আমরা জানি যে, ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন এবং আমাদেরকে এমন বুদ্ধি দিয়েছেন, যাতে আমরা সেই সত্যময়কে জানি*, পদ ২০। ঈশ্বরের পুত্র আমাদের পৃথিবীতে এসেছেন এবং আমরা তাঁকে দেখেছি, আর আমরা তাঁর প্রতি সত্যায়নকৃত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের মধ্য দিয়ে তাঁকে জেনেছি। তিনি নিজেকে আমাদের সামনে সত্য ঈশ্বর হিসেবে প্রকাশ করেছেন (যা আমরা দেখি যোহন ১:১৮ পদে), এবং তিনি আমাদের অন্তরও উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যেন আমরা তাঁর প্রত্যাদেশ উপলব্ধি করতে পারি। তাঁর মহান সাক্ষ্য দ্বারা আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর। তাঁর জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে আমরা দেখতে পাই যে, তিনি পবিত্র, সর্বময় ক্ষমতাশালী ও নিখুঁত। জীবন্ত ঈশ্বরের মহত্ব, সৌন্দর্য ও প্রাচুর্য এক কথায় অতুলনীয়, সর্ব শ্রেষ্ঠ ও চিরন্তন। তিনিই সেই ঈশ্বর, যিনি মোশির মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতিকে প্রতিজ্ঞাত দেশে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যিনি আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সাথে

তাঁর রাজ্যের চুক্তি সাধন করেছিলেন, যিনি সিনাই পর্বতে দশ আজ্ঞা প্রদান করেছিলেন এবং যিনি অযিহূদীদেরকে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন ও তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর ভালবাসা ও অনুগ্রহ, তাঁর বিচার ও সম্ভ্রমের মধ্য দিয়ে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, তিনি জীবন্ত ও সত্য ঈশ্বর। ঈশ্বরকে প্রকৃতভাবে জানতে পারা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁকে চিনতে পারা এক অপার আনন্দের বিষয়।

৫. ঈশ্বর ও তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীদের এক আনন্দময় সম্মিলন সাধিত হবে: *এবং আমরা সেই সত্যময়ে, তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টে আছি; তিনিই সত্যময় ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবন*, পদ ২০। এই পুত্রই আমাদেরকে পিতার কাছে নিয়ে এসেছেন এবং আমরা তাঁদের ভালবাসা ও অনুগ্রহে, প্রতিজ্ঞায় ও সহভাগিতায় এক হয়েছি। তাঁদের আত্মায় যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা স্বর্গীয় ত্রিত্বের সাথে সম্মিলনে একতাবদ্ধ হয়েছি; আত্মিকভাবে আমরা মিলিত হয়েছি। এর মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি যে, সত্যময় ঈশ্বরের সাথে সম্মিলিত হওয়া ও অনন্ত জীবনের অংশীদার হওয়ার সম্মান ও মর্যাদা কতখানি। এই পুত্র ও পিতা উভয়েই সত্যময় ঈশ্বর ও অনন্ত জীবন (যেমনটা দেখা যায় যোহন ১:১ এবং ১ যোহন ১:২ পদে)। এ কারণে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র ঈশ্বরের সাথে সম্মিলিত হওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা সত্যময় ঈশ্বরের সাথে সম্মিলিত হই এবং অনন্ত জীবন লাভ করি।

খ. প্রেরিত যোহনের সমাপনী বক্তব্য: “সন্তানেরা” (যার মূল ভাব প্রকাশ পায় এভাবে, *প্রিয় সন্তানেরা*), “তোমরা মূর্তিগুলো থেকে নিজেদের দূরে রাখ,” পদ ২১। যেহেতু আমরা সত্যময় ঈশ্বরকে জেনেছি ও তাঁর সাথে সম্মিলিত হয়েছি, সে কারণে তাঁর বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী সমস্ত কিছু থেকে তাঁর জ্যোতি ও তাঁর ভালবাসা আমাদেরকে সুরক্ষিত রাখুক। এই পৌত্তলিক ও অধার্মিক পৃথিবীর কাছ থেকে আমাদের নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে। তারা সেই ঈশ্বরের সাথে কোনভাবেই তুলনীয় নয়, যাঁর সেবা আমরা করে থাকি। আমাদের ঈশ্বর বর্ণনার অতীত এক আত্মা এবং তিনি অন্য কারও উপাসনা বা পূজার কারণে অপমানিত হন। ঈশ্বরের স্থানে অন্য কাউকে আমাদের উপাসনার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। ঈশ্বর তাঁর স্থানে অন্য কাউকে বরদাস্ত করেন না। এ কারণে আমাদের নিজ নিজ মাংসিক দেহকে ক্রুশবিদ্ধ করে এই পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে এবং এক ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনার পাত্র হিসেবে স্থান দেওয়া চলবে না। যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র উপাসনার যোগ্য সদাপ্রভু। তিনি এই পুরো পৃথিবীর ও আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং অধিকর্তা। তিনি আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য নিজ পুত্রকে প্রেরণ করেছেন, তিনি আমাদেরকে কাছে সুসমাচার দিয়েছেন, তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেছেন, আমাদেরকে তাঁর পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মে নতুন জন্ম দান করেছেন এবং পরিশেষে আমাদেরকে অনন্ত জীবন দান করেছেন। বিশ্বাসে, ভালবাসায় ও নিরবিচ্ছিন্ন বাধ্যতায় সব সময় তাঁর সাথে যুক্ত থাকাটা আমাদের কর্তব্য। এ কারণে আমাদের অন্তর ও আত্মা থেকে ঈশ্বরকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন যে কোন কিছু আমাদেরকে বর্জন করতে হবে। জীবন্ত ও সত্যময় এই ঈশ্বরের গৌরব ও কর্তৃত্ব চিরকাল বিরাজ করুন। আমেন।

যোহনের লেখা দ্বিতীয় পত্র

ভূমিকা

এখানে আমরা একটি ক্যাননীয় পত্র দেখতে পাই, যেটি শুধু যে একজন একক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য লেখা হয়েছে তাই নয়, এটি একজন নারীকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। প্রশ্ন হয়তো উঠতেও পারে, কেন এই পত্রটি একজন পুরুষকে লেখা হল না? সুসমাচারের প্রত্যাদেশ, সুযোগ ও সম্মান লাভের ক্ষেত্রে কোন নারী পুরুষের ভেদাভেদ নেই। উভয়েই যীশু খ্রীষ্টতে এক। আমাদের প্রভু স্বয়ং তাঁর মর্যাদাকে বড় করে না দেখে একজন সামান্য শমরীয় নারীর সাথে কথা বলেছেন, যেন এর মধ্য দিয়ে তিনি তাকে জীবনের ঝর্ণাধারা দেখাতে পারেন। যখন তিনি ক্রুশের উপরে নিজেকে সমর্পণ করলেন, সে সময়েও তিনি তাঁর মুমূর্ষু অবস্থায় কম্পিত ঠোঁটে তাঁর অনুগ্রহপ্রাপ্ত মায়ের যত্ন নেওয়ার জন্য তাঁর প্রিয়তম শিষ্যকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর এর মধ্য দিয়েই তিনি ভবিষ্যতের সমস্ত নারী শিষ্যের জন্য প্রত্যেককে সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের প্রভু তাঁর কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর প্রথম যার সাথে দেখা করেন তিনিও ছিলেন একজন নারী এবং তিনিই খ্রীষ্টের অন্য সকল শিষ্যের কাছে তাঁর পুনরুত্থানের সংবাদ পৌঁছে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আমরা একজন উদ্যোগী নারী শিষ্য প্রিস্কিল্লার কথা জানতে পারি, যিনি খ্রীষ্টিয় ধর্মের একজন নিবেদিত প্রাণ সেবক ছিলেন। তিনি প্রেরিত পৌলের সেবা করার জন্য এতটাই কষ্টসাধ্য পরিশ্রম করেছেন যে, তাঁকে অনেক সময় তাঁর স্বামীর নামের আগে উল্লেখ করা হয় এবং অযিহূদী মণ্ডলীগুলোর মধ্যে অন্যতম একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খ্রীষ্টিয় ধর্মের একজন আন্তরিক ও সাহসী অনুসারী হিসেবে এই নারীরা স্বর্গীয় কর্তৃত্ব দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন এবং নিজ নিজ কাজের জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন। তাদেরকে একটি প্রৈরিতিক পত্র দ্বারা বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

যোহনের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১

প্রেরিত যোহন এখানে একজন সম্মানিতা ভদ্রমহিলা ও তাঁর সন্তানদের প্রতি সম্ভাষণ জানাচ্ছেন, পদ ১-৩। তিনি তাদের বিশ্বাস ও ভালবাসার জন্য বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন, পদ ৫,৬। তিনি তাদেরকে ছলনাকারী ও ভণ্ড লোকদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন (পদ ৭) এবং নিজেদের বিশ্বাসে অটল থাকার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন, পদ ৮। যারা খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসরণ করে না তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা উচিত তা তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, পদ ১০,১১। এছাড়া ব্যক্তিগত আরও কিছু বিষয়ে কথা বলার পর যোহন

পত্রটি শেষ করেছেন, পদ ১২,১৩।

২ যোহন ১:১-৪ পদ

প্রাচীন অন্য যে কোন পত্রের মতই এই পত্রটিও শুরু করা হচ্ছে সম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। সনাতনী ধর্মীয় অভিবাদনের ভাষা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এবং জীবন ও ভালবাসার প্রকৃত অনুভূতি এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে। আমরা শুরুতেই দেখি:-

ক. সম্ভাষণকারীর পরিচয়, যাঁকে নাম দ্বারা প্রকাশ করা হয় নি, বরং তাঁর চরিত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে: *এই প্রাচীন*। এই সম্বোধনের প্রকাশভঙ্গি, ধরন ও এর মাঝে জড়িয়ে থাকা ভালবাসা আমাদেরকে বোঝায় যে, এই পত্রের লেখক এবং পূর্ববর্তী পত্রের লেখক একই ব্যক্তি, অর্থাৎ প্রেরিত যোহন। তিনি এখন প্রাচীন, যে পরিচয়ে তিনি প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। সম্ভবত তিনিই ছিলেন সর্বশেষ জীবিত প্রেরিত, ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রধান প্রাচীন। ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে যথাযথ সম্মান দেখানোটা ছিল কৃষ্টির অংশ। আর যিনি ঈশ্বরের সুসমাচারের ইস্রায়েলের পরিচর্যাকারী ও প্রাচীন, তাঁর প্রতি কেমন শ্রদ্ধা ও সম্মান জ্ঞাপন করা দরকার তা ব্যাখ্যা করে বলাই বাহুল্য। একজন বৃদ্ধ শিষ্য সম্মানের পাত্র; একজন বৃদ্ধ প্রেরিত ও শিষ্যদের নেতা তার চেয়েও বেশি সম্মানের পাত্র। যোহন ইতোমধ্যে এই পবিত্র পরিচর্যা কাজ সম্পাদন ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি স্বর্গের আস্বাদন পেয়েছেন ও দৃশ্য অবলোকন করেছেন। তিনি তাঁর যুবক বয়সের তুলনায় এখন আরও অনেক বেশি আত্মিকতা ও ধার্মিকতায় পূর্ণ হয়েছেন।

খ. যাকে সম্ভাষণ জানানো হয়েছে – একজন প্রীতিভাজন মহিলা ও তাঁর সন্তানরা: *মনোনীতা মহিলা ও তাঁর সন্তানদের সমীপে*। এই মহিলা তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর জন্মস্থান, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামাজিক অবস্থানের কারণে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। সুসমাচারের মণ্ডলীতে এমন সদস্য থাকাটা খুবই মঙ্গলজনক। নারী ও পুরুষ প্রত্যেককেই খ্রীষ্ট তাঁর ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে তাঁর রাজ্যে আহ্বান জানিয়েছেন। *মনোনীতা মহিলা* বলতে বোঝানো হয়েছে শুধুমাত্র মানুষ কর্তৃক বেছে নেওয়া নয়, বরং ঈশ্বর কর্তৃক বেছে নেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। ঈশ্বরের বেছে নেওয়া মহিলারা যখন মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজে নিযুক্ত হন, তখন তা মণ্ডলীরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। *ও তাঁর সন্তানেরা*; সম্ভবত এই মহিলা ছিলেন বিধবা। তিনি এবং তাঁর সন্তানেরাই ছিলেন পরিবারের একমাত্র সদস্য, যে কারণে প্রেরিত পত্রে এভাবেই তাঁদেরকে সম্বোধন করেছেন। খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকারী হিসেবে পুরো পরিবারকেই ভালবাসা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্বের বিষয়ে শিক্ষা ও নির্দেশনা দেওয়া আবশ্যক। আমরা দেখতে পাই যে, খ্রীষ্টিয় পত্রাবলীতে শিশুদের ও সন্তানদের কথাও সমান গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তাদেরও সমান আত্মিক পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে। একজন মানুষ যাদেরকে ভালবাসে ও যাদের ব্যাপারে চিন্তা করে, অবশ্যই সে নিয়মিত তাদের খোঁজ-খবর রাখবে। এই মহিলা ও তাঁর সন্তানদের জন্য প্রেরিত যোহনের ও অন্যান্য খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল।

১. প্রেরিত যোহনের তরফ থেকে: *যাঁদেরকে আমি সত্যে ভালবাসি*, বা যাঁদেরকে আমি সত্যিই ভালবাসি, যাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ও একাগ্রতার সাথে ভালবাসি। তিনি ছিলেন ভালবাসার পাত্র একজন শিষ্য, যিনি প্রকৃত ভালবাসা কেমন হতে পারে তা জেনেছিলেন। তাই তাঁর প্রভু যাদেরকে ভালবাসতেন, তিনিও তাদেরকে ভালবাসতে শিখেছিলেন।

২. সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী গুণগ্রাহীর তরফ থেকে: *কেবল আমি নই*, *বরং যত লোক সত্য জানে*, *সকলেই ভালবাসে*। স্বর্গীয় গুণাবলী ও মঙ্গলময়তা মানুষকে এতটা পবিত্র করে তোলে যে, তার উজ্জ্বল দ্যুতি চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। সত্য অবশ্যই সকলের জানার বিষয়। যারা খাঁটি ধার্মিকতার চিহ্ন দেখে, তাদের উচিত তার পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া ও তা ঘোষণা করা। এটি ধর্মের প্রতি ও সহ-বিশ্বসীদের প্রতি এক দারুন ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ। এই মহিলা ও তাঁর সন্তানদের প্রতি যোহন তাঁর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে গিয়ে সত্যের প্রতি তাঁদের একনিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন: *সেই সত্যের দরুন* (বা সত্য ধর্মের কারণে), যে সত্য আমাদের মধ্যে বাস করছে এবং অনন্ত*কাল আমাদের সঙ্গে থাকবে*। খ্রীষ্টিয় ভালবাসা আমাদের অপরিহার্য ধার্মিকতার বহিঃপ্রকাশের উপর নির্ভর করে। একজন মানুষ যখন তার নিজের মত একই স্বভাবের কাউকে দেখে, তখন সে তাকে পছন্দ করে। তাই যারা নিজেদেরকে সত্য ও ধার্মিক হিসেবে পরিচয় দিতে ভালবাসে, তাদের উচিত অন্যদের মধ্যে এই একই স্বভাব ও গুণাবলী দেখলে তাদেরকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা করা। প্রেরিত যোহন এবং অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানরা এই মহিলাটিকে ভালবেসেছিলেন, তবে এই ভালবাসার কারণ তাঁর পার্থিব মর্যাদা ও প্রতিপত্তি নয়, বরং তাঁর পবিত্রতা; তাঁর পার্থিব ধন সম্পত্তি নয়, বরং তাঁর খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা। দায়সারা গোছের ধার্মিকতা পালন করলে চলবে না, বরং সত্যিকারের ভক্তি ও পবিত্রতা নিয়ে সকলকে ভালবাসতে হবে। আমাদের অন্তরে ও আমাদের মনে বিশ্বাস ও ভালবাসার সাথে ধর্ম পালনের ইচ্ছা থাকতে হবে। আমরা বিশ্বাস করিন্থীয় যে, যেখানে ধর্ম সত্যিকার অর্থেই একবার আবাস গড়ে, সেখান থেকে আর বিচ্যুত হয় না। আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টিয় ধর্মের চেতনা একবার যদি যথোপযুক্তভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহলে আর তা কখনোই পুরোপুরি নিভবে না: তা *অনন্তকাল আমাদের সঙ্গে থাকবে*।

গ. সম্ভাষণের ভাষা, যা অবশ্যই প্রৈরিতিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ বহন করে: *পিতা ঈশ্বর থেকে এবং সেই পিতার পুত্র যীশু খ্রীষ্ট থেকে সত্যে ও ভালবাসায় অনুগ্রহ*, *করুণা ও শান্তি আমাদের সঙ্গে থাকবে*, পদ ৩। খাঁটি ভালবাসা এই সম্মানিত খ্রীষ্টিয় পরিবারের উপর আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছে; *যাদের আছে তাদেরকে আরও দেওয়া যাবে*। লক্ষ্য করুন:-

১. কার কাছ থেকে এই সকল আশীর্বাদ কামনা করা হল:-

(১) *পিতা ঈশ্বর থেকে*, যিনি সমস্ত অনুগ্রহের ঈশ্বর। তিনিই সমস্ত অনুগ্রহের ঝর্ণাধারা, আর তাই আমাদের সকল অনুগ্রহ, আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ তাঁর কাছ থেকেই চাইতে হবে।

(২) *সেই পিতার পুত্র যীশু খ্রীষ্ট থেকে*। তিনি এই সকল স্বর্গীয় অনুগ্রহেরও স্রষ্টা ও দাতা। তাঁর মহান পরিচয় দ্বারা তাঁকে সবার থেকে আলাদা করা যায় – *সেই পিতার পুত্র*। এমন পুত্র আর কেউ হতে পারবে না, যিনি পিতার সমস্ত গৌরবের উজ্জ্বলতায় নিজেও মহিমান্বিত হয়েছেন, *যিনি যিনি পিতার কাছে ছিলেন ও আমাদের কাছে প্রকাশিত হলেন*, যিনি আমাদের জন্য অনন্ত জীবন নিয়ে এলেন, ১ যোহন ১:২।

২. এই স্বর্গীয় ব্যক্তিদ্বয়ের কাছ থেকে প্রেরিত কী কামনা করছেন:-

(১) অনুগ্রহ: স্বর্গীয় আনুকূল্য ও শুভ কামনা, যা সমস্ত উত্তম বস্তুর উৎসধারা। যে কোন পাপী মরণশীল মানুষের উপরে বর্ষিত আশীর্বাদের একমাত্র কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

(২) করুণা: বিনামূল্যে দত্ত ক্ষমা। যারা ইতোমধ্যে অনুগ্রহে পূর্ণ হয়েছে তাদের অনন্ত ক্ষমা ও করুণা লাভের প্রয়োজন রয়েছে।

(৩) শান্তি: আত্মার শান্তি ও চেতনার শান্ত সমাহিত ভাব। এতে যুক্ত থাকে ঈশ্বরের সাথে সম্মিলনের নিশ্চয়তা, যা আমাদের জন্য আত্মিক নিরাপত্তা ও পবিত্রতায় পূর্ণ সমৃদ্ধি দান করে।

এই সমস্ত বিষয় কামনা করা হয়েছে সত্য ও ভালবাসায়। আমরা ধরে নিতে পারি যে, এখানে সম্ভাষণদাতার আন্তরিকতা ও ঐকান্তিক স্নেহের কথা বোঝানো হয়েছে (তিনি বিশ্বাসে ও ভালবাসায় পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন); কিংবা যাদের প্রতি সম্ভাষণ জানানো হয়েছে তাদের বিশ্বাস ও ভালবাসা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। সেই মনোনীতা মহিলা ও তাঁর সন্তানদের সত্যিকার বিশ্বাস ও ভালবাসা এই সকল আশীর্বাদ ও অনুগ্রহকে চিরকাল ধরে রাখবে।

ঘ. এই মহীয়সী নারীর সন্তানদের দৃষ্টান্তমূলক আচরণের প্রেক্ষিতে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন। নিশ্চয়ই সেই পিতা বা মাতা অত্যন্ত সুখী, যার সন্তান ধার্মিকতা ও পবিত্রতায় এতটা অনুগ্রহপূর্ণ। *আমরা পিতার কাছ থেকে যে আদেশ পেয়েছি, তোমার সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তেমনি সত্যের পথে চলছে দেখতে পেয়ে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি*, পদ ৪। সম্ভবত এই মহিলার ছেলেরা বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করছিলেন, বা তারা বিদ্যা অর্জনের জন্য দূর দেশে গিয়েছিলেন, অথবা তাদের ব্যবসার কোন কাজ বা পারিবারিক কোন কাজে প্রবাসে যেতে হয়েছিল। তারা নিশ্চয়ই ভ্রমণ করতে করতে ইফিষে এসেছিলেন, যেখানে সে সময় প্রেরিত যোহন বসবাস করছিলেন। তারা অবশ্যই যোহনের সাথে দেখা করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

দেখুন, যুবক বয়সে ধর্মীয় শিক্ষায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলাটা কত না মঙ্গলজনক! যদিও ধর্মকে শিক্ষার উপর ভিত্তি করে স্থাপন করা উচিত নয়, তথাপি শিক্ষাকে অনুগ্রহপূর্ণ করা হয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে যুবক সম্প্রদায় নিজেদেরকে অধার্মিকতার আগ্রাসন থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়। এ কারণে যুবক বয়সী ভ্রমণকারীদের উচিত পৃথিবীর প্রতিটি স্থানেই

তাদের ধর্মীয় শিক্ষাকে সাথে করে নিয়ে চলা এবং তা কোনভাবেই ভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে ভুলে না যাওয়া। আমরা এও লক্ষ্য করতে পারি যে, অনেক সময় মনোনয়ন সংঘটিত হয় বংশানুক্রমে। এখানে আমরা একজন মনোনীতা মহিলা এবং তার মনোনীত সন্তানদেরকে দেখতে পাই। সন্তানদেরকেও তাদের পিতা-মাতার কারণে ভালবাসার পাত্র বলে গণ্য করা হতে পারে, কিন্তু তা একান্তভাবে বিনামূল্যে প্রাপ্ত অনুগ্রহের গুণে ঘটে থাকে। প্রেরিত যোহন এখানে যে আনন্দ প্রকাশ করেছেন তা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সন্তানদেরকে তাদের উত্তম পিতা-মাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে দেখাটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। যারা তা লক্ষ্য করবেন তাদের উচিত হবে সেই পিতা-মাতাকে অভিনন্দন জানানো এবং এই অনুগ্রহের জন্য ঈশ্বরের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞাবোধকে আরও অনুপ্রাণিত করে তোলা। এমন একজন মহিলা কত না সুখী, যিনি স্বর্গের পথে ও ঈশ্বরের পথে তাঁর এতগুলো সন্তানকে চালনা করেছেন! মহান ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনি যখন তাঁর কাজের পুরস্কার পাবেন, সেটা তার জন্য কত না আনন্দদায়ক হবে! আমরা আরও দেখতে পাই যে, বয়োজ্যেষ্ঠ প্রেরিত ও পরিচর্যাকারীরা যখন তাদের তবলিগকৃত ও তাদেরই শিক্ষা দেওয়া সুসমাচারের পথ অনুসারে নতুন প্রজন্মকে চলতে দেখেন। তারা তখন এই আস্থা পান যে, তারা একটি প্রগতিশীল প্রজন্ম, যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করবে এবং এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টিয় ধর্মের বৃদ্ধিকল্পে কাজ করে যাবে। আমরা এখানেও দেখতে পাই সত্য পথে চলার বিধান: *আমরা পিতার কাছ থেকে যে আদেশ পেয়েছি*। পিতা ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলার অর্থই হচ্ছে সত্য পথে চলা। তাঁর আদেশ মান্য করলে আমরা সত্যে চলি, আমাদের মুখের কথা হয় ন্যায্য, কারণ তখন তা পরিচালিত হয় ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা।

২ যোহন ১:৫-৬ পদ

আমরা এখন এই পত্রের আরও গভীরে প্রবেশ করব। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. প্রেরিত যোহনের অনুরোধ: *আর এখন, প্রিয় বোন, আমি তোমাকে এই বিনতি করছি*। তিনি যে বিষয়ে বিনতি রাখতে চলেছেন তা বিবেচনা করলে এই সম্বোধনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি নিজের কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের প্রকাশ ঘটান নি এই আবেদন রাখতে গিয়ে, বরং তিনি তাঁর সাধারণ দায়িত্ব পালন ও স্বর্গীয় আদেশ রক্ষার মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। এখানে তিনি নিশ্চয়ই আদেশ দিতে পারতেন বা কর্তৃত্ব সহকারে কথা বলতে পারতেন। কিন্তু মৃদু বাক্য যেখানে উপযোগী, সেখানে কর্কশ আদেশ একেবারেই অনুপযুক্ত। অপরদিকে প্রৈরিতিক আচরণ অন্য সবার থেকে মৃদু, নম্র ও মধুর। হতে পারে যোহন একজন নারীর প্রতি তাঁর বক্তব্য রাখছিলেন বলে, কিংবা তাঁর প্রৈরিতিক সদাচারের জন্য, বা উভয়ের জন্যই তিনি এখানে ফরিয়াদের সুরে তাঁর নির্দেশনাটি দিয়েছেন: *আর এখন, প্রিয় বোন, আমি তোমাকে এই বিনতি করছি*। তিনি যীশু খ্রীষ্টের আত্মায় উদ্দীপিত হয়ে তাঁর সহ-বিশ্বসী এই বোনকে অনুরোধ করছেন যেন তিনি তাঁর কথা শোনেন। একজন প্রাচীন হিসেবে আরেকজন প্রাচীনের কাছে তিনি অনুরোধ জ্ঞাপন করছেন। যেখানে কর্তৃত্ব করা শোভা পায় না, সেখানে অবশ্যই ভালবাসার প্রকাশভঙ্গি থাকতে হবে। আমরা অনেক

ক্ষেত্রেই দেখতে পাই, ক্ষমতার চেয়ে ভালবাসা অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছে। প্রৈরিতিক পরিচর্যাকারীরা তাঁদের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েও খ্রীষ্টতে তাঁদের সমস্ত বন্ধুর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করবেন ও তাদের কাছে বিনতি করবেন।

খ. যে বিষয়ে মনোনীতা মহিলা ও তাঁর সন্তানদের কাছে বিনতি করা হল – পবিত্র খ্রীষ্টিয় ভালবাসা: *যেন আমরা একে অন্যকে ভালবাসি*, পদ ৫। যারা যে কোন খ্রীষ্টিয় গুণে সমৃদ্ধ, তাদের আরও বৃদ্ধি লাভ করার সুযোগ রয়েছে। *আর ভাইদের ভালবাসা সম্বন্ধে তোমাদেরকে কিছু লেখার প্রয়োজন নেই, কারণ তোমরা নিজেরা পরস্পর ভালবাসার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছ। কিন্তু তোমাদেরকে বিনয় করে বলছি, প্রিয় ভাইয়েরা, ভালবাসায় তোমরা আরও বেশি উপচে পড়*, ১ থিষলনীকীয় ৪:৯,১০।

১. এই ভালবাসার জন্য যেভাবে অনুরোধ করা হয়েছে:-

(১) বাধ্যবাধকতা হিসেবে: আদেশ। আমাদের অন্তর ও আত্মায় সব সময় স্বর্গীয় এই আদেশ বলবৎ থাকা প্রয়োজন।

(২) এই বাধ্যবাধকতার ভিত্তি হিসেবে: *নতুন আদেশ লিখবার মত নয়, কিন্তু আদি থেকে আমরা যে আদেশ পেয়েছি*, পদ ৫। পারস্পরিক এই খ্রীষ্টিয় ভালবাসা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নব্য গঠিত ও অনুমোদিত আদেশের আদলে আমাদেরকে পালন করতে হবে। কিন্তু তথাপি, বস্তুগত দিক থেকে এই পারস্পরিক পবিত্র ভালবাসা সেই আদি থেকেই প্রকৃতির ধর্ম, যিহূদী ধর্ম ও এখন খ্রীষ্টিয় ধর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য মহান বিধান হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। এই আদেশটি আমাদেরকে খ্রীষ্টিয় ধর্মের অনুসারী প্রত্যেক বিশ্বাসী ভাইকে ভালবাসার মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে।

২. এই ভালবাসার মাঝে এর ফলদায়ক প্রকৃতি প্রকাশ পাবে: *আর ভালবাসা এই– আমরা যেন তাঁর আদেশ অনুসারে চলি*, পদ ৬। এটি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা, তাঁর প্রতি আমাদের বাধ্যতার পরীক্ষা। আমরা যদি স্বর্গীয় আদেশ অনুসারে চলি তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি ও আমাদের আত্মার প্রতিও ভালবাসা প্রকাশ করি। এই আদেশ রক্ষা করার জন্য রয়েছে মহান পুরস্কার। আদেশ অনুসারে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে একে অপরকে ভালবাসা, একে অপরের সাথে ভালবাসায় ও পবিত্রতায় চলা। আর এটাই আমাদের আন্তরিক ও পারস্পরিক খ্রীষ্টিয় ভালবাসার প্রমাণ – যদি আমরা সকল সময় ঈশ্বরের আদেশ পালন করে চলি। এমন অনেক ভালবাসা বা প্রেম আমাদের জীবনে রয়েছে যা ধর্মীয় বা খ্রীষ্টিয় ভালবাসা নয়। কিন্তু আমরা জানি খ্রীষ্টিয় ভালবাসা পালন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই অন্য সকল ভালবাসার পাশাপাশি ঈশ্বরের আদেশ মান্য করতে হবে। সার্বিক বাধ্যতা হচ্ছে খ্রীষ্টিয় গুণাবলীর মঙ্গলময়তা ও আন্তরিকতার প্রমাণ। যারা সকল প্রকারে খ্রীষ্টিয় বাধ্যতা অনুসারে চলতে চান, তাদেরকে অবশ্যই নিশ্চিতভাবে খ্রীষ্টিয় ভালবাসা অন্তরে ধারণ করতে হবে। এটা সুসমাচারের সকল অনুসারীর প্রাথমিক দায়িত্ব: *এই আদেশটি তোমরা আদি থেকে শুনেছ, যেন তোমরা সেই পথে চল* (পদ ৬), অর্থাৎ তাঁর ভালবাসার পথে। এই ভালবাসা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ার পূর্বাভাস পাওয়ার কারণে বা

ভালবাসায় আরও উজ্জীবিত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার প্রেরণা দানের কারণে প্রেরিত বিশেষভাবে মনোনীতা এই মহিলার কাছে বিনতি রেখেছেন।

২ যোহন ১:৭-৯ পদ

পত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটিতে আমরা দেখতে পাই:-

ক. মনোনীতা মহিলার প্রতি অত্যন্ত দুঃখজনক এক সংবাদ – ছলনাকারীরা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে: *অনেক ছলনাকারী লোক পৃথিবীতে বের হয়েছে*। এই সংবাদটি প্রেরিত দিয়েছেন তাঁর মূল বক্তব্যের প্রসঙ্গকে আরও জোরালো করে তোলার জন্য: “তোমাকে এই ভালবাসা ধরে রাখতে হবে, কারণ এই ভালবাসাকে ধ্বংস করে দেওয়ার লোকেরা পৃথিবীতে বের হয়েছে। যারা তাদের বিশ্বাসের পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তারা এই ভালবাসাকে ধ্বংস করে দেয়। সার্বিক বিশ্বাস হচ্ছে সার্বিক ভালবাসার একটি অন্যতম প্রধান ভিত্তি।” কিংবা অন্যভাবেও আমরা যোহনের অন্তর্নিহিত বক্তব্যকে দেখতে পারি: “তোমাকে অবশ্যই ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে সতর্কতার সাথে এই পৃথিবীতে পথ চলতে হবে; এতে তুমি নিরাপদ থাকবে। তোমার এই অবিচলতাকে অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, *কারণ অনেক ছলনাকারী লোক পৃথিবীতে বের হয়েছে*।” দুঃখজনক সংবাদ আমাদের খ্রীষ্টিয় বন্ধুদেরকে জানানোটা অনেক সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এমন নয় যে, খুশি মনে আমরা এই সংবাদগুলো তাদেরকে দেব, কিন্তু তারা যেন পরীক্ষায় পতিত না হয় সেজন্য তাদেরকে আগে থেকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যই এই সতর্কতা। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. এই ছলনাকারী ও তাদের ছলনার কর্মকাণ্ডের বিবরণ: যীশু *খ্রীষ্ট মানব দেহে আগমন করেছেন, এই কথা তারা স্বীকার করে না* (পদ ৭)। তারা যীশু খ্রীষ্টের মানবীয় সত্তার বিরুদ্ধে কথা তোলে। তারা হয় এ কথা স্বীকার করে না যে, যীশু ও খ্রীষ্ট একই ব্যক্তি, নতুবা তারা মানতে চায় না যে, নাসরতীয় যীশু-ই ছিলেন খ্রীষ্ট, অভিষিক্ত ঈশ্বর, পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলের পরিত্রাণের জন্য ঘোষিত পরিত্রাণকর্তা। তারা অস্বীকার করে যে, তিনিই মানব দেহ ধারণ করে এই পৃথিবীতে এসেছেন, আমাদের পৃথিবীতে আমাদেরই স্বভাব ধারণ করে এসেছেন। তারা ভান করে যে, তারা এখনও তাঁর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছে এবং তিনি আসলে এখনও এসে পৌঁছান নি। এত এত অকাট্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেউ যে প্রভু যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র ও পৃথিবীর পরিত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে সেটা অত্যন্ত অবাক হওয়ার মত বিষয়!

২. পরিস্থিতির ভয়াবহতা: *এরাই তো সেই ছলনাকারী ও খ্রীষ্টারি* (পদ ৭)। এই ছলনাকারী মানুষের আত্মাকে ধার্মিকতার পথ থেকে বিচ্যুত করে এবং প্রভু যীশুও গৌরব ও রাজ্যকে অবনমিত করার চেষ্টা করে। সে অবশ্যই একজন প্রতারণাকারী, একজন ষড়যন্ত্রকারী, যে কি না স্বয়ং খ্রীষ্টের দেখানো উজ্জ্বল আলোকিত সাক্ষ্য লাভের পরও, ঈশ্বরের নিজ সত্যায়নের প্রমাণ পাওয়ার পরেও যীশুকে খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের পুত্র বলে মেনে নিতে অস্বীকৃতি

জানায়। সে প্রভু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও স্বার্থের চরম বিরোধিতাকারী। এমনটা ভাবা বিস্ময়ের কিছু নয় যে, প্রেরিতদের সময়ের মত এখনও আমাদের মাঝে প্রভু খ্রীষ্টের বিরোধিতাকারী প্রতারক ও ছলনাকারীরা আমাদের সমাজে বিচরণ করছে।

খ. এই মনোনীত পরিবারকে প্রেরিত যোহন যে পরামর্শ দিচ্ছেন। এই সময়ে সাবধানতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি: *নিজেদের বিষয়ে সাবধান হও*, পদ ৮। আমাদের চারপাশে যত বেশি ছলনাকারী ও প্রতারক ঘুরে বেড়াবে, তত বেশি আমাদেরকে সাবধান হতে হবে। এমন অনেক প্রলোভন আসতে পারে যা থেকে এই মনোনীতা মহিলাকেও সাবধানে থাকতে হবে। দু'টি বিষয়ে অবশ্যই সাবধান থাকতে হবে:-

১. *আমরা যা সাধন করেছি, তা যেন তোমরা না হারাও* (পদ ৮)। সাধন করা বলতে বোঝানো হয়েছে প্রেরিতরা যা করেছেন বা যা তাঁরা অর্জন করেছেন। ধার্মিকতা পালন করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়াটা লজ্জাজনক। অনেকেই শুরুতে ভাল করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রলোভনে পড়ে সবই হারিয়ে ফেলে। যে আশাবাদী লোকটি ছোট বয়স থেকেই সমস্ত আদেশ ভক্তি নিয়ে পালন করে আসছে, সে তার জীবনের সমস্ত অর্জন হারিয়ে ফেলতে পারে, যদি খ্রীষ্টের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে সে মানুষের প্রতি যথাযথ ভালবাসা প্রকাশে ব্যর্থ হয়। যারা অর্জন করেছে তাদের সব সময় সতর্ক থাকা উচিত যেন তা আবার তারা হারিয়ে না ফেলে। অনেকে পবিত্র আত্মার বিশেষ অনুগ্রহ ও শক্তি লাভ করে, পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ও ঈশ্বরের মহান আদেশে উজ্জীবিত হয়ে অনেক মহান মহান কাজ সাধন করে, কিন্তু তারপরও তাদের এ সব কিছু হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে। দুঃখজনক হলেও এটাই সত্যি যে, খ্রীষ্টের সঠিক শিক্ষা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হওয়ায় আমরা শেষ পর্যন্ত প্রায়শই আমাদের অর্জনগুলোকে ধরে রাখতে পারি না।

২. যেন তারা তাদের পুরস্কারের এক কিঞ্চিৎ অংশ থেকেই বঞ্চিত না হন, তাদের সম্মান ও প্রশংসা ও গৌরবের সামান্যতম অংশও যেন তারা হারিয়ে না ফেলেন, বরং সম্পূর্ণ অংশই যেন তারা অর্জন করতে পারেন: *কিন্তু যেন সম্পূর্ণ পুরস্কার পাও*। "তোমাদেরকে ঈশ্বরের মণ্ডলীতে দত্ত পুরস্কারের সম্পূর্ণ অংশ নিশ্চিত করতে হবে। যে পরিমাণে ও যে পর্যায়ে মহিমা, গৌরব ও অনুগ্রহ (অন্যভাবে বলা যায় আলো, ভালবাসা ও শান্তি) দান করা হবে তার বিন্দুমাত্রও কম পেলে চলবে না, কারণ মহিমার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছানোর জন্যই তোমরা প্রস্তুত হয়েছিলে। *তোমার যা আছে, তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, যেন কেউ তোমার মুকুট অপহরণ না করে*, যেন কেউ এই মুকুটের একটি মানিক বা রত্নও ছিনিয়ে নিতে না পারে," প্রকাশিত বাক্য ৩:১১। সম্পূর্ণ পুরস্কার প্রাপ্তির উপায় হচ্ছে খ্রীষ্টের সত্যে নিবদ্ধ থাকা এবং শেষ পর্যন্ত ধার্মিকতা বজায় রাখা।

গ. যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্রেরিত যোহন এই সকল পরামর্শ দিচ্ছেন এবং যে কারণে তাদের নিজেদের সাবধান হওয়া প্রয়োজন, তার দু'টি দিক রয়েছে:-

১. সুসমাচারের আলো ও প্রত্যাদেশ থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা: কার্যত তা স্বয়ং ঈশ্বরের

কাছ থেকে বিচ্যুত হওয়ারই নামান্তর। *যে কেউ খ্রীষ্টের শিক্ষাতে না থাকে কিন্তু তার সীমা ছাড়িয়ে যায়, সে ঈশ্বরকে পায় নি*। খ্রীষ্টের শিক্ষাই আমাদেরকে ঈশ্বরের দিকে চালিত করে। এ কারণে ঈশ্বর নিজে খ্রীষ্টের শিক্ষার মধ্য দিয়ে আত্মাদেরকে তাঁর কাছে আসার জন্য পরিত্রাণের আমন্ত্রণ জানান ও কাছে টেনে নেন। যারা এই শিক্ষাকে বিরোধিতা করবে তারা ঈশ্বরেরই বিরোধিতা করবে।

২. খ্রীষ্টিয় সত্যে দৃঢ়ভাবে স্থির থাকার সুফল ও আনন্দ: এই সত্য আমাদেরকে খ্রীষ্টতে একত্রিত করে এবং সেই সাথে পিতার সাথে আমাদের মিলন ঘটায়, কারণ তাঁরা দু'জন এক। *সেই শিক্ষাতে যে থাকে, সে পিতা ও পুত্র উভয়কে পেয়েছে*। খ্রীষ্টের শিক্ষার মাধ্যমে আমরা পিতা ও পুত্রের জ্ঞানে আলোকিত হই। এর দ্বারা আমরা পিতা ও পুত্র উভয়ের জন্য পবিত্রীকৃত হই। এর মাধ্যমে আমরা পিতা ও পুত্রের পবিত্র ভালবাসায় সমৃদ্ধ হই এবং অবধারিতভাবে পিতা ও পুত্র উভয়ের সাথে অনন্তকাল সুখভোগ করার জন্য প্রস্তুত হই। *আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি, তার জন্য তোমরা এখন পরিষ্কৃত আছ*, যোহন ১৫:৩। এই পরিচ্ছন্নতা আমাদেরকে স্বর্গে গমনের জন্য উপযোগী করে তোলে। মহান ঈশ্বর খ্রীষ্টের শিক্ষাকে যখন স্বর্গের সীলমোহর হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, সে সময় তিনি এই শিক্ষাকে এক অভাবনীয় মূল্য দান করেছেন। আমাদেরকে অবশ্যই এই পবিত্র শিক্ষা বিশ্বাসে ও ভালবাসায় ধারণ করতে হবে। পিতা ও পুত্রের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ সহভাগিতা লাভের আশায় উজ্জীবিত হওয়ার আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদেরকে ধারণ করতে হবে।

২ যোহন ১:১০-১১ পদ

এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. ছলনাকারীদের ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়ার পর এখন যোহন এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করা আবশ্যক সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিচ্ছেন। তাদেরকে কোনভাবেই খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী হিসেবে অভ্যর্থনা জানানো উচিত নয়। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাদেরকে অন্য সবার থেকে আলাদা করবেন, যেভাবে তিনি তাঁর শিষ্যদের আলাদা করে তাদের উল্টোদিকে রাখবেন। এখানে সেই সমস্ত ভণ্ডদের ব্যাপারে নেতিবাচক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

১. "তাদেরকে সাহায্য করবে না: *যদি কেউ সেই শিক্ষা না নিয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে তাকে বাড়িতে গ্রহণ করো না*।" এখানে সেই শিক্ষা বলতে বোঝানো হয়েছে খ্রীষ্টই যে ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের পরিত্রাণ ও উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের কর্তৃত্ব নিরূপিত ও অভিষিক্ত পরিত্রাণকর্তা, সে সম্পর্কিত শিক্ষা। সম্ভবত এই মহিলা ছিলেন গায়ের (Gaius) মত কেউ, যার কথা আমরা যোহনের তৃতীয় পত্রটিতে জানতে পারব। এই গায়ঃ তাঁর বাড়িতে ভ্রমণকারী খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকারী ও সর্বস্তরের বিশ্বাসীদেরকে আশ্রয় দিতেন ও আতিথেয়তা করতেন। হয়তো আমাদের এই মনোনীতা মহিলাও তেমন একজন আতিথেয়তাকারী ছিলেন। ছলনাকারী লোকেরা হয়তো প্রায়শই এই সকল পরিচর্যাকারী ও বিশ্বাসীদের মত

করে তাঁর কাছে আসতে পারে, যে পরিচয়ের মানুষদেরকে আশ্রয় দান করা ছিল কর্তব্য। কিন্তু প্রেরিত যোহন এমন কাজ করতে নিষেধ করছেন: "তাদেরকে তোমার পরিবারে গ্রহণ কোরো না।" প্রয়োজনে ভাল কাজ করা থেকে বিরত থাকাও ভাল, কিন্তু ভাল কাজের পেছনে মন্দ কাজে সহযোগিতা করা কোনভাবেই উচিত নয়। বিশ্বাসের প্রতি অস্বীকৃতি জানায় যারা, তারা আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়। তাই এ ধরনের মানুষকে যথা সম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে।

২. "তার প্রতি শুভ কামনা জানিও না: *তাকে 'মঙ্গল হোক' বলো না*। তোমার প্রার্থনায় ও আশীর্বাদ কামনায় কখনো তাকে স্মরণ কোরো না।" মন্দ কাজকে কখনো স্বর্গীয় অনুগ্রহ দ্বারা পরিপুষ্ট হওয়ার কামনা করা উচিত নয়। ঈশ্বর কোন মিথ্যা, ভণ্ডামি, প্রলোভন ও পাপের পৃষ্ঠপোষক নন। সুসমাচারের প্রচার কার্যক্রমের প্রসার ও অগ্রগতির জন্য আমাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা প্রয়োজন, কিন্তু মিথ্যা ও ভ্রান্ত শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য প্রার্থনা করা কখনোই কাম্য নয়। বরং আমাদেরকে সর্বশক্তি দিয়ে এর গতি প্রতিহত করতে হবে।

খ. ছলনাকারীদেরকে সাহায্য দান ও তাদের জন্য মঙ্গল কামনা নিষিদ্ধ করার এমন নির্দেশনার কারণ এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে: *কেননা যে তাকে 'মঙ্গল হোক' বলে, সে তার দুষ্কর্মের সহভাগী হয়*। পাপের বা পাপীর প্রতি আনুকূল্য বা প্রীতি দেখালে তাকেও পাপের অংশীদার বলে গণ্য করা হবে। মন্দ কাজকে ঘুর্ণাক্ষরেও সমর্থন করলে আমরা সেই একই দোষে অভিযুক্ত হয়ে পড়ব। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে কত না সাবধান ও সতর্ক থাকা দরকার! অন্যদের পাপের দায় নিজেদের কাঁধে বর্তানের বহু উপায় আমাদের সামনে আছে: অপরাধ সমর্থন করে নীরব থাকা, অলসতা, অবহেলা, ব্যক্তিগতভাবে তাতে অবদান রাখা, প্রকাশ্যে তাতে সহযোগিতা করা ও ভূমিকা রাখা, অন্তরে সমর্থন করা, প্রকাশ্যে অপরাধের সপক্ষে কথা বলা ও সাক্ষ্য দেওয়া। হে ঈশ্বর, আমাদেরকে অপরের পাপের দায়ভার থেকে মুক্ত করুন!

২ যোহন ১:১২-১৩ পদ

প্রেরিত যোহন এখন তাঁর পত্রটি শেষ করতে চলেছেন। এখানে আমরা দেখব:-

ব্যক্তিগত কিছু বিষয় সংক্রান্ত কথার আভাস: *তোমাদেরকে লিখবার অনেক কথা ছিল। আমি তোমাদের কাছে গিয়ে সম্মুখাসম্মুখি হয়ে কথাবার্তা বলবো, যেন আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়*। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কোন কোন বিষয় লিখে জানানোর চেয়ে মুখোমুখি হয়ে বলাটাই ভাল। কাগজ ও কলম ব্যবহার করে লিখলে সময় ও পরিশ্রম বেঁচে যায়, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করলে যে আনন্দ হয় সেটা পাওয়া যায় না। প্রেরিত যোহন এখনও ততটা বুড়ো হয়ে পড়েন নি যে, ভ্রমণ করতে ও তাঁর পাঠিকার মুখোমুখি হয়ে দেখা করতে পারবেন না। ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পরস্পরের সাথে সকল প্রকার পদ্ধতিতে যোগাযোগ করাটাই যথোপযুক্ত। তাদের এই যোগাযোগে থাকতে হবে আনন্দের

প্রকৃত বহিঃপ্রকাশ। উত্তম পরিচর্যাকারীরা তাদের খ্রীষ্টিয় বন্ধুদের সংস্পর্শে এসে উল্লসিত হন। *যাতে তোমাদের ও আমার, উভয় পক্ষের আন্তরিক বিশ্বাস দ্বারা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজেও উৎসাহ পাই*, রোমীয় **১:১২**।

২. এই মনোনীতা মহিলার অত্যন্ত কাছের একজন আত্মীয়ের কাছ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন: *তোমার মনোনীতা বোনের সন্তানেরা তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে*। এই পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ ছিল উপচে পড়া। এই পত্রে আমরা দু'জন মনোনীতা বোন ও তাঁদের সন্তানদের কথা জানতে পারি। স্বর্গে এই অনুগ্রহ ও অনুগ্রহকে তাঁরা কত না শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে বরণ করবেন! প্রেরিত যোহন এই উভয় বোনের সন্তানদের পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও শুভেচ্ছা বিনিময় জানানোর মধ্য দিয়ে তাঁর পত্রটি শেষ করেছেন। আত্মীয়তার সম্পর্ককে পবিত্রতা ও ধার্মিকতার শুভেচ্ছা বিনিময়ের দ্বারা উষ্ণ রাখা প্রয়োজন। নিঃসন্দেহে যোহন সকল ধার্মিক বিশ্বাসীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও বন্ধুসম ছিলেন। এরই প্রমাণ হিসেবে তিনি তাঁর পত্রের মধ্য দিয়েও মনোনীতা এই মহিলা ও তাঁর সন্তানদের সাথে তাঁর বোনের সন্তানদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়েছেন। এমন প্রত্যেক ধার্মিক মহিলা ও তাদের সন্তানেরা যেন অনুগ্রহে পূর্ণ হন ও তাদের প্রত্যেক আত্মীয়-পরিজনকে আশীর্বাদপ্রাপ্ত করে তুলতে পারেন! আমেন।

যোহনের লেখা তৃতীয় পত্র

ভূমিকা

প্রাথমিক মণ্ডলীতে পত্র আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টিয় সহভাগিতাকে আরও উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত করে তোলা হত। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি তাদের বাধ্যতার স্বীকৃতি প্রদানের বাস্তব প্রমাণ দেখানোর জন্য অবশ্যই তাদেরকে প্রশংসিত করা উচিত। মহানুভব ও মানুষের প্রতি মমতায় পূর্ণ একজন ব্যক্তি, যিনি বহু মানুষের জীবনে উপকার ও মঙ্গল সাধন করে চলেছেন, তাঁকে প্রশংসা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই পত্রটি রচনা করা হয়েছে। পত্রটি প্রেরিত যোহন গায়ঃ নামক তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছেন। সেই সাথে পত্রটিতে তিনি অন্য একজন পরিচর্যাকারীর প্রতি অভিযোগও করেছেন, যার মানসিকতা ছিল একেবারেই বিপরীত। এছাড়া কী ধরনের স্বভাবের অনুকারী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে যোহন বিশেষ মূল্যবান পরামর্শ জ্ঞাপন করেছেন।

যোহনের লেখা তৃতীয় পত্র

অধ্যায় ১

এই পত্রে প্রেরিত যোহন গায়ঃকে বিশেষভাবে প্রশংসা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁর আত্মার সমৃদ্ধি সাধনের জন্য (পদ ১,২), উত্তম খ্রীষ্টানদের মধ্যে তাঁর যে বিশেষ খ্যাতি ছিল তার জন্য (পদ ৩,৪), এবং খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীদের প্রতি তিনি যে আতিথেয়তা ও সদয় মনোভাব দেখিয়েছেন তার জন্য, পদ ৫,৬। যোহন দিয়ত্রিফেস নামক একজন উচ্চাভিলাষী লোকের কুৎসা রটনা ও আরও কিছু অন্যায় কাজের জন্য অভিযোগ করেছেন (পদ ৯,১০), দীমীত্রিয় নামক একজন পরিচর্যাকারীর প্রশংসা করেছেন (পদ ১২) এবং শীঘ্র গায়ের সাথে দেখা করার জন্য তাঁর প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, পদ ১৩,১৪।

৩ যোহন ১:১-২ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. পবিত্র আত্মা কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে যিনি এই পত্রটি লিখছেন ও প্রেরণ করছেন তাঁর পরিচয়। যদিও এখানে সরাসরি নাম উল্লেখ করে পরিচয় দেওয়া হয় নি, কিন্তু তাঁর

পদমর্যাদা ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে জানানো হয়েছে: *এই প্রাচীন*। আমাদের এই পত্রটির লেখক বয়সের দিক থেকে যেমন প্রাচীন ছিলেন, তেমনি তাঁর পদমর্যাদার দিক থেকেও। দুটোর কারণেই তিনি সম্মানের দাবীদার। অনেকে প্রশ্ন তোলেন যে, তিনি সত্যিই প্রেরিত যোহন ছিলেন কি ছিলেন না। কিন্তু তাঁর রচনাশৈলী ও লেখার মাঝে আত্মিক অনুপ্রেরণার প্রকাশ প্রেরিত যোহনের প্রতিই আলোকপাত করে। যারা যীশু খ্রীষ্টের কাছে ভালবাসার পাত্র, তারা তাদের সহ-বিশ্বসী খ্রীষ্টিয় ভাইদেরকে একইভাবে ভালবাসেন। প্রেরিত যোহনের হয়তো আরও অনেক সম্মানজনক উপাধি ও পদমর্যাদা ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারী উপাধি ধারণ করাটাই তাঁর জন্য ছিল সবচেয়ে সম্মানের। তিনি নিজেকে এই পত্রে প্রকাশ করেছেন মণ্ডলীর একজন সাধারণ পুরোহিত বা পালক হিসেবে, এ কারণে তিনি পত্রে তাঁর উপাধি হিসেবে প্রাচীন শব্দটি উল্লেখ করেছেন। আবার এমনও হতে পারে যে, যখন পত্রটি লেখা হয়, সে সময় অধিকাংশ পরিচর্যাকারী বা প্রেরিত মারা গিয়েছিলেন এবং এই যোহনই একমাত্র প্রেরিত হিসেবে বেঁচে ছিলেন। তাই তিনি নিজেকে অন্যদের থেকে অনেক বেশি উঁচু করে দেখাতে চান নি। এই নম্রতার কারণেই তিনি নিজেকে আর সকল প্রাচীনদের কাতারে দাঁড় করিয়েছেন। *তোমাদের মধ্যে যে প্রাচীনবর্গরা আছেন, আমি তাঁদের এক জন সহপ্রাচীন*, ১ পিতর ৫:১।

খ. পত্রটি যে ব্যক্তিকে সম্বোধন করে ও যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে লেখা হয়েছে। এর আগের পত্রটি যোহন লিখেছিলেন একজন সম্মানিতা নারীকে সম্বোধন করে। আর এই পত্রটি তিনি রচনা করছেন একজন পুরুষের উদ্দেশে, যিনি মর্যাদা ও প্রতিপত্তির দিক থেকে অত্যন্ত উচ্চস্থানীয় ছিলেন। তাঁকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে:-

১. তাঁর নামের মধ্য দিয়ে: *গায়ঃ* (Gaius)। আমরা এই নামের একাধিক ব্যক্তিকে দেখতে পাই, বিশেষ করে যাকে প্রেরিত পৌল করিন্থে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন। সম্ভবত করিন্থে তাঁর বাড়িতেই পৌল অবস্থান করেছিলেন এবং তিনি পৌলকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন (রোমীয় ১৬:২৩)।

২. তাঁর প্রতি প্রেরিত যোহনের স্নেহাসিক্ত সম্বোধনের মধ্য দিয়ে: *প্রিয়তম, যাঁকে আমি সত্যে ভালবাসি*। ভালবাসা প্রকাশের মধ্য দিয়ে তা আরও উজ্জীবিত করে তোলা হয়। এখানে আমরা প্রেরিত যোহনের ভালবাসার আন্তরিকতার প্রকাশভঙ্গি দেখতে পাই। যোহন বলছেন: *যাঁকে আমি সত্যে ভালবাসি*; অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের সত্যে চলা ও তাঁর সত্যের বাক্য ঘোষণা করা। সত্যের জন্য আমাদের বন্ধুদেরকে ভালবাসা হলে সেই ভালবাসা হয় সত্য; আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের সত্যকেই তা প্রকাশ করে।

গ. অভিবাদন বা শুভেচ্ছা, যেখানে খ্রীষ্টিয় ভালবাসা প্রকাশের পাশাপাশি একটি প্রার্থনাও রয়েছে: *প্রিয়তম*, যাকে যীশু খ্রীষ্টতে ভালবাসি। যে পরিচর্যাকারী ভালবাসা পেতে চান তাকে অবশ্যই অন্য সকলের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে হবে। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. বন্ধুর সম্পর্কে প্রেরিত যোহনের শুভেচ্ছা ও দোয়া, যেন তিনি *কুশলপ্রাপ্ত হন*। স্বর্গীয় জীবনের জন্য আমাদের আত্মার কুশলপ্রাপ্ত হওয়াটাই সবচেয়ে বড় অনুগ্রহের বিষয়। এই কুশল লাভ করাকে আমরা বিবেচনা করতে পারি আমাদের আত্মিক জীবনের এক অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় হিসেবে, যা আমাদের আত্মাকে সমৃদ্ধ করবে। এই সঞ্চয় প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। আত্মিক এই সম্পদে পূর্ণ হয়ে আমাদের আত্মা উপযুক্তভাবে গৌরবের রাজ্যের পথে ধাবিত হবে।

২. বন্ধুর প্রতি প্রেরিতের শুভ কামনা, যেন *তিনি সমস্ত বিষয়ে কুশলপ্রাপ্ত ও সুস্থ থাকেন*। এখানে কুশলপ্রাপ্ত হওয়া বলতে ঈশ্বরের অনুগ্রহে পূর্ণ হওয়া বোঝানো হয়েছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও সুস্থতা মানুষের জন্য অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত দু'টি বস্তু। অনেক সময়ই দেখা যায় যে, অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও সুস্থ একটি আত্মা বাস করে একটি অসুস্থ ও রুগ্ন দেহের মাঝে। অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য আমাদের আত্মাকে অবশ্যই নম্রতা ও পবিত্রতায় পূর্ণ করতে হবে। তবে আমাদের এটাও প্রার্থনা করা উচিত যেন একটি অনুগ্রহপূর্ণ আত্মার পাশাপাশি আমরা একটি নীরোগ ও স্বাস্থ্যবান দেহ লাভ করতে পারি। যারা সুস্থ দেহের অধিকারী, তাদের প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহ তাদের কাজের মধ্য দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়।

৩ যোহন ১:৩-৮ পদ

এই পদগুলোতে আমরা দেখতে পাই:-

ক. প্রেরিত যোহন তাঁর এই বন্ধু সম্পর্কে যে ভাল সংবাদ পেয়েছিলেন: *আমি অতিশয় আনন্দিত হলাম যে, ভাইয়েরা এসে তোমার বিশ্বস্ততার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, তুমি সত্যে চলছো* (পদ ৩), *তাঁরা মণ্ডলীর সাক্ষাতে তোমার ভালবাসার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন*, পদ ৬। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. গায়ঃ সম্পর্কে কী কী সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে– তাঁর মধ্যে সত্য অবস্থান করছিল, তাঁর মধ্যে প্রকৃত বিশ্বাস ছিল, ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতা ছিল এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তি ছিল। এর সব কিছুই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ভালবাসার মধ্য দিয়ে, যার মধ্যে রয়েছে খ্রীষ্টিয় ভ্রাতৃ সমাজের প্রতি তাঁর ভালবাসা, দরিদ্রদের প্রতি দয়া, খ্রীষ্টিয় সুসমাচার প্রচারকদের প্রতি আতিথেয়তা এবং সুসমাচারের পরিচর্যা সাধনের জন্য তাঁর যথাসাধ্য প্রচেষ্টা। বিশ্বাসের কাজ সাধন করতে হবে ভালবাসা সহকারে। ভালবাসার কারণে বিশ্বাসের সমস্ত কাজই হয়ে ওঠে আন্তরিক ও মহিমায় পূর্ণ এবং সকলে সেই কাজের মাঝে প্রকৃত বিশ্বাসী ভালবাসার পরিচয় খুঁজে পায়।

২. গায়ের কাছ থেকে যে ভাইয়েরা এসেছিলেন তারা তাঁর ভাল কাজ ও বিশ্বাসের সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। যারা কোন পরিচর্যাকারীর কাছ থেকে কোন সেবা বা পরিচর্যা গ্রহণ করেছেন, তাদের অবশ্যই উচিত সেই কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও সেই ভাল কাজের সাক্ষ্য সকলের কাছে বহন করা। যে কোন ব্যয়সাপেক্ষ পরিচর্যা কাজের ক্ষেত্রে

শুধুমাত্র প্রশংসা করা যদিও একেবারে সামান্য পুরস্কার মনে হতে পারে, তথাপি মূল্যবান সুগন্ধি তৈলের চেয়েও তা ভাল। কারোরই উচিত নয় এ ধরনের কাজের জন্য প্রশংসা না করা বা তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা।

৩. যে শ্রোতামণ্ডলী বা বিচারমণ্ডলীর সামনে এই প্রতিবেদন ও সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়েছিল – *মণ্ডলীর সাক্ষাতে*। আপাতদৃষ্টিতে এই মণ্ডলীতেই যোহন পরিচর্যা কাজ করছিলেন। এটি কোন মণ্ডলী সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। কোন উপলক্ষে তারা মণ্ডলীর অভ্যাগতদের সামনে গায়ের বিশ্বাস ও ভালবাসার এই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন সেটা আমরা বলতে পারি না। সম্ভবত অন্তরে আত্মার পূর্ণতায় উজ্জীবিত হয়ে তারা এই সাক্ষ্য প্রদান করেছিলেন। তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত যে পরিচর্যা কাজ ভোগ করেছেন তার সাক্ষ্য তারা না দিয়ে পারেন নি। হয়তো তারা গায়ের জন্য প্রার্থনা করার সময় এই সকল সাক্ষ্য দান করেছেন এবং তাঁর জন্য এই প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি শরীর ও আত্মা উভয় দিক থেকে সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন।

খ. প্রেরিত যোহন নিজে গায়ঃ সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করলেন এবং আবারও তাঁকে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ বলে আখ্যা দিলেন: *প্রিয়তম, সেই ভাইদের, এমন কি, সেই বিদেশীদের প্রতি তুমি যা যা করে থাক তা বিশ্বাসীদের উপযুক্ত কাজ*, পদ ৫।

১. তিনি তাঁর সকল খ্রীষ্টিয় ভাইদের প্রতি, এমন কি বিদেশীদের প্রতিও অত্যন্ত দয়াশীল ও আতিথেয়তা সুলভ অন্তরের অধিকারী। যারা খ্রীষ্টের নিজের লোক, তাদেরকে নির্দ্বিধায় গায়ের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন। অন্যভাবে বলা যায়, গায়ঃ তাঁর নিজের মণ্ডলীর লোকদের তো বটেই, এমন কি বহু দূর থেকে যে সকল বিদেশী বিশ্বাসীরা তাঁর কাছে আসেন তাদের প্রতিও তিনি খ্রীষ্টিয় ভালবাসা প্রকাশ করেন। বিশ্বাসী যে কেউ তাঁর গৃহে আশ্রয় পেতে পারে।

২. গায়ের মধ্যে ছিল এক সার্বজনীন পরিচর্যার আত্মা। তিনি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে কোন পার্থক্য খোঁজেন নি। যারা খ্রীষ্টের পরিচর্যা করেছেন ও খ্রীষ্টকে অবলম্বন করেছেন, তাদের প্রত্যেককে গায়ঃ একই নজরে দেখেছেন।

৩. তিনি যা করেছেন সে কাজে তিনি আন্তরিক ছিলেন: "*ভাইয়েরা এসে তোমার বিশ্বস্ততার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, তুমি সত্যে চলছো*। তুমি বিশ্বস্তভাবে তোমার কাজ করেছ। তাই তুমি একজন বিশ্বস্ত পরিচারক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছ এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে তুমি তাঁর উত্তরাধিকারের পুরস্কার প্রত্যাশা করতে পার।" এমন বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী ও সেবকরা গর্বে স্ফীত না হয়েও নিজেদের নামের প্রশংসা গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের কাজের যে প্রশংসা করা হয় তা আমাদের গর্ব করার জন্য নয়, বরং সামনে আরও কাজ করার লক্ষ্যে ও আমাদের কাজের মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে আমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য।

গ. এই ভাল সংবাদ ও তার সত্যতা সম্পর্কে জানতে পেরে প্রেরিত যোহনের আনন্দ প্রকাশ: *আমি অতিশয় আনন্দিত হলাম যে, ভাইয়েরা এসে তোমার বিশ্বস্ততার বিষয়ে সাক্ষ্য*

দিলেন, পদ ৩। *আমার সন্তানেরা সত্যে চলে, এই কথা শুনলে যে আনন্দ হয়, তার চেয়ে বড় কোন আনন্দ আমার নেই*। এটি খ্রীষ্টিয় ধর্মের অন্যতম বিধান। আমাদের মাঝে যে খ্রীষ্টের সত্য রয়েছে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল আমরা যদি সত্যে চলি। ভাল মানুষেরা অন্যদের আত্মার উন্নতি সাধনে অত্যন্ত আনন্দিত হন। অন্যদের অনুগ্রহ লাভ ও মঙ্গল সাধনের কথা শুনে তারা উল্লসিত হন। তারা নিজেদের মাঝে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করেন। ভালবাসা কখনো ঈর্ষা করে না, কিন্তু অন্যদের সম্পর্কে ভাল কথা শুনলে আনন্দ করে। সন্তানদের মঙ্গলের কথা শুনলে পিতা-মাতা যেমন আনন্দিত হন, তেমনি পরিচর্যাকারীদেরও আনন্দিত হওয়া উচিত, যখন তাদের আত্মিক সন্তানরা ধর্ম পালনের প্রতি আন্তরিকতা ও তাদের বিশ্বাসের পরিচয় প্রকাশ করে।

ঘ. প্রেরিত যোহন তাঁর বন্ধুকে সেই ভাইদের বিষয়ে নির্দেশনা দিচ্ছেন, যাদেরকে তিনি পাঠিয়েছিলেন: *তুমি যদি ঈশ্বরের উপযোগীরূপে তাঁদের সযত্নে পাঠিয়ে দাও তবে ভালই করবে*। প্রাথমিক মণ্ডলীর যুগে ভ্রমণকারী পরিচারক ও পরিচর্যাকারীদেরকে কিছুটা রাস্তা এগিয়ে দিয়ে আসা ছিল তাদের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ, ১ করিন্থীয় ১৬:৬। একজন বিদেশী লোককে পথ চিনিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসা দয়ার পরিচয়। এতে ভ্রমণকারী ব্যক্তিও একজন সঙ্গী পেয়ে আনন্দিত হন। এই কাজটিকে বলা হয়েছে ঈশ্বরের উপযোগী কাজ। এই কাজ ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সন্তোষজনক। খ্রীষ্টানদের শুধুমাত্র কী করা উচিত তা ভাবলেই চলবে না, এর সাথে সাথে তারা কী কী করতে পারেন সেটাও নিজেদেরকে ভেবে বের করতে হবে। তাদেরকে নিজেদের ও অপরের সম্মান বজায় রেখে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করে এমন কাজ করতে হবে। ধার্মিক অন্তর সব সময় ধার্মিকতাপূর্ণ কাজ করার জন্য সুযোগ খোঁজে। খ্রীষ্টানদের উচিত জীবনের জন্য মঙ্গলজনক সমস্ত কাজ করতে সব সময় প্রস্তুত থাকা এবং এই সকল কাজ ঈশ্বরের উপযোগীরূপে করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করা, যেন তাতে ঈশ্বর গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত হন।

ঙ. দু'টি কারণে তিনি এই নির্দেশনাটি দিলেন:-

১. *কারণ সেই নামের অনুরোধে তাঁরা বের হয়েছেন এবং অযিহূদীদের কাছ থেকে তাঁরা কিছুই গ্রহণ করেন না*। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, এরা ছিলেন প্রচারক ভাই, যারা সুসমাচার প্রচার ও খ্রীষ্টিয় ধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে বেড়ান। সম্ভবত তাঁদেরকে প্রেরিত যোহন নিজে পাঠিয়েছিলেন। তাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল অযিহূদীদের মন পরিবর্তন করানোর জন্য। এটি ছিল এক অসাধারণ দায়িত্ব: ঈশ্বর ও তাঁর নামের অনুরোধে তাঁরা বের হয়েছিলেন। এটাই একজন পরিচর্যাকারীর চূড়ান্ত লক্ষ্য ও মূল দায়িত্ব হিসেবে স্থির করা উচিত, যা তাঁরা করেছিলেন: ঈশ্বরের নামে তাঁরই জন্য লোকদেরকে একত্রিত করা ও প্রস্তুত করা। তাঁরা যেখানেই পা রেখেছেন সেখানেই সুসমাচার প্রচার করেছেন, কোন প্রকার প্রাপ্তির আশা না করে প্রভুর বাক্য প্রচার করেছেন: *অযিহূদীদের কাছ থেকে তাঁরা কিছুই গ্রহণ করেন না*। পার্থিব কোন দান গ্রহণ না করা তাঁদের জন্য দ্বিগুণ সম্মানের বিষয় ছিল। অনেকেই আছেন যাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আহ্বান জানানো হয় নি। কিন্তু তারাও নানাভাবে এই কাজের অগ্রগতি সাধনে অবদান

রাখতে পারেন। যাদের কাছে প্রথমবারের মত সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে, তাদের কাছ থেকে আদৌ কোন কিছু দাবী করা উচিত নয়। যারা তা জানে না তারা এর মূল্য কী তাও বুঝতে পারে না। বিভিন্ন মণ্ডলী ও খ্রীষ্টিয় দেশপ্রেমিকদের উচিত পৌত্তলিক ও ন-খ্রীষ্টান দেশগুলোতে পবিত্র খ্রীষ্টিয় ধর্ম প্রচারের জন্য সমর্থন জ্ঞাপন করা। মানুষের উচিত সুসমাচার প্রচার কাজের অগ্রগতিতে সহমত পোষণ করা ও তাদের সামর্থ্য অনুসারে অবদান রাখা। যারা সুসমাচারের জ্ঞানে পূর্ণ ও তা সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাদেরকে সহযোগিতা দানের উদ্দেশ্যে সেই সকল মানুষের এগিয়ে আসা উচিত, যাদের রয়েছে পার্থিব সম্পদের পূর্ণতা।

২. *অতএব আমরা এই রকম লোকদেরকে সাদরে গ্রহণ করতে বাধ্য, যেন সত্যের সহকারী হতে পারি*, যেন সত্য ধর্মের অনুসারী হতে পারি। খ্রীষ্ট স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করেছেন এই সত্য ধর্ম; যার সত্যায়ন দিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর। যারা এই সত্যে অবস্থান করে ও এই সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তারা পৃথিবীতে এই সত্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করে ও সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলে। নানানভাবে এই সত্যের সাথে চলা যায় ও সহযোগিতা করা যায়। যারা নিজেরা এই সত্য ঘোষণা করতে পারেন না বা সুযোগ পান না, তারা তাদেরকে সাহায্য করা ও সঙ্গ দানের মধ্য দিয়ে এ কাজে অবদান রাখতে পারেন, যারা এই কাজটি প্রত্যক্ষভাবে করে থাকেন।

৩ যোহন ১:৯-১১ পদ

ক. এখানে আমরা একেবারে ভিন্ন একটি চরিত্র ও দৃষ্টান্ত দেখা পাই। মণ্ডলীরই অপর একজন কর্মকর্তা ও একজন পরিচর্যাকারী, যে অপর খ্রীষ্টানদের প্রতি যথাযথ উদার, সার্বজনীন ভালবাসায় পূর্ণ নয় ও বিশ্বাসীদের প্রতি উপযুক্ত আচরণ প্রকাশ করে না। পরিচর্যাকারীরাও অনেক সময় অনুপযুক্ত ও অযোগ্য হতে পারেন। এই পরিচর্যাকারীর বিষয়ে আমরা দেখতে পাই:-

১. তার নাম – একটি অযিহূদী বা পৌত্তলিক নাম: *দিয়ত্রিফেস* (Diotrephes), যাতে খুঁজে পাওয়া যায় ন-খ্রীষ্টান চেতনার আভাষ।

২. তার মনোভাব ও চিন্তা-চেতনা – গর্ব ও উচ্চাভিলাষে পূর্ণ: সে *তাদের মধ্যে প্রধান হতে চায়*। প্রত্যেক যুগেই অনেকের মাঝে এই ধরনের মন্দ অভিলাষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রাধান্যপ্রিয়তা যীশু খ্রীষ্টের যে কোন পরিচর্যাকারীর জন্যই এক অসুস্থ মানসিকতার পরিচয় দেয়, যা ঈশ্বরের মণ্ডলীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে।

৩. প্রেরিতের কর্তৃত্ব, পত্র ও বন্ধুদের প্রতি তার বিদ্বেষ ও অস্বীকৃতি।

(১) প্রেরিতের কর্তৃত্বের প্রতি বিদ্বেষ ও অস্বীকৃতি: "*সে যেসব কাজ করে* তা আমাদের কাজের বিপরীত। *সে মন্দ কথা বলে আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে*।" মানুষের অন্তরের বিদ্বেষ কত দূর পর্যন্তই না যেতে পারে! কিন্তু যারা এই মন্দ উচ্চাভিলাষের

বিরোধিতা করে তাদের জন্য জন্ম নেয় তীব্র আক্রোশ। অন্তরের ঘৃণা ও মন্দ ইচ্ছা মানুষের ঠোঁট দিয়ে বের হয়ে আসে। আমাদের অন্তর ও মুখ দু'টোর ব্যাপারেই সতর্ক থাকা দরকার।

(২) প্রেরিতের পত্রের প্রতি অস্বীকৃতি: "*আমি মণ্ডলীকে কিছু লিখেছিলাম* (পদ ৯), মূলত কোন কোন ভাইয়ের জন্য প্রশংসাসূচক বক্তব্য ছিল সেখানে। *কিন্তু দিয়ত্রিফেস আমাদের স্বীকার করে না*, আমাদের পত্র ও আমাদের সাক্ষ্য সে গ্রহণ করে না।" সম্ভবত এটি এমন একটি মণ্ডলী যার সদস্য ছিলেন গায়ঃ। সুসমাচারের মণ্ডলী এমন একটি সুসংগঠিত সমাজ, যেখানে প্রতিনিয়ত বিশ্বাসীদের পরস্পরের মধ্যে পত্র প্রেরণ করা হবে এবং যোগাযোগ স্থাপিত হবে। সুসমাচারের মণ্ডলীর কাছ থেকে তাই এটাও আশা করা হয়ে থাকে যে, যে কোন বিদেশী বিশ্বাসী ভাইকেও তারা গ্রহণ করবে ও স্থান দেবে। প্রেরিত যোহন সম্ভবত এই ভাইদের মাধ্যমে ও তাদের সাথেই পত্রটি লিখেছিলেন। গর্ব ও অহঙ্কারে পূর্ণ একটি আত্মার কাছে প্রৈরিতিক কর্তৃত্ব ও পত্র খুব সামান্যই তাৎপর্য বহন করে।

(৩) তাঁর বন্ধু, তাঁর ভাইদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: *সে নিজেও ভাইদেরকে গ্রহণ করে না আর যারা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে তাদেরকেও বারণ করে এবং মণ্ডলী থেকে বের করে দেয়*, পদ ১০। যিহূদী ও অযিহূদী খ্রীষ্টানদের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রথাগত কিছুটা ভিন্নতা ছিল। পালকদের উচিত আন্তরিকভাবে এই পার্থক্যগুলোর মধ্যে যেগুলো আসলেই পালনীয় সেগুলো পালন করা এবং বাদবাকি সবগুলো বর্জন করা। একজন পালক সর্বময় স্বাধীনতার অধিকারী নন, তিনি ঈশ্বরের লোকদের পালনকারী মাত্র। আমরা নিজেরা যদি কোন ভাল কাজ না করিষ্থীয় সেটা খুব খারাপ কাজ। কিন্তু যদি যারা ভাল কাজ করতে চায় তাদেরকেও যদি আমরা বাধা দিই সেটা হবে আরও বেশি খারাপ কাজ। মণ্ডলীর ক্ষমতা ও মণ্ডলীর বিধি-বিধান প্রায়শই অপব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেককেই মণ্ডলী থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়, যাদেরকে আসলে সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করা ও স্বাগতম জানানো উচিত। ধিক তাদেরকে, যারা ভাইদেরকে মণ্ডলী থেকে বিতাড়িত করে, যে ভাইদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং তাঁর রাজ্যের অংশীদার করেছেন!

৪. এই উদ্ধত ও গর্বিত ব্যক্তির প্রতি প্রেরিতের বিদ্বেষ প্রকাশ: "*এজন্য যদি আমি আসি, তবে সে যেসব কাজ করে তা স্মরণ করাব* (পদ ১০), আমি তাকে তিরস্কার করব।" আপাতদৃষ্টিতে প্রেরিত যোহন এখানে তাঁর প্রৈরিতিক ক্ষমতা প্রকাশের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যোহন তাঁর প্রৈরিতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে দিয়ত্রিফেসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ইচ্ছা এখানে প্রকাশ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি মণ্ডলীকেই পুরো বিষয়টি অবগত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাবেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ কর্তৃত্ব দ্বারা স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রতিহত করাটাই বিধেয়। মণ্ডলীটির প্রকৃত শাসনভার যাদের হাতে, তাদের হাতেই এই বিচারের ভার তুলে দেওয়া যথাযথ হবে বলে যোহন ভেবেছেন।

খ. বিভিন্ন চরিত্রের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এই অংশে, সেই সাথে ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তার মন্দ দিকগুলোকে সাবধানে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও

সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে: *যা মন্দ তার অনুকারী হয়ো না, কিন্তু যা উত্তম তার অনুকারী* হও, পদ ১১। ন-খ্রীষ্টান স্বভাবের মন্দতাকে কোনভাবেই অনুকরণ করা উচিত নয়; বরং এর বিপরীতে জ্ঞানে, শুদ্ধতায়, শান্তিতে ও ভালবাসায় যা কিছু উত্তম তা আমাদেরকে অনুসরণ ও আয়ত্ব করতে হবে। যারা ইতোমধ্যে উত্তম তাদের জন্য সাবধানতা ও পরামর্শ একেবারে অকার্যকর নয়। যারা ভালবাসায় নিজেদেকে পূর্ণ করেছে তারা অবশ্যই সন্তুষ্ট চিত্তে প্রেরিত যোহনের এই সকল পরামর্শ গ্রহণ করবে। *প্রিয়তম, যা মন্দ তার অনুকারী হয়ো না*। এই সাবধানবাণী ও পরামর্শের পেছনে একটি যথোপযুক্ত যুক্তি রয়েছে।

১. পরামর্শের ক্ষেত্রে: *যা উত্তম তার অনুকারী* হও; কারণ যিনি উত্তম কাজ করেন, যিনি স্বভাবগতভাবেও উত্তম, কাজের ক্ষেত্রেও উত্তম ও অন্যদের জন্য মঙ্গল সাধনকারী, তিনি অবশ্যই ঈশ্বরের লোক, তিনি ঈশ্বর হতে জাত। ভাল কাজ করার অভ্যাসই আমাদের সাথে ঈশ্বরের সুসম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ।

২. সাবধানবাণীর ক্ষেত্রে: *যা মন্দ তার অনুকারী হয়ো না*; কারণ যে লোক মন্দ কাজ করে, যার অন্তর সব সময় মন্দ কাজের প্রতি ধাবিত হয়, সে কখনো ঈশ্বরকে দেখে নি, সে ঈশ্বরের পবিত্র প্রকৃতি ও ইচ্ছা কখনো অনুভব করে নি। মন্দ কাজ যারা করে, তারা ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষার মিথ্যা গর্ব করে বেড়ায়।

৩ যোহন ১:১২-১৫ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. আরেকজন ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ। এই ব্যক্তিটির নাম দীমীত্রিয় (Demetrius), যার বিষয়ে অন্য কোথাও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই পত্রের মধ্য দিয়ে তার নাম এখনো উচ্চারিত হচ্ছে। পৃথিবীর কোন মহান ব্যক্তি বা তার সন্তান হওয়ার চেয়ে সুসমাচারে নিজ নাম অঙ্কিত হওয়া ও মণ্ডলীতে নিজ সুনাম ছড়িয়ে পড়া আরও অনেক বেশি গৌরব ও মহিমার কারণ। দীমীত্রিয়ের চরিত্রগত স্বভাবের কারণেই তার প্রশংসা করা হয়েছে। তাকে এভাবে প্রশংসিত করা হয়েছে:

১. সার্বজনীনভাবে: *দীমীত্রিয়ের পক্ষে সকলে সাক্ষ্য দিয়েছে*। হাতে গোণা কয়েকজন মানুষকেই সমস্ত লোক ভাল বলবে এবং কখনো কখনো মানুষ ভুল বুঝেও মন্দ কাউকে ভাল বলে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি সার্বিকভাবে পবিত্র ও খাঁটি অন্তরের অধিকারী, সেই ব্যক্তিই সকলের প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য।

২. এই প্রশংসা তার প্রাপ্য ও এর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে: *এমন কি, স্বয়ং সত্য সাক্ষ্য দিয়েছে*, পদ ১২। অনেকেরই নানা বিষয়ে সুনাম রয়েছে ও অনেক মানুষই তাদের প্রশংসা করে থাকে; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য নিজে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেয় না। তাদের মধ্যে সত্যের ঘাটতি থাকে। তারাই সুখী, যাদের আত্মা ও কার্যাবলী ঈশ্বর ও মানুষের সামনে তাদেরকে প্রশংসিত করে।

৩. প্রেরিত ও তাঁর বন্ধুরা তার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন: *এবং আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি*। সেই সাথে গায়ের জন্যও প্রেরিত বিশেষ বিবেচনার অনুরোধ রেখেছেন: *আর তুমি* (তুমি ও তোমার বন্ধুরা) *জানো যে, আমাদের সাক্ষ্য সত্য।* হয়তো যোহন পত্রটি লেখার সময় যে মণ্ডলীতে অবস্থান করছিলেন, দীমীত্রিয় সেই মণ্ডলীরই সদস্য ছিলেন। সুপরিচিত হওয়াটা ভাল এবং অন্তরের উত্তমতা ও পবিত্রতার কারণে পরিচিত হওয়াটা আরও বেশি ভাল। আমাদেরকে অবশ্যই তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দান করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যারা উত্তম ব্যক্তি। উত্তম ব্যক্তিদের সংস্পর্শে যারা থাকবে তাদের জন্য ও সেই উত্তম ব্যক্তিদের জন্যও এই সাক্ষ্যদান অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ এতে করে তাদের অন্তরের শুদ্ধতা সকলের সামনে প্রকাশিত হয় এবং প্রত্যেকে তাদেরকে জানতে ও চিনতে পারে।

খ. পত্রটির যবনিকাপাত। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

১. প্রেরিত যোহনের ব্যক্তিগত সাক্ষাতের ব্যাপারে কিছু কথা: *তোমাকে লিখবার অনেক কথা ছিল, কিন্তু কালি ও লেখনী দ্বারা লিখতে ইচ্ছা হয় না। আশা করি, খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে দেখব*, পদ ১৩,১৪। অনেক কিছুই আছে যা পত্রে প্রকাশ করার বদলে সামনা-সামনি দেখা করে প্রকাশ করাটা আরও বেশি উপযুক্ত। কিছু সময়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দেখা করলে হয়তো সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়, যা অনেক অনেক চিঠি লিখলেও হয়তো হত না; কিন্তু আত্মিক বিশ্বাসীরা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করার মধ্য দিয়ে যে আনন্দ পান তার কাছে এই ব্যয় অতি তুচ্ছ।

২. আশীর্বাণী: *তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক*। যারা নিজেরা উত্তম ও সুখী, তারা অন্যদের জীবনেও তেমনটা দেখতে চান।

৩. গায়ের প্রতি অন্য সকল বিশ্বাসীদের সম্ভাষণ: *বন্ধুরা তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন*। ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের কারণে যারা বন্ধু হিসেবে পরিগণিত হন, তারা প্রত্যেকের কাছ থেকেই সার্বজনীনভাবে সম্মান ও শুভেচ্ছা লাভ করে থাকেন। এই ধার্মিক বিশ্বাসীরা গায়ের প্রতি শুভেচ্ছা জানানোর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আরও গভীরভাবে প্রকাশ করছেন।

৪. গায়ের মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্য ও তাদের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেককে যোহন খ্রীষ্টিয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন: *তুমি প্রত্যেকের নাম করে বন্ধুদেরকে শুভেচ্ছা জানাও*। আমার মতে যাদেরকে এভাবে নাম ধরে সম্বোধন করার অনুরোধ করা হয়েছে তারা সংখ্যায় খুব বেশি ছিলেন না। তবে আমাদেরদেরকে ভালবাসার পাশাপাশি নম্রতাও শিখতে হবে। খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র, তাকেও শুভেচ্ছা জানানো কর্তব্য। যারা এই পৃথিবীতে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানায় ও ভালবাসে, তারা স্বর্গের এবাবে জীবন কাটানোর জন্য প্রত্যাশা করতে পারে। যে প্রেরিত স্বয়ং যীশু খ্রীষ্টের কোলে হেলান দিয়েছিলেন, তিনি খ্রীষ্টের প্রত্যেক বন্ধুকে তাঁর অন্তরে স্থান দিয়েছেন।

যিহূদার লেখা পত্র

ভূমিকা

এই পত্রটির রচনাশৈলীকে অন্যান্য আরও কয়েকটি পত্রের মত *সাধারণ* বা *ক্যাথলিক* ভঙ্গিতে ফেলা যায়, কারণ এটি কোন বিশেষ কোন ব্যক্তি, পরিবার, বা মণ্ডলীকে সম্বোধন করে লেখা হয় নি, বরং একাধারে পুরো খ্রীষ্টিয় সমাজকে বিশেষণ করে লেখা হয়েছে, বিশেষ করে যারা পরবর্তী সময়ে যিহূদী বা পৌত্তলিক ধর্ম থেকে মন পরিবর্তন করে যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকেই শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টিয় সমাজের দৃঢ়, স্থায়ী ও অপরিহার্য অংশ বলে প্রতীয়মান করা হবে। এই পত্র এবং পিতরের ২য় পত্রের ২য় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু আসলে প্রায় একই। পিতরের পত্রে এ নিয়ে বেশ কিছু কথা বলার কারণে এখানে নতুন করে খুব বেশি কিছু ব্যাখ্যা করার নেই। এই পত্রটি লেখা হয়েছে প্রলোভনকারী ও তাদের প্রলোভনের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করে তোলার জন্য, আমাদের মাঝে পরস্পরের জন্য একটি উষ্ণ ভালবাসা জাগিয়ে তোলার জন্য এবং সত্যের (প্রামাণ্য ও অপরিহার্য সত্য) প্রতি নিবদ্ধ থাকার আন্তরিক আগ্রহের জন্য। এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে পবিত্রতার, যার অন্যতম উল্লেখ্য প্রশাখা হচ্ছে ভালবাসা, আন্তরিক ও পক্ষপাতিত্ববিহীন ভ্রাতৃপ্রেম। যে সত্য আমাদেরকে আঁকড়ে ধরতে হবে ও অনুসন্ধান করতে হবে, বহু মানুষ সেই সত্যের পরিচয় পেয়েছে এবং তা থেকে তারা কখনো বিচ্যুত হবে না। এই সত্যের বিশেষ দু'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে:- এই সত্য যীশুতে আছে (ইফি ৪:২১) এবং এই সত্য ঈশ্বরভক্তির পথে চালিত করে (তীত ১:১)। সুসমাচার হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টের সুখবর। তিনি তা আমাদের কাছে উন্মোচিত করেছেন এবং তিনিই এর মূল বিষয়বস্তু। আর এই কারণে আমরা তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর বৈশিষ্ট্য ও পদমর্যাদা সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানতে বাধ্য। যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টিয়ান বলে পরিচয় দেয় তাদেরকে কোন অজুহাতেই এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া চলে না। আমরা জানি যে, কোন ঝর্ণাধারা থেকে আমাদের সম্পূর্ণভাবে ও এককভাবে পরিত্রাণ দানকারী সকল জ্ঞান আহরণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া এটি একই সাথে ঈশ্বরত্বেরও শিক্ষা দেয়। যে জ্ঞান মানুষের কলুষতাপূর্ণ লালসাকে সামান্যতম সমর্থনও যোগায় তা কখনো ঈশ্বরের কাছ থেকে আসতে পারে না। এই মিথ্যা জ্ঞান তাদেরই, যারা এই কলুষতাকে লালন করে। মানুষের অন্তরের জন্য বিপজ্জনক সমস্ত ভ্রান্তি খুব দ্রুত মণ্ডলীতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। দাসেরা *ঘুমিয়ে পড়লে শ্যামাঘাসের বীজ বোনা হয়*। কিন্তু তখনও স্বর্গীয় জ্ঞান ও দয়ার প্রত্যাদেশ নিহিত ছিল যা ঈশ্বরভক্তদের মাঝে প্রতীয়মান হয়েছিল এবং তারা নিজেদের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটাতেন। অপরদিকে অন্তত কয়েকজন প্রেরিত তখনও উজ্জীবিত ছিলেন এবং তারা এই জ্ঞানের প্রকৃত চর্চা সাধন করেছিলেন ও যারা তাদের বিরোধিতা করছিল তাদের সকলকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আমরা এ কথা ভাবতে পারি যে, আমরা যদি তাদের যুগে জন্ম নিতাম, তাহলে আমাদের

নিজেদেরকে সব সময় প্রলোভনকারীর ছল চাতুরি থেকে রক্ষা করে চলতে হত। অবশ্য সে সময় প্রেরিতদের মত আমাদের কাছেও থাকত সাক্ষ্য ও সত্য, যা আমাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। আমরা যদি প্রলোভনকারীদের কথা শুনে তা বিশ্বাস না করি, তাহলে আর তাদের মধ্যে বাস করা বা তাদের সাথে কথা বলার মাঝে ক্ষতির কিছু নেই।

প্রেরিত যিহূদার পত্র

অধ্যায় ১

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. এই অধ্যায়ে লেখক সম্পর্কে কিছু পরিচিত, মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য, সুখী মাণ্ডলিক সমাজের প্রাপ্ত অনুগ্রহ ও অধিকারসমূহ, পদ ১,২।

খ. এই পত্রটি লেখার উদ্দেশ্য, পদ ৩।

গ. মন্দ ও ভণ্ড মানুষদের বৈশিষ্ট্য, যারা ইতোমধ্যে মণ্ডলীর শৈশব কালে উদ্ভূত হয়েছে এবং পরবর্তী সময়েও তাদেরই মত মন্দ অন্তরের অধিকারী লোকদের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবে, পদ ৪।

ঘ. প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা করা থেকে বিচ্যুত হয়ে এ ধরনের ভণ্ড লোকদের পথ অনুসরণ করা এবং মিসর থেকে বের হয়ে আসা অভিযোগকারী ইস্রায়েল জাতির মত ও স্বর্গ থেকে পতিত হওয়া স্বর্গদূতের মত হয়ে পড়া এবং সেই সাথে তাদের পরিণতি হিসেবে সদোম ও ঘমোরার শাস্তির কথা উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে, পদ ৫-৭।

ঙ. যাদের সাথে সেই সকল প্রলোভনকারীর বহুলাংশে মিল রয়েছে এবং যাদের প্রতি প্রেরিত এই অভিযোগ করছেন, তাদের বিস্তৃত বর্ণনা (পদ ৮-১৩)।

চ. এরপরে (তাঁর আলোচনার সাথে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হওয়ায়) তিনি হনোক কর্তৃক ভবিষ্যত বিচারের একটি প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণী পুনরায় বিধৃত করেছেন, পদ ১৪,১৫।

ছ. তিনি প্রলোভনকারীর চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন এবং যারা নিজেদেরকে এর হাত থেকে দূরে রেখে সৎ চরিত্রের অধিকারী হতে চায় তাদের প্রয়োজনীয় যে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কে তিনি বিবৃতি দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, এই সকল ঘটনা যে ঘটবে তা বহু আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, পদ ১৬-১৯।

জ. প্রেরিত যিহূদা তাদেরকে উৎসাহিত করেছেন যেন তারা বিশ্বাসে ধৈর্য ধারণ করে, প্রার্থনায় একাগ্রতা অর্জন করে, ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে যেন কোনভাবে বিচ্যুত না হয় সেজন্য সদা সতর্ক থাকে এবং অনন্ত জীবনের একটি জীবন্ত আশা ধারণ করে, পদ ২২,২৩।

ঝ. শেষ দুটি পদে ঈশ্বরকে চমৎকার ভাষায় প্রশংসা ও গৌরব দান করার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর পত্রটি সমাপ্ত করেছেন।

যিহূদা ১:১-২ পদ

এখানে আমরা একটি ভূমিকা বা মুখবন্ধ দেখতে পাই:-

ক. এই অংশের শুরুতেই এই পত্রটির লেখকের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। তিনি হলেন যিহূদা। তাঁর নামটি নেওয়া হয়েছে পূর্বপুরুষ যাকোবের একজন পুত্রের নামে, যিনি প্রথমজাত সন্তান না হলেও যাকোবের প্রধান ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উত্তরাধিকারী পুত্র ছিলেন। সরাসরি গণনা করে দেখা গেছে যে, এই যিহূদার বংশ থেকেই খ্রীষ্ট এসেছিলেন, অর্থাৎ সরাসরি খ্রীষ্টের পূর্বপুরুষ ছিলেন যিহূদা। এই নামটি গুরুত্বের দিক থেকে ছিল প্রসিদ্ধ ও সম্মান নির্দেশক।

১. তথাপি এই নামটি এক মন্দ ব্যক্তির নামকেও প্রতিফলিত করে। আমাদের খুব পরিচিত আরেক যিহূদা (যে তার জন্মস্থানের নাম অনুসারে ইস্কারিয়োৎ নামটি ধারণ করেছিল) ছিল একজন ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক। সে তার নিজের ও আমাদের প্রভুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এই একই নাম একাধারে সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে মন্দ উভয় ব্যক্তির নাম। এখান থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে, আমরা নিশ্চয়ই ভাল ও বিখ্যাত মানুষদের নাম ধারণ করতে পারি, কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে যে কাজগুলো করবো সেগুলোর ভিত্তিতেই আমাদেরকে মূল্যায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে আমাদের বাবা-মা আমাদেরকে যে ধরনের ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে এই নাম দিয়েছিলেন, তা আমাদের বিবেচনা করা উচিত এবং নিজেদেরকে সেই নামধারী মহান ব্যক্তির চরিত্র অনুসারে গড়ে তোলার চেষ্টা ও প্রত্যাশা করা উচিত।

২. কিন্তু আমাদের পত্রটির লেখক যিহূদা ছিলেন একেবারে ভিন্ন একজন মানুষ। তিনি ছিলেন একজন প্রেরিত, আর ইস্কারিয়োতও ছিল প্রেরিত। কিন্তু লেখক যিহূদা ছিলেন একজন যীশু খ্রীষ্টের একজন আন্তরিক শিষ্য ও ঐকান্তিক অনুসারী, অপরজনের মাঝে যে স্বভাবটি দেখা যায় নি। তিনি ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের একজন বিশ্বস্ত দাস,আর সে ছিল একজন বে বিশ্বাস ও খুনী। এই কারণে এখানে দুই ব্যক্তিকে খুব সহজে আলাদা করা যায়। ড. ম্যান্টন এ সম্পর্কে উক্তি করেছেন যে, ঈশ্বর তাঁর আন্তরিক ও বিশ্বস্ত সেবকদের চমৎকার নামের মর্যাদা রক্ষা করেন। কেন তাহলে আমরা শুধু শুধু নিজেদের বা অন্যদের সম্মান প্রাপ্তি থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করব? আমাদের প্রেরিত এখানে নিজেকে যীশু খ্রীষ্টের

একজন দাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যা সবচেয়ে সম্মানজনক উপাধি বলে গণিত হওয়া উচিত। পৃথিবীতে একজন ক্ষমতাশালী ও সম্পদশালী রাজা হওয়ার চেয়ে যীশু খ্রীষ্টের একজন আন্তরিক ও বিশ্বস্ত দাস হওয়াটা আরও বেশি সম্মানের বিষয়। যিহূদা হয়তো বংশগত দিক থেকে খ্রীষ্টের বংশের লোক বলে নিজেকে নিয়ে গর্ব করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেই পরিচয় ঝেড়ে ফেলে দিয়েছেন এবং খ্রীষ্টের দাস হওয়াকেই তিনি নিজের জন্য গৌরবের বলে মনে করেছেন। লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) বংশগত দিক থেকে খ্রীষ্টের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চাইতে বরং তাঁর বিশ্বস্ত দাস হওয়াটা আরও মহা সম্মান ও মর্যাদা বয়ে নিয়ে আসে। খ্রীষ্টের বংশের নিকট আত্মীয় ও পরিজনরা, তাঁর বংশের পূর্বপুরুষরা ও পরবর্তী প্রজন্মরা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছেন ও বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু এর কারণ তারা যে নেহায়েত মানুষ ছিলেন তা নয়, উপরন্তু তাদের মধ্যে কাজ করেছিল খ্রীষ্টের প্রতি অজ্ঞতা ও তাদের নিজেদের কলুষতা। অথচ খ্রীষ্টের বংশের লোক ও নিকট আত্মীয় হিসেবে তাদের এমন মানুষ হওয়া উচিত ছিল, যাদের মধ্যে থাকবে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং খ্রীষ্টের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্যদের মত তাদেরও উচিত ছিল এক খোদায়ী চেতনায় সর্বদা উজ্জীবিত থাকা। নোহের একজন সন্তান হয়তো বা পার্থিব ধ্বংসের বন্যা থেকে জাহাজের মাধ্যমে রক্ষা পেয়ে যেতে পারে, কিন্তু অবশেষে স্বর্গীয় ক্রোধের ভয়াল স্রোতের মুখোমুখি তাকে হতেই হবে এবং তখন অবশ্যই তাকে অনন্ত আগুনের প্রতিশোধের তাপ অনুভব করতে হবে। খ্রীষ্ট নিজে আমাদেরকে এ কথা বলছেন যে, যে তাঁর কথা শোনে এবং সে অনুসারে কাজ করে (অর্থাৎ শুধুমাত্র তার কাজের কথা বলা হচ্ছে), সে তাঁর ভাই, তাঁর বোন এবং মা। এর অর্থ হচ্ছে তাঁর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের চেয়ে আরও বেশি সম্মানজনক ও ঘনিষ্ঠ অবস্থান তিনি তাকে দান করবেন। দেখুন মথি ১২:৪৮-৫০।

(২) এই পত্রে প্রেরিত যিহূদা নিজেকে একজন দাস হিসেবে প্রকাশ করেছেন; যদিও তিনি ছিলেন একজন প্রেরিত, খ্রীষ্টের রাজ্যের অত্যন্ত সম্মানজনক একজন ব্যক্তি। একজন আন্তরিক পরিচর্যাকারীর জন্য (এবং সেই সাথে সমস্ত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্যও) যীশু খ্রীষ্টের দাস হওয়াটা সবচেয়ে সম্মানজনক বিষয়। প্রেরিতরা তাদের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ার আগে খ্রীষ্টের দাস ছিলেন, কিন্তু এখন প্রেরিত হিসেবে উপাধি অর্জন করার পরও তারা খ্রীষ্টের দাসই আছেন। খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীরা কেউ একে অপরের উপরে কর্তৃত্ব করেন না, বরং তারা একে অপরের সহকারী ও পরিচারক। আমাদের পরিত্রাণকর্তা এই বিষয়ে কী মত ব্যক্ত করেছেন তা দেখা যাক: *তোমাদের মধ্যে যে কেউ মহান হতে চায়, সে তোমাদের পরিচারক হবে*, মথি ২০:২৫,২৬।

যিহূদা দ্বিতীয় যে পরিচয়টি দিয়েছেন তা হচ্ছে, *যাকোবের ভাই*। এই যাকোব হলেন সেই ব্যক্তি, যাকে প্রাচীন মণ্ডলীতে যিরূশালেমের প্রথম বিশপ বলে সম্বোধন করা হত। তাঁর চরিত্র ও তাঁর সাক্ষ্যমর হওয়ার কথা যোসেফাস বর্ণনা করেছেন। তার মতে যাকোবের প্রতি সাধিত চরম নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা এই শহরের ধ্বংস ও পতনকে আরও তরান্বিত করেছিল। এই যাকোব সম্পর্কে ছিলেন যিহূদার ভাই। বিনা সঙ্কোচেই ধরে নেওয়া যায় যে, তিনি

যিহূদার আপন ভাই ছিলেন। এমন একজন ভাই থাকা তাদের উভয়ের জন্যই অত্যন্ত সম্মানজনক একটি ব্যাপার ছিল। আর যিহূদা নিজেও যাকোবকে তাঁর ভাই হিসেবে উল্লেখ করাটা গর্বের বিষয় বলে বিবেচনা করেছেন। তাদেরকে নিয়ে আমাদের গর্ব করা উচিত, যারা আমাদের চেয়ে বয়সে, পদমর্যাদায়, দানে ও অনুগ্রহে বড়। তাদেরকে কোন মতেই হিংসা করা উচিত নয়, আবার এর জন্য তাদেরকে তোষামোদি বা শুধুমাত্র তাদের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করাও উচিত নয়, বরং আমাদের যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে হবে যে, তারা কোন ভুল করেছিলেন কি না। এই যুক্তি দ্বারা চালিত হয়েই পৌল পিতরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর মহা সম্মান ও প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁর প্রতি তাঁর যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল তার প্রতি যথাসাধ্য সম্মান রেখে তাঁর যে দোষগুলো ছিল তার জন্য অকপটে তাঁর প্রতি অভিযোগ করেছেন, কারণ পিতর আসলেই সেই অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার যোগ্য ছিলেন। এ সম্পর্কে জানার জন্য গালাতীয় ২:১১ ও পরবর্তী পদগুলো দেখুন।

খ. এখানে আমাদেরকে জানানো হচ্ছে যে, কাকে প্রেরিত এই পত্রটি লিখেছেন। বস্তুত *যারা আহ্বান পেয়েছে, যাদেরকে পিতা ঈশ্বর ভালবাসেন এবং যাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের জন্য রক্ষা করা হয়েছে, তাদের সমীপে* এই পত্রটি লেখা হয়েছে। আমি প্রথম কথাটি দিয়ে বলতে শুরু করব – যারা আহ্বান পেয়েছে, অর্থাৎ যারা খ্রীষ্টিয় বলে সম্বোধিত হয়, যারা ভালবাসার বিচারে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই বিচারে উত্তীর্ণ না হলে আমরা কোনভাবেই যথাযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে পরিচয় পেতে পারি না। আমাদের সমস্ত কথায় ও কাজে প্রকাশ পেতে হবে যে, অপরের প্রতি আমাদের ভালবাসা ও দয়ার মনোভাব রয়েছে। আমাদের অন্তরে এই ভালবাসা নিহিত থাকলে শুধু চলবে না, তাকে বাস্তবে প্রকাশ পেতে হবে। আমাদের কাজ দ্বারাই আমাদের ধার্মিকতার বিচার করা হবে, আমরা আমাদের আহ্বান অনুসারে পথ চলছি কি না তা যাচাই করা হবে। মণ্ডলী কখনো অন্তর্নিহিত বা লুক্কায়িত বিষয় নিয়ে বিচার করে না, পাছে আমরা আবেগতাড়িত হয়ে মঙ্গল সাধন না করে আরও অনর্থ ঘটাই। খ্রীষ্ট তাঁর বিচারে বলেছেন, শস্য কর্তনের সময় পর্যন্ত শ্যামাঘাস ও গম উভয়কে একত্রে বাড়তে দাও (মথি ১৩:২৮-৩০)। শস্য কর্তনের সময় আসলে পর দুটো পৃথক অবস্থান ও রূপ ধারণ করবে এবং তখন উপযুক্ত উপকরণ ব্যবহার করে সেগুলোকে আলাদা করে ফেলা যাবে। সময় না আসা পর্যন্ত আমাদেরকে সর্বক্ষণ চেষ্টা করে যেতে হবে যেন আমরা প্রত্যেকটি মানুষের মঙ্গল সাধন করতে পারি। আমাদের ভাইদের চরিত্র নিয়ে বিচার করতে যাওয়া বা তাদেরকে নিয়ে অযথা সমালোচনা বা চরিত্র বিশ্লেষণ করতে যাওয়াটা আমাদের জন্য সমীচিন নয়। প্রেরিত পৌল ভালবাসার যে সুবিস্তর বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে আমরা অন্তত এটুকু তো অনুসরণ করতে পারি (১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়)। আর এই চর্চার মাধ্যমেই আমরা নিজেরা যেমন তেমনি মণ্ডলীও তার আহ্বান অনুসারে পথ চলতে সক্ষম হবে। আর যদি এর অন্যথা হয়, তাহলে ঈর্ষা ও স্বার্থপরতা, অস্থিরতা ও সমুদয় দুষ্কর্ম দ্বারা সেই মণ্ডলী পরিপূর্ণ হবে (যাকোব ৩:১৬)।

অন্য দিকে, প্রেরিত যিহূদা হয়তো এখানে অন্যভাবে বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাদেরকে খ্রীষ্টিয় বলে আহ্বান জানানো হয়েছে, কারণ তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হয়েছে

এবং তারা তা সানন্দে গ্রহণ করেছে এবং তারা তা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছে ও সেই বাক্যের উপরে বিশ্বাস করেছে বলে স্বীকৃতি জানিয়েছে। এ কারণে তাদেরকে খ্রীষ্টের মণ্ডলীর ও সহভাগিতায় ও খ্রীষ্টিয় সমাজে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে – খ্রীষ্ট এই মণ্ডলীর ও সমাজের মস্তক এবং বিশ্বাসীরা হলেন এর সদস্য। বাস্তব ও স্বীকৃতি দানকারী বিশ্বসীগণ অবশ্যই মণ্ডলীতে দৃশ্যমান হবেন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টানদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে। তাদেরকে আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে এই পৃথিবী থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে। এই মন্দ পৃথিবী ও বদ-আত্মার আওতা থেকে মুক্ত হয়ে, এই পৃথিবীর অনেক উপরে এক উচ্চতর ও উত্তম বস্তুতে পরিপূর্ণ স্বর্গে অদেখা অনন্ত জীবন যাপন করার জন্য তাদেরকে পৃথক করে নেওয়া হয়েছে। পাপ থেকে খ্রীষ্ট কর্তৃক তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে। অসারতা থেকে আত্মিকতায়, অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতায় তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এর সবই করা হয়েছে স্বর্গীয় উদ্দেশ্য সাধন ও অনুগ্রহ দানের জন্য; *আর তিনি যাদেরকে আগে নির্ধারণ করলেন, তাদেরকে আহ্বানও করলেন*, রোমীয় ৮:৩০। যাদেরকে এভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে তারা হলেন:-

১. পবিত্র: ঈশ্বর ও পিতা কর্তৃক পবিত্রীকৃত। সাধারণত পবিত্র শাস্ত্রে পবিত্রীকরণ বলতে বোঝানো হয়ে থাকে পবিত্র আত্মার কাজ হিসেবে। তথাপি এখানে পবিত্রীকরণের কাজ সাধনকারী হিসেবে এসেছে পিতা ঈশ্বরের নাম, কারণ পবিত্র আত্মা কাজ করে থাকেন পিতা ও পুত্রের আত্মার পক্ষেই। লক্ষ্য করুন, যাদেরকে কার্যকরভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে তারা সকলে পবিত্রীকৃত হয়েছেন, তাদেরকে *ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী* করা হয়েছে (২ পিতর ১:৪); কারণ পবিত্রতা ছাড়া কেউই প্রভুর দর্শন পাবে না (ইব্রীয় ১২:১৪)। লক্ষ্য করুন, আমাদের পবিত্রীকরণ আমাদের নিজেদের কাজ নয়। যদি কেউ পবিত্রীকৃত হন, তাহলে অবশ্যই পিতা ঈশ্বরের শক্তিতে তারা তা অর্জন করেছেন। এখানে পুত্র বা পবিত্র আত্মাকে আলাদা করে দেখা যাবে না, কারণ তারা এক, তারা সকলে মিলে এক ঈশ্বর। আমাদের কলুষতা ও আমাদের পাপ একান্তই আমাদের নিজেদের। কিন্তু আমাদের পবিত্রীকরণ ও আমাদের পুনর্জাগরণের জন্য একান্তভাবে দায়ী ঈশ্বর ও তাঁর অনুগ্রহ। সে কারণে যদি আমরা আমাদের পাপ ও অপরাধের পাকে পড়ে হারিয়ে পাই তার জন্য অভিযুক্ত হব আমরাই। কিন্তু যদি আমরা পবিত্রীকৃত ও গৌরবান্বিত হই, তাহলে এর সমস্ত সম্মান ও গৌরবের দাবীদার অবশ্যই ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত আর কেউ নয়। আমি স্বীকার করিন্থীয় যে, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়াটা কঠিন, কিন্তু আমাদের কখনোই এই অপরিহার্য সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা বা অবজ্ঞা করা উচিত হবে না, কারণ আমরা কখনো নিজেদের ক্ষমতায় বা যোগ্যতায় এই কাজ সাধন করতে পারি না। এই যুক্তি থেকেও আমরা কখনো এ কথা প্রত্যাখ্যান করতে পারি না যে, আমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে কেউ কখনো এক ইঞ্চি পরিমাণও সামনে এগিয়ে যেতে পারে, যদিও আমরা প্রতি দিন ও প্রতি ঘণ্টায় এর বিপরীত ঘটনা দেখতে পাই।

২. আহ্বান প্রাপ্ত ও পবিত্রীকৃত ব্যক্তিদেরকে *যীশু খ্রীষ্টের জন্য রক্ষা করা হয়েছে*। ঈশ্বরই মানুষের আত্মায় অনুগ্রহের কাজ শুরু করেছিলেন, সে কারণে তিনিই এই কাজ চালিয়ে

যাবেন এবং তা নিখুঁতভাবে সম্পাদন করবেন। যখন তিনি তাঁর কাজ শুরু করেন, তিনি অবশ্যই তা নিখুঁতভাবে সম্পাদন করবেন। আমরা দুর্বল হলেও তিনি অটল ও দৃঢ়। *তিনি তাঁর নিজ হাতের কাজ ভুলে যান না*, গীতসংহিতা ১৩৮:৮। এ কারণে আমাদের নিজেদের উপরে বিশ্বাস করা উচিত নয়, কিংবা আমরা ইতোমধ্যে যে পরিমাণ অনুগ্রহ লাভ করেছি তার উপরেও আস্থা করে বসে থাকা উচিত নয়। বরং আমাদের আস্থা রাখতে হবে ঈশ্বরের প্রতি, শুধুই তাঁর প্রতি। আমাদেরকে যে কোন মূল্যে সব সময় তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস, আস্থা ও আশা জাগ্রত রাখতে হবে এবং চিরকাল নিজেদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য নিজেদেরকে সচেষ্ট রাখতে হবে। লক্ষ্য করুন:-

(১) বিশ্বাসীদেরকে নরকের দরজা থেকে রক্ষা করা হবে এবং স্বর্গের গৌরব ও মহিমা ভোগ করার জন্য সংরক্ষণ করা হবে।

(২) যাদেরকে রক্ষা করা হবে তাদের সকলকে খ্রীষ্টের জন্য রক্ষা করা হবে। তিনিই তাদের সুরক্ষার দুর্গ হয়ে তাদেরকে রক্ষা করবেন, যে পর্যন্ত তারা তাঁর সাথে একান্তভাবে সংযুক্ত থাকবে ও তাঁকে ছেড়ে কোন মতেই আলাদা হবে না।

গ. এখন আমরা দেখব যিহূদার প্রৈরিতিক শুভেচ্ছা বাণীটি: *করুণা, শান্তি ও ভালবাসা প্রচুররূপে তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক*। ঈশ্বরের করুণা, শান্তি ও ভালবাসা থেকেই আমাদের সমস্ত সান্ত্বনা, আমাদের জীবনের সমস্ত আনন্দ সুখভোগ এবং আমাদের উত্তম ভবিষ্যতের আশা উৎসারিত হয়।

১. আমরা যে সমস্ত উত্তম বস্তু লাভ করেছি বা যেগুলো আমরা প্রত্যাশা করিস্থীয় সেসবের উৎসধারা হচ্ছে ঈশ্বরের করুণা। এই করুণা শুধু দুঃখী হতভাগ্য মানুষের জন্য নয়, পাপী মানুষের জন্যও।

২. করুণার পরেই রয়েছে শান্তি, যা আমরা পাই করুণা লাভের অনুভূতি অর্জিত হওয়ার পর। আমরা যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে আমাদের পুনর্মিলন সাধনের মাধ্যম ব্যতীত আমরা আর কোনভাবে আমাদের সত্যিকার ও চিরস্থায়ী শান্তি লাভ করতে পারি না।

৩. করুণা থেকে যেমন শান্তির জন্ম হয়, তেমনি শান্তি থেকে জন্ম নেয় ভালবাসা, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা, তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা এবং একে অপরের প্রতি আমাদের ভ্রাতৃত্বসুলভ ভালবাসা।

প্রেরিত যিহূদা এই যে আবেদন করেছেন তা হয়তো আরও ব্যাপক অর্থে বলা যেতে পারে যে, খ্রীষ্টিয়ানরা হয়তো এই তিনটি উপাদানের সামান্যতম অংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারে, কিন্তু সমগ্র খ্রীষ্টিয় সমাজ এর দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়া আবশ্যক। লক্ষ্য করুন, ঈশ্বর আমাদেরকে সমস্ত অনুগ্রহ দান ও প্রত্যেকটি অনুগ্রহে পরিপূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। যদি আমরা এই পূর্ণতা থেকে কোন অংশে কম থেকে থাকি, তাহলে তা ঈশ্বরের

ঘাটতি নয়, আমাদের নিজেদেরই ঘাটতি।

যিহূদা ১:৩-৭ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. পরবর্তীকালে মন পরিবর্তনকারী যিহূদী ও অযিহূদীদের কাছে এই পত্রটি লেখার পেছনে প্রেরিত যিহূদার উদ্দেশ্য। মূলত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সত্যিকারের একটি স্থায়ী ও সন্তোষজনক খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করা এবং খ্রীষ্টিয় স্বভাব ধারণা করার জন্য উৎসাহিত করা ও নির্দেশনা দান করা। সেই সাথে তাঁর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে দ্ব্যর্থ কণ্ঠে তাদের বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করতে আহ্বান জানানো, বিশেষ করে যে সময়গুলোতে তাদের সামনে সবচেয়ে কুটিল প্রলোভন বা ষড়যন্ত্র কিংবা অমানবিক নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার বড় বাধা বিপত্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতি এলে পর আমাদের অবশ্যই অত্যন্ত সাবধানতার সাথে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আমরা যার উপরে বিশ্বাস করেছি, যে বিশ্বাসে ভর করে আমরা নিজেদেরকে দাঁড় করিয়েছি, নিজেদের বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করছি ও প্রচার করছি, তা সত্যিকার খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস কি না। সেখানে এমন কিছু থাকলে চলবে না যা অন্য কোন ধারণা বা মতবাদকে প্রতিফলিত করে, কিংবা পবিত্র আত্মা কর্তৃক অনুপ্রাণিত প্রেরিত বা সুসমাচার প্রচারকদের মুখঃনিসৃত বাক্য ব্যতীত অন্য কোন কথা বা মতামতও গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. সুসমাচারের পরিত্রাণ একটি সার্বজনীন পরিত্রাণ, অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির জন্য এটি সবচেয়ে আন্তরিক প্রস্তাবনা ও সুবর্ণ সুযোগ। এ কারণে খ্রীষ্ট তাঁর মহান আদেশ দিয়েছেন এভাবে (মার্ক ১৬:১৫,১৬): *তোমরা সারা পৃথিবীয় যাও, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর*। নিশ্চয়ই ঈশ্বর যা বলেন তা তিনি করেন। তিনি আমাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেন না, যা মানুষ করে থাকে। আর সে কারণে কেউই এই মহান অনুগ্রহপূর্ণ আহ্বান ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। কিন্তু যারা তাদের অবজ্ঞা ও গোঁড়ামির কারণে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখবে, তারাই পরিশেষে এ থেকে বঞ্চিত হবে। *যে ইচ্ছা করে, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক*, প্রকাশিত বাক্য ২২:১৭। সমস্ত বিশ্বাসীদের কাছে এই জল পানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যেমন দুর্বলদের জন্য, তেমনি সবলদের জন্যও এই জল পান করার সুযোগ রাখা হয়েছে। ঈশ্বরের নিগূঢ়তত্ত্ব কী হতে পারে তা ভেবে কেউ যদি নিজেকে উন্মোচিত সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তাহলে আদৌ কোন লাভ নেই, কারণ এর কোন কিছু পরিবর্তন করার সাধ্য তাদের নেই। ঈশ্বরের বিধান সুদৃঢ় ও গুপ্ত, তাঁর সকল চুক্তি স্পষ্ট ও পরিষ্কার। "সমস্ত উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী যীশুকে তাদের সার্বজনীন মস্তক হিসেবে বিবেচনা করে তাঁর দেহ হিসেবে একত্রিত হয়। তারা এক ও অভিন্ন পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয় এবং অনুগ্রহের একই সিংহাসনে আসন গ্রহণ করে। তারা এক সাথে ঈশ্বরের উত্তরাধিকার লাভের জন্য প্রত্যাশা করে।" এই উত্তরাধিকার অবশ্যই গৌরবময়, কিন্তু তা কেমন গৌরবের বা কতটুকু গৌরবের তা আমরা বলতে পারি না বা বর্তমানে

জানতেও পারি না। কিন্তু আমরা এটুকু বলতে পারি যে, আমাদের বর্তমান প্রত্যাশার চাইতে তা অনেক গুণে বেশি।

২. সকল পবিত্র ব্যক্তিবর্গের বিশ্বাসের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এই সার্বজনীন পরিত্রাণ। এই সত্য শিক্ষাকে তারা মনে প্রাণে লালন করেন। তাদের মতে *এই কথা বিশ্বাসযোগ্য ও সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য*, ১ তীমথিয় ১:১৫। এটি সেই বিশ্বাস যার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একযোগে পবিত্র হতে পারে, পবিত্র মানুষের পরিণত হতে পারে। এই সত্য বাক্যের সাথে আর কোন কিছু যুক্ত করা যায় না, এখান থেকে আর কোন কিছু বিয়োগ করা যায় না, কিংবা এর কোন অংশও কোনভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এই বাক্যের নির্ভরতায় আমরা বাস করব, এখানেই আমরা নিরাপদে থাকব। যদি আমরা এর এক ধাপও এদিক সেদিক যেতে চাই তাহলে আমাদের প্রলোভনের জালে জড়িয়ে পড়ার মত আশঙ্কা থাকে।

৩. প্রেরিতগণ ও সুসমাচার প্রচারকদেরগণ প্রত্যেকে আমাদের কাছে এই সার্বজনীন পরিত্রাণের কথা বলেছেন। তাদের লেখা বাক্যগুলো যারা সতর্কতার সাথে পাঠ করবে তারা কোনভাবেই তা সন্দেহ করবে না। কেউ যদি ভাবে যে, তাঁরা নিজেদের কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য এ সকল বাক্য লিখে গেছেন, তাহলে তা খুবই আশ্চর্যের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, বিশেষ করে যেখানে তাঁরা নিজেরা কখনো এ ধরনের কথা চিন্তাও করেন নি। তাঁরা যে পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে এ কথা ঘোষণা করেছেন তা আমাদের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ। একজন মানুষের বিশ্বাস করার জন্য ও সার্বজনীন পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য যা কিছু জানার প্রয়োজন তার সবই তাঁরা আমাদেরকে তাঁদের বাক্যের মধ্য দিয়ে জানিয়েছেন।

৪. যারা সার্বজনীন পরিত্রাণের বিষয়ে প্রচার করেন বা কথা বলেন তাদেরকে সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যেন তারা তাদের সবটুকু দিয়ে এই দায়িত্ব যথা সম্ভব সুন্দর ও উপযুক্তভাবে পালন করতে পারেন। ঈশ্বর বা তাঁর লোকদের প্রতি তাদের এমনভাবে দায়িত্ব পালন করা উচিত নয় যার কারণে তাদের এতটুকুও ত্যাগ স্বীকার করতে হয় না, কিংবা সামান্যই কষ্ট পোহাতে হয়, ২ শমূয়েল ২৪:২৪। এমন আচরণের অর্থ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্তভাবে দায়িত্ব পালন না করা এবং মানুষের প্রতি অবিচার করা। প্রেরিত যিহূদা (অনুপ্রাণিত হওয়া সত্ত্বেও) তাঁর নিজের সর্বাত্মক ঐকান্তিকতা দিয়ে চেষ্টা করেছেন সার্বজনীন পরিত্রাণের ব্যাপারে আমাদেরকে জানানোর জন্য। এই প্রেক্ষিতে যারা (অনুপ্রাণিত না হয়েও) আন্তরিকতার পরিচয় না দিয়ে মানুষকে বলে (এমনকি ঈশ্বরের নাম পর্যন্ত না নিয়ে), *quicquid in buccam venerit* – সামনে কী কী ঘটবে এবং এ কাজের জন্য পবিত্র শাস্ত্রের বাক্যের অপব্যবহার করে ও তা নিয়ে এতটুকু সচেতন নয়, তাদের কী পরিণতি ঘটবে? যারা পবিত্র বাক্য ব্যবহার বলবেন, পবিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলবেন, তাদেরকে অবশ্যই যথাযোগ্য সম্মান, যত্ন ও আন্তরিকতা সহকারে তা করতে হবে।

৫. যারা এই সার্বজনীন পরিত্রাণের শিক্ষা ও মতবাদ লাভ করেছেন তাদেরকে অবশ্যই একাগ্রতার সাথে এই পরিত্রাণ লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে হবে। একাগ্রতার সাথে, উগ্রভাবে নয়। যারা খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে কার্যকর হওয়ার জন্য বা খ্রীষ্টিয় জীবনে উপযুক্তভাবে চলার জন্য ঐকান্তিকতা প্রকাশ করে, তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পন্থায় তা করতে হবে, নতুবা তাদের সমস্ত পরিশ্রম বৃথা যাবে এবং এই মুকুট জয়ের জন্য তারা যে এতটা পথ দৌড়ালেন তা একেবারেই ব্যর্থ হবে, ২ তীমথিয় ২:৫। *মানুষের ক্রোধ ঈশ্বরের ধার্মিকতা উপন্ন করে না*, যাকোব ১:২০। সত্যের জন্য মিথ্যা কথা বলাটা খারাপ, কিন্তু তার জন্য যদি অনুশোচনা করা হয় তাতে মঙ্গল আছে। লক্ষ্য করুন, যারা এই সত্য গ্রহণ করেছে তাদেরকে এর জন্য অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু কীভাবে? প্রেরিত যেভাবে করেছেন; ধৈর্য ধরে ও সাহসিকতার সাথে কষ্ট ভোগ করার মধ্য দিয়ে, অন্যকে কষ্ট দেওয়ার মধ্য দিয়ে নয়। আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ বিশ্বাসের আহ্বানে স্থির হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং ভিত্তিতে অটল থাকতে হবে। আমাদের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের সামান্য কোন অংশ থেকেও কেউ যদি আমাদেরকে বিচ্যুত করতে চায়, তা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে। কেউ যদি তার ধূর্ততা ও চাতুরি দিয়ে আমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করতে চায়, তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আমরা মানুষের ঠকামিতে, ধূর্ততায়, ভ্রান্তির ছলচাতুরীতে বিভ্রান্ত হব না এবং যে কোন মতবাদের বায়ুতে পরিচালিত হব না, ইফিষীয় ৪:১৪। প্রেরিত পৌল আমাদেরকে বলেছেন যে, তিনি অনেক বাধা বিপত্তি ও বিতর্কের সম্মুখীন হয়ে সুসমাচার প্রচার করেছেন (১ থিষলনীকীয় ২:২)। তিনি যা প্রচার করেছেন সেই সত্য বাক্যের জন্য তাঁর ছিল অসীম মমত্ববোধ ও এর সাফল্য অর্জন করাকেই তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু আমরা যদি বাধা বিপত্তি শব্দটিকে বিচার করতে যাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করতে হবে যে, কার কাছে ও কীভাবে প্রেরিত পৌল বাধার মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য উপযুক্ত প্রসঙ্গ এই স্থান নয়।

খ. এই বিষয়বস্তু নিয়ে প্রেরিত যিহূদা যে কারণে পত্রটি লিখেছেন। মন্দ কার্যকলাপের কারণে যেমন উত্তম আইনের সূত্রপাত ঘটে, তেমনি মারাত্মক ভ্রান্তির কারণেও অনেক সময় এর প্রতিকার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সত্যের উপযুক্ত প্রতিরক্ষা সাধন করার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. যে মানুষের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি নেই, যারা ভক্তিহীন লোক, তারা যীশু খ্রীষ্টের প্রতি আনীত বিশ্বাসের ও মণ্ডলীর শান্তির সবচেয়ে বড় শত্রু। যারা এই বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করবে বা কলুষিত করার চেষ্টা করবে, কিংবা এই শান্তির মাঝে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাদেরকেই এখানে ভক্তিহীন লোক বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই সত্যের পাশাপাশি শান্তি ধারণ করতে হবে (যা অন্যতম আকাঙ্ক্ষিত একটি বস্তু) যা আমাদের মণ্ডলী ও মণ্ডলীগুলোতে সত্যিকার ভক্তিযুক্ত মানুষ ব্যতীত অন্য কারও (পরিচর্যাকারী বা সাধারণ খ্রীষ্ট-বিশ্বসী) মধ্যে পাওয়া দুষ্কর। এটি এমন আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ যা অর্জনের জন্য আমাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আকাঙ্ক্ষা করতে হবে।

ভক্তিহীন মানুষেরা সন্দেহের উত্থান ঘটায়, যার মাধ্যমে তারা নেহায়েতই তাদের নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধার, উদ্দেশ্য পূরণ ও ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়। প্রাথমিক মণ্ডলীর যুগে এটাই ছিল মণ্ডলীর জন্য মহামারীস্বরূপ। আর আমি মনে করিষ্ণীয় কালের শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন যুগেই মানুষের মধ্যে থেকে এ ধরনের কাজ দূর হবে না। লক্ষ্য করে দেখুন, খ্রীষ্ট থেকে যা আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে এমন বিষয় ছাড়া আর অন্য কোন কিছুই আমাদেরকে মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। আর তা হচ্ছে মূলত ঈশ্বরের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা এবং ভক্তিহীনতা ধরে রাখা। আমাদেরকে অবশ্যই বিশেষ কোন নেতিবাচক দল বা ব্যক্তির চরিত্র নিজেদের মাঝে ধারণ করার প্রবণতা মনে প্রাণে ঘৃণা করতে হবে। যারা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরকে ব্যতীত জীবন ধারণ করে তারা আসলে ভক্তিহীন মানুষ। তাদের ঈশ্বরের প্রতি ন্যূনতম সম্মান ও ভালবাসাও নেই। তাদেরকে চিরতরে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। যারা পাপের কারণে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তারা শুধু নয়, সেই সাথে যারা ঈশ্বরের সাথে সংযোগ না রাখার কারণে ভক্তিহীনতার দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে তাদের কাছ থেকেও আমাদের দূরে থাকতে হবে। এ ধরনের লোকের মধ্যে রয়েছে তারা, যারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে না, যারা দোষী ধনী ব্যক্তিকে দোষারোপ করতে বিরত থাকে, যেখানে তাদের অবশ্যই তা দায়িত্ব ছিল, কিন্তু সেই ব্যক্তির কাছ থেকে নির্দিষ্ট স্থান বা সুযোগ সুবিধা হারাতে হবে বলে সে তা করে নি, যে প্রভুর কাজ অবজ্ঞাভরে করে থাকে।

২. তারা সবচেয়ে ভক্তিহীন মানুষ যারা আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে লম্পটতায় পরিণত করে, যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছে বলে গর্ব করে আরও বেশি সাহসের সাথে পাপ করতে উৎসাহিত হয়, যারা অপরিমেয় ঐশ্বরিক অনুগ্রহ লাভ করেও তাদের অধার্মিকতা ও কলুষতায় এত বেশি নিমগ্ন হয় যে, তার ফলে তারা মানুষকে ধার্মিকতার পথ থেকে পাপের পথে ধাবিত করে। অথচ সুসমাচারের ধার্মিকতা ও অনুগ্রহের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে ঈশ্বরের পথে চালিত করা। এভাবেই তারা এই মহান অনুগ্রহকে ব্যবহার করে নিজেদের অধার্মিকতা ও অশুচিতার সমস্ত কাজ সাধন করে এবং তারা মানুষের মাঝে এমন লোভ, লালসা ও অনৈতিকতার জন্ম দেয় যে, তখন আর তাদের মধ্যে প্রকৃত স্বর্গীয় অনুগ্রহের ছিটে ফোঁটাও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আর ঠিক তখনই একজন মানুষ পরিণত হয় সবচেয়ে মন্দ ও আশাবিহীন একজন পাপী।

৩. যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে লম্পটতায় পরিণত করে তারা কার্যত ঈশ্বরকে এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে। তারা প্রকৃতিগত ও প্রকাশিত উভয় ধর্মকে অস্বীকার করে। তারা প্রকৃতিগত ধর্মের মূলে গিয়ে আঘাত হানে, কারণ তারা একমাত্র ঈশ্বর সদাপ্রভুকে অস্বীকার করে। তারা প্রকাশিত ধর্মের সমস্ত কাঠামো উল্টে দেয়, কারণ তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার করে। এই পৃথিবীতে ধর্ম প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসা। প্রকাশিত ধর্ম অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে এক দিক থেকে প্রকৃতিগত ধর্মকে উল্টে দেওয়া, কারণ দুটোই এক সাথে গঠিত হয় এবং যদি পতিত হয় তাহলেও একই সাথে হয়। তাছাড়া উভয়েই পরস্পরকে শক্তি যোগায় ও পরস্পরের প্রতি আলোকপাত করে। আমাদের এই বর্তমান সময়ে যারা সুসমাচার আলোর

মাঝে বসবাস করেও তা থেকে সঠিক আলো গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে, তাদের এ কথা খুব ভাল করে বিবেচনা করার প্রয়োজন আছে যে, নিজেদেরকে প্রকৃতিগত ধর্মের সকল নিয়ম নীতি ও দায়িত্ব কর্তব্য অনুসারে পরিচালনা করার পরও এমন কী বিষয় আছে যা তাদেরকে সুসমাচার গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখছে!

৪. যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে লম্পটতায় পরিণত করে তারা মহা দোষে দোষী ও অপরাধী। তাদের পাপ মানব জাতির সর্বোত্তম দান ও সর্ব মহান প্রতিকারের বিরুদ্ধে, তাই এই পাপের পক্ষে কোন অজুহাত দেখানো যায় না। যারা এই পাপ করে থাকে তাদের অবশ্যই নিজ ক্ষতের কারণে মৃত্যুবরণ করা উচিত। তাদের মধ্যে যে রোগ রয়েছে, যে অপরাধ রয়েছে, তার আঘাতেই তাদের শেষ পর্যন্ত ধ্বংস সাধিত হবে। আমাদের প্রচলিত পবিত্র বাইবেলের অনুলিপিকাররা মূল শব্দ *palai progegrammenoi* এর অর্থ করেছেন *যাদের শস্তির কথা আগেই লেখা হয়েছিল* – এই বলে। এরা হচ্ছে এমন মানুষ যারা তাদের পাপ ও এই মহা অপরাধের কারণে এই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। সরল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা কখনো তাদের শাস্তিভোগের ব্যাপারে কোন দুশ্চিন্তা, সন্দেহ ও দ্বিধায় ভোগেন না। তাদের মধ্যে এ নিয়ে কোন সন্দেহই থাকে না যে, তারা কোনভাবেই এ ধরনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবেন না। এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, অনেক আগেই প্রাচীনকালের বাইবেল রচয়িতাদের হাত ধরে এ কথা লিখিত হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে এই সকল মন্দ ও প্রলোভনকারী মানুষদের উত্থান ঘটবে? তাদের বিষয়ে অনেক আগে থেকেই আমাদেরকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল।

৫. আমাদেরকে আন্তরিকতার সাথে আমাদের বিশ্বাসে স্থির থাকতে হবে। যারা এই বিশ্বাসকে কলুষিত করতে চায় বা এই বিশ্বাস থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করতে চায়, তাদের বিপক্ষে আমাদেরকে দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে। অনেক সময় আমাদের বিশ্বাসের উপর আঘাত আসে এ ধরনের ধূর্ত ও ভণ্ড মানুষের মধ্য থেকে, কিন্তু আবার অনেক সময় এমন মানুষও আমাদের বিশ্বাসকে বিচ্যুত করে দিতে চায় যারা বস্তুত অজ্ঞ ও অর্বাচীন। অবশ্যই বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা তাদের লোকদের আনন্দ, শান্তি ও সান্ত্বনা লাভের সহায়ক; তাদের বিশ্বাসের প্রভু নয়! যে তাদের বিশ্বাসকে কলুষিত করার চেষ্টা করে, তার বিরুদ্ধে আরও কঠোর অবস্থান নিতে হবে। শয়তান আমাদের বিরুদ্ধে যত দুর্ভেদ্য ও জটিল সঙ্কল্পই আঁটুক না কেন, আমাদের কাছ থেকে সত্যকে কেড়ে নিতে চাক না কেন, আমাদের উচিত তাকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। আমাদেরকে সব সময় এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে, আমরা যেন কোনভাবেই কোন ব্যক্তি, দল বা অনুভূতির উপরে ভুল ধারণা না করিষ্ণীয় বা কাউকে আঘাত না করি।

গ. প্রেরিত যিহূদা খ্রীষ্টের নামে সেই সমস্ত লোকদেরকে একটি উপযুক্ত সাবধান বাণী প্রদান করছেন, যারা তাঁর পবিত্র ধর্মকে গ্রহণ করে পরে আবার তা প্রত্যাখ্যান করে এবং তাকে মিথ্যা বলে দাবী জানায়, পদ ৫-৭। আমরা এখানে পূর্ববর্তী সময়ে পাপীদের উপরে ঈশ্বরের বিচারের একটি উদ্ধৃতি দেখতে পাই। যিহূদা চেয়েছেন যাদের কাছে এই পত্র

প্রেরণ করা হচ্ছে তারা যেন সজাগ হয় ও আতঙ্কিত হয়। লক্ষ্য করুন, অনেক সময় ঈশ্বরের বিচারের কথা মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য এবং তাদেরকে মন্দ পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য বলা হয়ে থাকে। অনেক সময় এই বিচারের উদ্দেশ্য হয় একজনকে শাস্তি দিয়ে অন্যজনকে সাবধান করে দেওয়া। প্রকৃত অপরাধীর প্রতি শাস্তি না বর্তিয়ে অনেক সময় অপর কোন অপরাধীকে শাস্তি দানের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীকে সাবধান করে দেওয়া হয়, তাদের সংশোধনের সুযোগ করে দেওয়া হয়। *আমার বাসনা এই*, *যেন তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিই*। আমরা ইতোমধ্যে যে ঘটনার কথা জানি তা আমাদের আবারও মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এই কারণে আমাদের উচিত খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজে বিশ্বাসের শিক্ষা দানের পাশাপাশি স্পষ্টভাবে পবিত্র বাইবেলের সকল কাহিনী ও ঘটনার কথা শিক্ষা দানের মাধ্যমে তুলে ধরা, যেন এর মাধ্যমে সাধারণ বিশ্বসীগণ জীবনমুখী শিক্ষা লাভ করতে পারেন। তাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে যে, অতীতে ঈশ্বরের মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে কী কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। তাদেরকে পবিত্র শাস্ত্র থেকে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ পাঠ করতে হবে এবং সেগুলো অধ্যয়ন করে বুঝতে হবে। তবে এখান থেকে কোন ধরনের ভুল ব্যাখ্যা বা ভুল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণযোগ্য নয়। তাদেরকে অবশ্যই প্রেক্ষাপটটির সঠিক উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু মাথায় রেখে ঘটনাটি বিশ্লেষণ করতে হবে ও মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা জেনে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অনেক মানুষ (যারা যথেষ্ট দুর্বল) মনে করে থাকে যে, “যদি পবিত্র শাস্ত্র আমাদের পরিত্রাণের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সে সম্পর্কে সব কিছু বলেই থাকে, তাহলে আমাদের জন্য পরিচর্যা কাজ বা পরিচর্যাকারীদেরই বা আর কী দরকার? কেন আমরা নিজেরা বাসায় বসে আমাদের বাইবেল পাঠ করিন্থীয় না? ওতেই তো আমাদের কাজ হয়ে যাবে, তাই না?” পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে প্রেরিত যিহূদা এখানে আমাদের সামনে পরিপূর্ণভাবে এই ধারণার বিরোধিতা করেছেন। প্রচার বা পুস্তকের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্য প্রত্যেকবারই আমাদেরকে নতুন কিছু শিক্ষা দেওয়া নয়, এমন কিছু বলা নয় যা আমরা আগে কখনো শুনি নি, বা আগে জানতাম না। বস্তুত প্রচার ও প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, আমরা যে বিষয়গুলো মাঝে মাঝেই ভুলে যাই সেগুলো মনে করিয়ে দেওয়া, আমাদের আগ্রহকে জাগিয়ে তোলা, আমাদের মধ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি করা, আমাদের লক্ষ্যের প্রতি স্থির রাখা, যাতে করে আমাদের জীবন আমাদের বিশ্বাসের প্রশ্নে স্বচ্ছ থাকে। *যদিও তোমরা এ সব বিষয় একবারে জেনেছ*, তথাপি তোমাদের আরও ভাল করে আবারও জানার আছে। এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলো আমরা জানি, কিন্তু নিজেদের অজান্তেই কেমন করে যেন ভুলে যাই। কাজেই এই বিষয়গুলো যদি তাদেরকে আবারও মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তাতে কি আদৌ কোন লাভ হবে না?

এখন আমরা দেখব, এমন কী কী বিষয় আছে যা খ্রীষ্টানদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক?

১. মরুভূমিতে অবিশ্বসী ইস্রায়েলীয়দের ধ্বংস সাধন, পদ ৫। পৌল করিন্থীয়দেরকে এই

ঘটনাটির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, ১ করিন্থীয় ১০ অধ্যায়। এই অধ্যায়ের প্রথম ১০টি পদ (কারণ পবিত্র শাস্ত্র সর্বদা নিজেই তার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা পুস্তক) যিহূদার এই পত্রের পঞ্চম পদটির সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা প্রদান করে। এ কারণে কারোরই উচিত নয় তাদের সুযোগ বা অধিকারকে একচেটিয়া ভাবা, কারণ যে ইস্রায়েলীয়দেরকে নানা আশ্চর্য কাজের মধ্য দিয়ে মিসর থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছিল, তারাই শেষ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাসহীনতার কারণে মরুভূমিতে ধ্বংস হয়ে গেল। *অহংকারী হয়ো না, বরং ভয় কর,* রোমীয় ১১:২১। *তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করার প্রতিজ্ঞা যখন এখনও কার্যকর, সেজন্য আমাদের সাবধান হতে হবে যেন আমাদের মধ্যে কেউ সেই বিশ্রামে প্রবেশ করা থেকে বঞ্চিত না হয়,* ইব্রীয় ৪:১। তারা প্রচুর আশ্চর্য কাজের সুফল লাভ করেছিল: এই সকল আশ্চর্য কাজের মধ্যে রয়েছে তাদের দৈনিক আহার; তথাপি তারা তাদের বিশ্বাসহীনতার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদের চেয়ে আমরা আরও বেশি সুযোগ ও অধিকার পেয়েছি; তাদের ভুল আমাদের জন্য সতর্ক বার্তা হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

২. এরপর আমাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বর্গদূতদের পতনের কথা, পদ ৬। বহু সংখ্যক স্বর্গদূত ছিল যারা তাদের নিজেদের আবাসস্থল ত্যাগ করেছিল; অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বরের বৃহত্তর পৃথিবীতে তাদেরকে যে দায়িত্ব ও যে পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছিল তাতে তারা সন্তুষ্ট ছিল না, বরং তারা ভেবেছিল (আমাদের সময়কার অনেক লোকদের মত) তারা এর চেয়ে অনেক ভাল কিছুর দাবীদার। তারা পরিচর্যাকারী হিসেবে উপাধি পেয়ে নিজেদেরকে গর্বিত বোধ করে নি। তাদের গর্ব ও তাদের অহঙ্কার তাদেরকে পুরোদমে গ্রাস করেছিল। তারা তাদের পদ ত্যাগ করেছিল এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, যিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা ও তাদের সার্বভৌম প্রভু। কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে ছেড়ে দেন নি (তারা যতই উপরে উঠুক ও শক্তিশালী হোক না কেন); তিনি তাদেরকে রেহাই দেন নি, বরং তিনি তাদেরকে ধরে ছুড়ে ফেলেছেন, যেভাবে একজন উত্তম রাজা তার অযোগ্য, স্বার্থপর ও ভণ্ড মন্ত্রীকে ছুড়ে বাইরে ফেলে দেন। আমাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ ঈশ্বর কোন বিষয়ে কখনো মুখ বুজে সহ্য করেন না বা উপেক্ষা করেন না, কারণ তিনি স্বর্গীয় রাজাদের চেয়েও বহু গুণে উত্তম। তো শেষ পর্যন্ত তাদের কী হল? তারা ভেবেছিল যে, নিজেদের ভয়ঙ্করত্ব ও হিংস্রতা দেখিয়ে তারা সবাইকে ভয় পাইয়ে দেবে ও পার পেয়ে যাবে। কিন্তু ঈশ্বর তাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন করেছিলেন, কারণ তিনি তাদেরকে ধরে দোজখে ছুড়ে ফেললেন। যারা তাদের সৃষ্টিকর্তার দাস হতে অস্বীকৃতি জানায় এবং প্রথমেই তাঁর ইচ্ছা পালন করার দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকেই ঈশ্বর প্রথমে তাঁর বিচারে দোষী সাব্যস্ত করে বন্দী করবেন এবং তাদেরকে ধরে চিরকাল শিকলে বেঁধে রাখবেন, অন্ধকারে ফেলে রাখবেন। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, সেই পতিত স্বর্গদূতের কী অবস্থা হয়েছিল। তারা শিকলে বন্দী ছিল, স্বর্গীয় ক্ষমতা ও বিচারের অধীনে পতিত হয়েছিল, শেষ বিচারের দিনের মহা বিচারে তারা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। তাদেরকে ঈশ্বর ঘোর অন্ধকারের অধীনে অনন্তকালীন শিকলে বেঁধে রেখেছিলেন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করার কারণে তাদেরকে অন্ধকারে বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু বন্দী হয়েও তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই বন্ধ করে নি, যেন তাদের মধ্যে এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য কিছুটা আশা

সংরক্ষিত ছিল বলে তারা এখনও তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কী চরম দুঃসাহস! যারা আলো ও স্বাধীনতাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য শেকল ও অন্ধকারই সর্বোৎকৃষ্ট। শয়তান এক সময় নিজে স্বর্গদূত ছিল, তার মধ্যে ছিল এক উত্তম আত্মার উপস্থিতি, কিন্তু ঈশ্বরের ও তাঁর সত্যে বিরোধিতা করার কারণে তার এই পরিণতি। নিঃসন্দেহে একটি বিচার সাধিত হবে। পতিত স্বর্গদূতেরা অবশ্যই সেই মহান দিনে কঠিন বিচারের মুখোমুখি হবে। পতিত মানুষেরা কি এই বিচার থেকে পালাতে পারবে? নিশ্চয়ই না। এই লেখাটি যারা পড়ছেন তাদের প্রত্যেকেরই এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এবং সময় থাকতে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তাদের শিকল হবে চিরস্থায়ী, কারণ এটি তারা কখনো ভাঙ্গতে পারবে না বা তা থেকে পালাতে পারবে না। এই ন্যায় বিচারের শিকল তাদেরকে চিরকাল বন্দী করে রাখবে তাদের পাপের জন্য। ঈশ্বরের বিচার, তাঁর বিধান, তাঁর ক্রোধ এমন শিকল, যা পতিত স্বর্গদূতদেরকে দৃঢ়ভাবে আটকে রেখেছে। *শ্রবণ কর ও ভীত হও, হে পাপী মানব জাতি!*

৩. এখানে প্রেরিত যিহূদা আমাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন সাদুম ও আমুরার ধ্বংস সাধনের কথা, পদ ৭। এই ধ্বংসের বিবরণের সাথে মিলে যায় পেন্টাপলিস (Pentapolis) অর্থাৎ পাঁচ নগরীর ধ্বংসের বিবরণটি। সেখানে বলা হয়েছে যে, সেই ধ্বংসপ্রাপ্তদের দুর্দশা আরও ঘোরতর হয়েছিল একটি আগুনের হ্রদের কারণে, যা আগুন ও জ্বলন্ত গন্ধকে পরিপূর্ণ ছিল। সাদুম ও আমুরার অধিবাসীরা ঘৃণ্য মন্দতা ও কলঙ্কময় পাপের দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। তাদের পাপ এমন ছিল যার নাম মুখে বলা বা যার কথা চিন্তা করাও ঘৃণার উদ্রেক ঘটায় ও বিদ্বেষ জাগায়। তাদের ধ্বংসস্তূপ আজও সমস্ত মানব জাতির জন্য একটি ভয়াবহ সতর্ক বার্তা হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং সেখান থেকে তাদের লালসাপূর্ণ দেহের ছাই উড়ে ছড়িয়ে পড়ে, যা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, ১ পিতর ২:১১। "সদোমবাসীদের এই লোভ ও অশুচিতাই তাদেরকে ধ্বংস করেছিল। তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসেছিল এবং তারা অনন্তকালীন আগুনের উত্তাপে জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে সতর্ক হও, তাদের পাপপূর্ণ পথ অনুসরণ কোরো না, পাছে সেই একই মহামারী আবার তোমাদেরকেও আঘাত করে, আর তোমরাও একইভাবে ধ্বংস হয়ে যাও। ঈশ্বর আগে যেমন পবিত্র, ন্যায্য ও অকৃত্রিম ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনই আছেন। সামান্য মুহূর্তের পাশবিক আনন্দের জন্য কি তোমরা নিজেদেরকে নরকের অনন্তকালীন আগুনে জ্বলে পুড়ে মরতে দেবে? এ কারণে *তোমরা ভয় কর, পাপ করো না* (গীতসংহিতা ৪:৪)।"

যিহূদা ১:৮-১৪ পদ

প্রেরিত যিহূদা এখানে সেই সকল ভণ্ড ও প্রতারণাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করছেন, যারা খ্রীষ্টের শিষ্যকে তাঁদের দায়িত্ব থেকে ও তাঁদের পবিত্র ধর্ম পালনের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়। তিনি তাদেরকে ডেকেছেন সেই সমস্ত মানুষ বলে, যারা এ ধরনের নোংরা স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন বলতে এখানে তাদের অশুচিতাপূর্ণ পরিকল্পনা বোঝানো

হয়েছে। লক্ষ্য করুন, পাপ হচ্ছে অশুচিতা, নোংরা। এটি মানুষকে করে তোলে পুঁতিগন্ধময় ও তাদেরকে পবিত্রতম ঈশ্বরের সম্মুখে করে তোলে অশুচি, তাদেরকে করে তোলে ঈশ্বরের বিচারে শাস্তির যোগ্য, তাদেরকে নিজেদের ও অন্যদের চোখে করে তোলে মন্দ ও অপরাধী। এই সকল নোংরা স্বপ্নদ্রষ্টা লোক নিজেরা বোকার স্বর্গে বসবাস করার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু আসলে শেষ পর্যন্ত তাদের আবাসস্থল হবে সত্যিকারের নরক। তাদের চরিত্র, তাদের চলার পথ ও তাদের পরিণতি, এ সবই আমাদের জন্য এক উপযুক্ত ও যথার্থ সতর্ক বার্তা; কারণ পাপ বয়ে নিয়ে আসে শাস্তি ও দুর্দশা। এখানে লক্ষ্য করুনঃ-

ক. এই সকল ধোঁকাবাজদের চরিত্র এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. তারা *নিজেদের দেহকে অশুচি করে*। দেহ হচ্ছে প্রত্যক্ষ মাধ্যম এবং তা অনেক সময় নানাভাবে কলুষিত হয়। আমাদেরই কারণে এই দেহ দূষিত হয় এবং আমরা দেহের বিরুদ্ধে আমরাই অপবিত্র কাজ করে থাকি। *পাপ-স্বভাবের অভিলাষগুলো আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে*, ১ পিতর ২:১১। আর ২ করিন্থীয় ৭:১ পদে আমরা দেখতে পাই দৈহিক ও আত্মার সমস্ত মলিনতার কথা, যার প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্নভাবে মানুষকে কলুষিত করে থাকে।

২. তারা ঈশ্বরের প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করে এবং যারা গৌরবের পাত্র, তাদের নিন্দা করে। তাদের মানসিকতা বিকৃত এবং তাদের আত্মা শয়তানিতে পূর্ণ। ঈশ্বর কর্তৃক নিরূপিত যে কর্তৃত্ব তাকে তারা অস্বীকার করে, রোমীয় ১৩:১। ঈশ্বর চান আমরা যেন কোন মানুষের সম্পর্কে বাজে কথা না বলি (তীত ৩:২)। কিন্তু এটা আমাদের জন্য মহা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যখন আমরা আমাদের শাসক বা কর্তৃত্বকারীদের বিরুদ্ধে কোন মন্দ কথা বলি, যাদেরকে ঈশ্বর আমাদের উপরে শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। কিংবা আমরা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা বিবেচনা করি, সেক্ষেত্রে এ ধরনের কথা যদি ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে বলা হয়, তাহলে তা আরও বেশি পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঈশ্বরের পরিচর্যাকারীদেরকে অমান্য করার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্য অমান্য করা, কারণ তারা ঈশ্বরের বাক্যেরই প্রতিনিধি। ঈশ্বরের লোক হিসেবে সমস্ত মানুষের প্রতি আমাদের সত্যিকারের সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে, যেমনটা গীত রচয়িতা বলেছেন, '*আমার অভিষিক্ত ব্যক্তিদের স্পর্শ করো না, আমার ভাববাদীদের অপকার করো না,*' গীতসংহিতা ১০৫:১৫। যারা ঐকান্তিকভাবে ধর্ম পালন করেন ও ধার্মিকতার জীবন যাপন করেন, তাদের সম্পর্কে কিছু শ্রেণীর মানুষ সব সময় নিন্দা করে ও মন্দ কথা বলে। কিন্তু ধার্মিকতা পালন সবচেয়ে বড় গুণ, যার জন্য অবশ্যই ধার্মিক ব্যক্তি সম্মানের দাবীদার। ধার্মিকতা আমাদের আত্মাকে সত্য ও পবিত্রতায় সমৃদ্ধ করে এবং ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে আমাদেরকে চালিত করে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে প্রেরিত যিহূদা প্রধান স্বর্গদূত মিকাইলের কথা উল্লেখ করেছেন, পদ ৯। অনেক ব্যাখ্যাকারীই সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন যে, এখানে মোশির দেহ বলতে কী বোঝানো হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, শয়তান চেয়েছিল মোশির একটি ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ ও জন সমাগম পরিবেষ্টিত শেষকৃত্য অনুষ্ঠান হোক, যেন কোথায় তাঁর কবর

হয়েছে তা মানুষ জানতে পারে এবং যিহূদীরা তাদের পুরানো মূর্তিপূজার স্বভাবে আরেকবার ফিরে যেতে পারে। ড. স্কট মনে করেন যে, মোশির দেহ বলতে আমাদের বোঝা উচিত যিহূদী মণ্ডলীর কথা, শয়তান যা ধ্বংস ও বিনষ্ট করতে চেয়েছিল, যেভাবে খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীকে নতুন নিয়মের ভাষায় খ্রীষ্টের দেহ বলা হয়ে থাকে। অন্যান্যরা ভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা করে থাকেন, যেগুলো বলে আমি এখানে পাঠকদের বিরক্তির উদ্রেক ঘটাতে চাই না। যদিও এই বাদানুবাদের উভয় পক্ষের তীব্র শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটেছিল, তথাপি মিখায়েলই এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও মিখায়েল নিজে শয়তানের বিরুদ্ধে তার এই অপবাদের জন্য অভিযোগ করলেন না। তিনি জানতেন যে, একটি ভাল কাজের প্রতিরক্ষার জন্য কোন অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। বলা হয়েছে, *তিনি সাহস করলেন না*। কিন্তু কেন তিনি সাহস করলেন না? এমন তো নয় যে, তিনি শয়তানকে ভয় পেয়েছিলেন। বরং কারণটা এই যে, তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর নিজেই শয়তানের এই বিরোধিতার জবাব দেবেন এবং তিনি এই বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে তাঁর দায়িত্বটুকু সম্পন্ন করেছেন। এখানে তাঁর আর কোন ভূমিকা নেই। ঈশ্বরের একজন সৈনিক হিসেবে তিনি ঈশ্বরের হয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু এখন ঈশ্বর নিজেই তাঁর শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবেন ও তার বিচার করবেন। সত্যের প্রমাণ দেখানোর জন্য কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয় না। স্বর্গদূত মিখায়েল এই অভিযোগ উত্থাপনের প্রসঙ্গ আসার আগে থেকেই জানতেন যে, এই কাজটি ঈশ্বর স্বয়ং শয়তানের বিচার সাধন করার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করবেন। অনেকে মনে করেন প্রেরিত যিহূদা এখানে গণনা ২০:৭-১৪ পদের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। শয়তান মোশিকে বিভিন্নভাবে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিল, যে মোশি একজন ভাল মানুষ হিসেবে সারা জীবন ঈশ্বরের অনুগত হয়ে চলার চেষ্টা করে গেছেন। তিনি সব সময় শয়তানের চাতুরিকে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে এড়িয়ে গিয়েছেন। আর মিখায়েল এখন মোশির পক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং সেই একই চেতনায় শয়তানকে বলছেন, প্রভু তোমাকে ভর্ৎসনা করুন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে তার সাথে বিবাদ করতে চান নি, কিংবা তিনি মহান দায়িত্ব সম্পন্ন করতে এসেছেন তার বাইরে নিজের বুদ্ধিতে কোন কাজ করতে চান নি। তিনি জানতেন যে, মোশি ছিলেন তাঁরই সহকর্মী, সহ-দাস, ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। তাই তাঁকে যদি শয়তান কোনভাবে অপমানিত ও অভিযুক্ত করার চেষ্টা করে, তাহলে সেটা ঈশ্বর কখনোই সইবেন না। তিনি অবশ্যই নিজে শয়তানকে এর জবাব দেবেন এবং তিনি নিজেই এর বিচার করবেন। আমাদের বিরুদ্ধে শয়তানের যে কোন চাতুরির জবাবে আমাদের সব সময়ই উচিত ঈশ্বরকে স্মরণ করা এবং আমাদের হয়ে ঈশ্বরকেই জবাব দিতে দেওয়া।

৩. *এরা যা যা বোঝে না, তারই নিন্দা করে*, পদ ১০। এখানে লক্ষ্য করুন, যারা ধর্ম ও ঐশ্বরিক বিষয় নিয়ে নিন্দা করে, তারা যা বোঝে না সে বিষয়েরই নিন্দা করে। এর কারণ হচ্ছে, যদি তারা তা জানতই, তাহলে তারা এ বিষয়ে নিন্দা করত না, বরং প্রশংসাসূচক কথা বলত; কারণ সত্য ধর্ম সম্পর্কে ভাল ও চমৎকার বলা ছাড়া আর কিছু বলা সম্ভব নয়। এর বিপরীত বা ভিন্নতর কিছু বলার অর্থ সে সত্য ধর্মের প্রতি অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। একটি ধর্মীয় জীবন সবচেয়ে সুরক্ষিত, সুখী, স্বস্তিদায়ক ও সম্মানজনক জীবন। লক্ষ্য করুন, মানুষ

যে বিষয়ে সবচেয়ে কম জানে সে বিষয়েই তারা সবচেয়ে বাজে কথা বলে ও নিন্দা করে। মানুষ যদি সত্য ধর্ম সম্পর্কে আরও ভাল জানত তাহলে তাদের মুখ দিয়ে কখনো নিন্দাসূচক কথা বের হত না। তারা *বুদ্ধিবিহীন পশুদের মত সহজাত প্রবৃত্তিবশত নিজে থেকেই যা বোঝে, তার দ্বারাই বিনষ্ট হয়*। প্রেরিত যিহূদা তাদেরকে বুদ্ধিহীন বর্বর পশুদের সাথে তুলনা করেছেন, যারা নিজেদেরকে নিয়ে সব সময় গর্বিত ও উদ্ধত থাকে। তারা নিজেদেরকে এই সমস্ত কাজের মধ্য দিয়ে কলুষিত করে তোলে। মানুষের চোখে যা একেবারে নিকৃষ্ট ও জঘন্য কাজ, সেটাই তারা করে থাকে। তারা নিজেদেরকে মিথ্যা, ভণ্ডামি ও পাপের পথে চালিত করে। তারা অবশ্যই নিজেদের চেষ্টায় ভাল পথে ফিরে আসতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে অন্ধত্ব ও গোঁড়ামি এতটা মাথাচাড়া দিয়ে থাকে যে, তারা কোনভাবেই নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে পারে না।

৪. ১১ পদে যিহূদা তাদেরকে কাবিলের অনুসারী হিসেবে দেখিয়েছেন; এবং ১২ ও ১৩ পদে নাস্তিক ও ভণ্ড হিসেবে দেখিয়েছেন। তারা ঈশ্বরতে বা তাদের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করত না। তারা ছিল লোভী ও ধূর্ত। তারা বর্তমান জীবনে সমস্ত প্রকার পার্থিব সুখ ভোগ করতে চেয়েছিল। পরিণতিতে কী ঘটবে তা নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। তারা ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এমন কাজ তারা করতে শুরু করেছিল যার কারণে তাদের ধ্বংস ছিল অবধারিত, ঠিক কাবিলের মত। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে প্রেরিত যিহূদা আরও বলেছেন:-

(১) *তারা তোমাদের সঙ্গে ভোজন পান করার সময়ে তোমাদের প্রেম-ভোজে কলঙ্কস্বরূপ*। এখানে প্রেম-ভোজ বলতে বোঝানো হয়েছে প্রীতি-ভোজ বা agapai। তারা এই পবিত্র ধর্মীয় ভোজ অনুষ্ঠানে যোগ দিত এবং এর পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ন করে কলঙ্কিত করত। লক্ষ্য করুন, কেউ যখন কোন ধর্মের অনুসারী হয়ে এর সব ধরনের আনুষ্ঠানিকতায় অংশগ্রহণ করে এবং মনে-প্রাণে ভক্তি ধারণ না করে বরং তাকে যে কোন প্রকারে বিপক্ষতা করার চেষ্টা করতে থাকে, তখন তা ধর্মের এক মহা অপবাদের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়: *তারা কলঙ্কস্বরূপ*। তারপরও এই পৃথিবীর খ্রীষ্টিয় সমাজে অনেকেই পাওয়া যায়, যারা নানাভাবে নিজেদের কাজ ও কথার মধ্য দিয়ে ধর্মকে প্রতিনিয়ত অবমাননা করে চলে। কিন্তু স্বর্গে এ ধরনের কোন গর্হিত অপরাধ স্থান পাবে না; সেখানে সব সময় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

(২) *তারা কেবল নিজেদেরই তুষ্ট করে*। তারা চরম লোভী ও পেটুক ছিল, এতে কোন সন্দেহ নেই। তারা যথেচ্ছাচার করে খাবার খেত এবং তাতে কোন চক্ষুলজ্জার বালাই ছিল না। শলোমন যে সাবধানবাণী দিয়ে গেছেন তার প্রতি তাদের কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ ছিল না, হিতোপদেশ ২৩:২। লক্ষ্য করুন, সাধারণভাবে খাবার খেলে ও পানীয় পান করলে তাতে একটি সাধারণ সৌজন্যতাবোধ থাকা প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোজন করা উচিত নয়, যদিও অনেক সময় আমরা ভোজের সময় সাধারণের চেয়ে বেশি পরিমাণে খাবার খেয়ে ফেলি। সেক্ষেত্রে আমাদের নিজেদেরকে সংযমী হতে হবে। অন্তত

BACIB International Bible CHURCH

কিছু ক্ষেত্রে কোন কোন মানুষের জন্য ভোজ হয়ে ওঠে সংযমের জন্য এক দারুন প্রতিষেধক, আর কোন কোন মানুষের জন্য তা ফাঁদস্বরূপ।

(৩) *তারা বায়ু-চালিত জলবিহীন মেঘের মত*। খরার সময় এ ধরনের মেঘ বৃষ্টি হওয়ার আশ্বাস দেয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা থেকে এক ফোঁটা পানিও পাওয়া যায় না। ভণ্ড ধার্মিকেরা এমনই মানুষ। তারা অনেক প্রতিজ্ঞা করে, অনেক বিষয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, ঠিক যেন বসন্তের আগেই গজিয়ে ওঠা তৃণের মত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর কোন ফল বয়ে নিয়ে আসতে পারে না। *তারা বায়ু-চালিত*, হালকা ও ফাঁপা, সহজেই তারা এক দিক থেকে বয়ে আরেক দিকে চলে যায়, যেভাবে বাতাস উদ্দেশ্যহীনভাবে বয়ে চলে। এরা শূন্য ও ভিত্তিহীন ধার্মিক, আর তারা খুব সহজে প্রবঞ্চকদের প্রলোভনের শিকার হয়। এমন অনেকেই আছে যারা খুব আত্মবিশ্বাসের সাথে নানা বিষয়ে অনর্গল কথা বলে যায়, কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে সামান্য জানে বা কিছুই জানে না। অথচ তাদের স্বল্প জ্ঞান সম্পর্কেও তাদের কোন বোধোদয় হয় না। এই সমস্ত লোকেরা আসলে যে কতটা নিকৃষ্ট তা তারা নিজেরা বুঝতে পারলে আমাদের খ্রীষ্টিয় সমাজ সব দিক থেকেই উপকৃত হত।

(৪) *হেমন্তকালের ফলহীন, দু'বার মৃত ও শিকড় সুদ্ধ উপ্‌ড়ে ফেলা গাছের মত*। তাদেরকে ঈশ্বরের আঙ্গুর-ক্ষেত্রে লাগানো হয়েছিল, কিন্তু তারা কোন ফল দিতে পারে নি। কোন ফল না দিয়ে বেড়ে ওঠার চেয়ে বরং একেবারে জন্ম না নেওয়াই ভাল। মানুষ যখন আত্মায় জন্ম নেয় ও মাংসিক দেহেই তার যাত্রা শেষ হয়, তখন তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অনেক মানুষের মাঝেই এমন পরিণতি দেখা যায়। তাদেরকে দু'বার মৃত বলে গণ্য করা হয়েছে। আসলে যারা শারীরিকভাবে মৃত্যুবরণ করে তারা প্রকৃত অর্থে মৃত নয়। কিন্তু যারা আত্মিকভাবেও মৃত্যুবরণ করে, তারা শারীরিক ও আত্মিক দু'ভাবেই মরে ও তাদের দু'টি মৃত্যু ঘটে। মানুষ যদি ধার্মিকতা ও বিশ্বাসকে সমুন্নত রাখে, তাহলে শারীরিক মৃত্যু ঘটলেও আত্মিক মৃত্যু তাদের কখনোই ঘটে না এবং তারা চিরকাল জীবিত থাকে।

(৫) *তারা সমুদ্রের ঝড়ের ফেনার মত*। তারা কোলাহলপ্রিয়, আক্রোশে পূর্ণ ও বিশৃঙ্খল। তারা বাচালতা ও অস্থিরতায় পূর্ণ, তবে তাদের এই অর্থহীন কাজের মাঝেও তাদের পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ *তাদের লজ্জার কাজগুলো ফেনার মতই ভেসে ওঠে*। যে সকল মানুষের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে ও অন্তরে ভীতি আছে, তারা এমন কাজ করতে উদ্যত হয় না যা তাদেরকে সমস্ত মানুষের সামনে লজ্জার পাত্র করে তুলবে। *সিদ্ধতা ও সরলতা আমাকে রক্ষা করুক* (গীতসংহিতা ২৫:২১)। সততাই মানুষের প্রকৃত মূল্যায়ন ও সত্যায়ন করে থাকে। সমুদ্রের ঝড় জাহাজের আরোহীদের কাছে সাক্ষাৎ আতঙ্কস্বরূপ। কিন্তু বন্দর যত কাছে এগিয়ে আসবে, সমুদ্রের ঢেউ যত বড়ই হোক না কেন তা আর ভয়ঙ্কর মনে হবে না; ক্রমান্বয়ে তার গর্জন ও উত্তাল ঢেউ স্তিমিত হতে হতে এক সময় মিলিয়ে যাবে।

(৬) *তারা ভ্রাম্যমান তারার মত*। তারা এমন গ্রহ উপগ্রহের মত, যারা উদ্দেশ্যহীনভাবে মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, যাদের নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য নেই, আজ এ পথে তো কাল ও পথে। তারা কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করতে হলে যে কাউকে বেগ পেতে

হবে। এই রূপক উপমাটি খুব চমৎকারভাবে ভণ্ড শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে, যারা কখনো এই মত কখনো ঐ মত পোষণ করে, যারা জানে না যে কোনটি তাদের জন্য উপযুক্ত, কোথায় তাদের স্থির হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম ও রাজনীতিতে যেখানে নানা বিষয় নিয়ে তীব্র বিতর্কের অবকাশ থাকে, সেখানে নিঃসন্দেহে জ্ঞানপূর্ণ ও উত্তম বিষয়গুলোতে সততার শক্তি নিহিত থাকে। সত্য যেখানে অটল, সেখানে তা প্রমাণের জন্য পেশীশক্তির প্রয়োজন পড়ে না, বরং সত্য নিজেই তার দৃঢ়তার দ্বারা স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

খ. এই সমস্ত মন্দ লোকদের ধ্বংস ঘোষণা করা হয়েছে: *তাদের জন্য অনন্তকালের ঘোরতর অন্ধকার জমা করে রাখা হয়েছে*। ভণ্ড শিক্ষকেরা এই পৃথিবীতে এবং পরকালেও অবধারিতভাবে সর্বোচ্চ শাস্তি ভোগ করবে। এখানে যারা অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশত কোন ভুল শিক্ষা দিয়ে থাকে তাদেরকে বোঝানো হয় নি, কিন্তু যারা পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা অবমাননা করে, তা পরিবর্তন করে বা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে, তাদের বিষয়ে এই কথা বলা হচ্ছে। এরা একই সাথে নানা কথা বলে ও নানা পথে চলে। সহজ-সরল মানুষ খুব সহজেই এদের শিকারে পরিণত হয়, ২ পিতর ২:৩। কিন্তু আর নয়; সব কিছুরই একটা সীমা আছে। তাদের জন্য অবশেষে অপেক্ষা করছে চিরকালীন অন্ধকার। আমি শুধু এ কথাই বলব যে, ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতাকারী ও তাঁর লোকদের প্রতি বাধা সৃষ্টিকারী দুষ্কৃতিকারীদের জন্য অপেক্ষা করছে এমনই এক মহা দুর্যোগ; কারণ তারা ঈশ্বরের বাক্যকে বিকৃত করে এবং মানুষের আত্মার সাথে বে বিশ্বাসী করে। এ কারণে এ ধরনের লোকদের সংস্পর্শে আসা থেকে পরিচর্যাকারী ও বিশ্বাসী প্রত্যেককেই সতর্ক থাকতে হবে।

পবিত্র বাইবেলের অন্য আর কোন স্থানে আমরা ভাববাদী হনোকের ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ (পদ ১৪,১৫) দেখতে পাই না। তথাপি এই ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা নিয়ে আমাদের সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। পবিত্র শাস্ত্রের কোন একটি বিষয়ে সামান্যতম উল্লেখ থাকার অর্থ হচ্ছে, তা অবধারিত সত্য বলে মেনে নিতে হবে। ঈশ্বর আমাদের মাঝে বিশ্বাস ও আস্থা দেখতে চান, যেন তাঁর পবিত্র বাক্যে আমরা সব সময় নির্ভর করি। অনেকে বলে থাকেন যে, যিহূদী মণ্ডলীতে প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে হনোকের ভবিষ্যদ্বাণীটি সংরক্ষণ করে রাখা হত। অন্যরা বলেন যে, প্রেরিত যিহূদা পবিত্র আত্মা কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। তবে সেটা যাই হোক না কেন এটা একেবারেই নিশ্চিত যে, এমন প্রাচীন ও বহু যুগ আগে পুরাতন নিয়মের প্রেক্ষাপটে করা ভবিষ্যদ্বাণীটি নতুন নিয়মের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে বিধায় তা এখানে উল্লিখিত হয়েছে। লক্ষ্য করুন:-

১. পূর্বপুরুষদের যুগে, অর্থাৎ অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের যুগেই পৃথিবীর বিচার করার জন্য খ্রীষ্টের আগমনের কথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, আর এই ভবিষ্যদ্বাণীর একটি সত্যায়নও দেওয়া হয়েছিল – প্রভু তাঁর পবিত্র বাহিনীগণ সহকারে আসছেন। কত না গৌরব ও মহিমায় পূর্ণ সেই সময়, যখন খ্রীষ্ট হাজার হাজার স্বর্গদূতদের বাহিনী নিয়ে এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন!

২. বহু আগেই আমাদেরকে আসন্ন এই সকল বিষয়ে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল: "*দেখ, প্রভু আসছেন*। তিনি ন্যায়বিচার করতে আসছেন। তাঁর আগমনের জন্য সতর্ক থাক ও নিজেদেরকে প্রস্তুত কর। তোমরা যদি নিজেদেরকে অত্যন্ত সতর্ক ও একাগ্র না রাখ, তাহলে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করবে কঠিন পরিণতি।" তিনি আসবেন:-

(১) দুষ্টদের বিচার করতে।

(২) তাদের মন পরিবর্তন করার জন্য চেতনা দিতে।

লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্ট একজনকেও ন্যায়বিচার ও আত্মপক্ষ সমর্থন ব্যতীত দোষী সাব্যস্ত করবেন না। কিন্তু তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলার মত কোন অজুহাত বা আত্মপক্ষ সমর্থনের ভাষা তাদের থাকবে না। সে সময় প্রত্যেকের মুখ স্তব্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে দুষ্কৃতিকারীরা যতই প্রচণ্ড ক্ষমতাধর ও বেপরোয়া হোক না কেন, ন্যায়বিচারক খ্রীষ্টের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের মাথা নত হয়ে যাবে এবং তারা বাকরুদ্ধ হয়ে যাবে।

আমি এ বিষয়টি লক্ষ্য না করে পারি নি যে, কত বার এবং কতটা জোরালোভাবে ১৫ পদে ভক্তিহীন শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। চার বার শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে: ভক্তিহীন লোকেরা, ভক্তিবিরুদ্ধ কাজ, ভক্তিহীনতা এবং ভক্তিহীন পাপী। ভক্তিপূর্ণ ও ভক্তিহীন শব্দ দু'টি বর্তমান যুগের মানুষের কাছে খুব সামান্যই তাৎপর্য বহন করে। অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মানুষকে উপহাস করার ক্ষেত্রে ও কারও প্রতি তাচ্ছিল্য করার ভঙ্গিতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু পবিত্র আত্মা কর্তৃক অনুপ্রাণিত এই ভাষাটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শেষ বিচারের দিনে আমাদের সততা, পবিত্রতা ও ধার্মিকতার জন্য যেমন পুরস্কার অপেক্ষা করবে, তেমনি এগুলোকে অবহেলা করলে ও যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালন না করলে সে অনুসারে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। সে সময় যদি ভুল স্বীকার করা হয় তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। সে কারণে আমাদেরকে এখন থেকেই সতর্ক হতে হবে যেন আমরা কোনভাবেই ভক্তিহীনতার পথে অগ্রসর না হই।

যিহূদা ১:১৫-২৫ পদ

এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

ক. প্রেরিত যিহূদা এই সকল মন্দ মানুষ ও প্রলোভনকারীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলছেন: *এরা বচসাকারী, নিজেদের ভাগ্যের দোষ দিয়ে নিজ নিজ অভিলাষের অনুগামী হয়*, পদ ১৬। লক্ষ্য করুন, বচসা করা, অহেতুক অভিযোগ করা, বিরক্তি প্রকাশ করা মানুষের স্বভাবের মন্দ দিকগুলোকেই প্রকাশ করা। এরা মানসিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল এবং মন্দ প্রকৃতির হয়ে থাকে। তারা ঈশ্বর ও তাঁর কর্তৃত্বের বিপক্ষে বচসা করে, মানুষ ও তার কার্যাবলীর বিপক্ষে অভিযোগ করে। তাদের আশপাশে যা কিছু ঘটুক না কেন সমস্ত কিছুর জন্যই তারা রাগান্বিত হয়। নিজেদের অবস্থান ও স্বাচ্ছন্দ নিয়ে তারা কখনোই সুখী হতে পারে না। তারা ভাবে কোন কিছুই আসলে তাদের জন্য সন্তোষজনক নয়, কিছুই

তাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এরা সব সময় তাদের নিজেদে অভিলাষ অনুসারে চলে। তারা তাদের মনোবাসনা পূরণ করার জন্য লালায়িত হয়ে থাকে। তাদের ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্বেই তারা পরিচালিত হয়। লক্ষ্য করুন, যারা তাদের পাপপূর্ণ রুচি অনুসারে ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টায় থাকে, তারা সব সময় তাদের অনিয়ন্ত্রিত কামনার বশবর্তী হয়ে চলতে থাকে।

খ. যিহূদা তাঁর পাঠকদের প্রতি এ বিষয়ে সতর্কবার্তা প্রদান করছেন ও তা মান্য করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন, পদ ১৭-২৩। এখানে লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. তিনি তাদেরকে এ কথা স্মরণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন যে, কীভাবে তাদেরকে আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে: *কিন্তু প্রিয়তমেরা, ইতোপূর্বে আমাদের যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতরা যেসব কথা বলেছেন, তোমরা সেই সব স্মরণ কর*, পদ ১৭। "মনে রাখবে, এ কথা সব সময় মাথায় রাখবে যে, এ ধরনের প্রলোভনকারী ও ভণ্ডদের বিষয়ে যে আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল সেটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে এ ধরনের মানুষের বিরুদ্ধে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করা প্রয়োহন। যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতরা আমাদেরকে সে কথাই বলে গেছেন এবং এ ধরনের মানুষের প্রাদুর্ভাব যে ঘটবে ও আমাদের জীবনে যে এমন প্রলোভন আসতে পারে সে বিষয়ে তাঁরা পূর্বাভাস দিয়েছেন। সে কারণে আমাদের ভীত কম্পিত না হয়ে বরং প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং বিশ্বাসে দৃঢ় অবস্থান ধারণ করতে হবে।" লক্ষ্য করুন:-

(১) যারা অন্যদেরকে উৎসাহ দিয়ে থাকে, তাদেরকে অবশ্যই এ কথা প্রমাণ করতে হবে যে, যাদেরকে তারা উৎসাহ দেয় তাদেরকে তারা সত্যিকার অর্থে ভালবাসে। তিক্ত মুখের ভাষা এবং কর্কশ আচরণ কখনো মানুষের মনে ভালবাসা জাগাতে পারে না, কিংবা কারও ভেতরে উদ্দীপনাও জাগাতে পারে না।

(২) যে ধরনের কথা বললে বা লিখলে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়, মনে রাখে ও সে অনুযায়ী চলার চেষ্টা করে, সেটাই ভুল থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভাল প্রতিষেধক। যে পর্যন্ত না মানুষ ঈশ্বরকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে না পারে, সে পর্যন্ত তাদেরকে এভাবেই নিজেদেরকে সঠিক পথে নিবদ্ধ রাখতে হবে।

(৩) খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীতে যদি ভ্রান্তি দেখা দেয় ও নির্যাতন শুরু হয়, তাহলে আমাদের বিঘ্ন পাওয়া বা মনে বাধা আসা উচিত নয়। এ ধরনের ঘটনা যে ঘটবে সে বিষয়ে আগেই পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। সে কারণে খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা বা ক্রুশ নিয়ে আমাদের কখনো মনে সন্দেহ বা দ্বিধা পোষণ করা উচিত নয়। দেখুন ১ তীমথিয় ৪:১; ২ তীমথিয় ৩:১ এবং ২ পিতর ৩:৩। আমাদের বিস্মিত হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু নিজেদেরকে আমাদের এই কথা চিন্তা করে সান্ত্বনা দিতে হবে যে, এত সব অনিশ্চয়তার মধ্যেও খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে রক্ষা করবেন এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করবেন যে, *পাতালের ফটকগুলো তার বিপক্ষে প্রবল হবে না*, মথি ১৬:১৮।

(৪) আমাদের ধর্মকে যতই উপহাস করা হোক ও এই ধর্মের জন্য আমাদেরকে যতই

নির্যাতন করা হোক, আমাদেরকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ধরে রাখতে হবে। আমাদেরকে আগেই সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যেন আমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে রাখি, এ ধরনের মহা প্রলোভনের সময় যেন আমরা দৃঢ় অবস্থান ধরে রাখি এবং আমরা যেন অন্তরে দোদুল্যমান না হই, ২ থিষলনীকীয় ২:২।

২. তিনি তাদের ঘৃণ্য চরিত্রের আরও কিছু বর্ণনা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর পাঠকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন: *ওরা দলভেদকারী*, পদ ১৯। লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) ইন্দ্রিয়বাদী ও পার্থিব লোকেরাই সবচেয়ে বেশি দলভেদী হয়ে থাকে। তারা নিজেদেরকে ঈশ্বর, খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলীর কাছ থেকে পৃথক করে ফেলে এবং তাদের ভক্তিহীন অপবিত্র কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে শয়তান, পৃথিবী ও মাংসিকতার সাথে সংযুক্ত করে ফেলে। আর এটি বিশ্বাসীদের জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয়, যদি শয়তান তার চাতুরি দিয়ে পৃথিবীতে মণ্ডলীর সাথে তাদের সহভাগিতাকে ছিন্ন করে দিতে পারে। যদিও অনেকে উদ্দীপনা নিয়ে বিশ্বাসের পথে অগ্রসর হয়, কিন্তু ভণ্ড ও প্রলোভনকারীদের দ্বারা সৃষ্ট বিভেদের কারণে তাদের মধ্যে বিশ্বাসের ঘাটতি দেখা দেয় ও বিশ্বাসীদের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি ও দলভেদ সৃষ্টি হয়।

(২) পার্থিব মানুষের মধ্যে আত্মার অবস্থান থাকে না, অর্থাৎ পিতা ঈশ্বর ও পুত্র যীশুও কোন উপস্থিতি তাদের মধ্যে থাকে না, পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে অবস্থান করেন না। তারা খ্রীষ্টের নয়, রোমীয় ৮:৯।

(৩) অন্যরা আমাদের প্রতি যত ক্ষতি ও অমঙ্গল সাধন করার চেষ্টাই করুক না কেন, আমাদের উচিত হবে নিজেদেরকে আত্মিকভাবে আরও বেশি সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করা। শয়তান তার প্রলোভনের অস্ত্র দিয়ে সকলকে বিপথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। সে চায় যেন আমরা অন্যদের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হই, অন্যদের সমালোচনা করি, অন্যদের কাছ থেকে দূরে সরে যাই, খ্রীষ্টিয় সহভাগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। এক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান হচ্ছে, আমরা যে বিশ্বাসযোগ্য বাক্য শুনেছি, যে স্বর্গীয় শিক্ষা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেই শিক্ষা ও সেই বাক্যের নিগূঢ়তত্ত্ব খাঁটি অন্তরে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, তীত ১:৯; ১ তীমথিয় ৩:৯।

৩. যিহূদা তাদেরকে সত্যে ও পবিত্রতায় স্থির হয়ে থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন।

(১) *তোমরা তোমাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে নিজেদের গেঁথে তোল*, পদ ২০। লক্ষ্য করে দেখুন, আমাদের ধর্মকে সমুন্নত রাখার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে ধর্মের প্রতি নিজেদের বিশ্বস্ততা ও অন্তরের বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা। আমাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাসে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে, হৃদয়কে করতে হবে আন্তরিকতা ও ধার্মিকতায় পূর্ণ। সঠিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতায় নিজেদেরকে পূর্ণ রাখতে হবে। আমাদের উপরে যত বিপক্ষতা ও যত প্রলোভনই এসে আছড়ে পড়ুক না কেন, এই বিশ্বাস ও ধার্মিকতাই আমাদেরকে সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করবে।

(২) পবিত্র আত্মায় *প্রার্থনা কর*। লক্ষ্য করুন:-

[১] প্রার্থনাই বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় পরিচর্যাকারী। প্রার্থনায় সর্বক্ষণ নিবিষ্ট থাকার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পবিত্রতম বিশ্বাসে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারি, রোমীয় ১২:১২।

[২] আমাদের প্রার্থনা তখনই সবচেয়ে বেশি সফল হয় যখন আমরা পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করি, অর্থাৎ যখন আমরা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে তাঁর নির্দেশনা ও তাঁর প্রভাব যাচঞা করি, তাঁর বাক্যের কর্তৃত্ব, তাঁর প্রতি বিশ্বাস, আন্তরিকতা ও সর্বক্ষণ নিজেদেরকে পবিত্র রাখার মনোবাসনায় চলতে চাই। একেই বলা হয় পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করা।

(৩) *ঈশ্বরের ভালবাসায় নিজেদেরকে রক্ষা কর*, পদ ২১।

[১] "ঈশ্বরের ভালবাসার অনুগ্রহে নিজেদেরকে ধরে রাখ এবং নিজেদের অন্তরে এই ভালবাসার চর্চা অবিরত রাখ।"

[২] "তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে ভালবাসা তা ভুলে যেও না। এই আনন্দময় ও বিস্ময়কর ভালবাসা অন্তরে ধারণ কর। নিজেদেরকে ঈশ্বরের পথে চালিত কর, যদি তোমরা এই ভালবাসাকে চিরকাল ধরে রাখতে চাও।"

(৪) *অনন্ত জীবনের জন্য আমাদের যীশু খ্রীষ্টের করুণার অপেক্ষায় থাক*।

[১] কেবল মাত্র যীশু খ্রীষ্টের করুণার মধ্য দিয়েই অনন্ত জীবন লাভ করা যায়। করুণাই আমাদের একমাত্র চাওয়া হতে পারে। আমাদের গুণে নয়, বরং খ্রীষ্টেরই গুণে আমরা অনন্ত জীবন লাভ করি। তাই আমরা কখনো তাঁর কাছ থেকে অনন্ত জীবন দাবী করতে পারি না, বরং আমরা দাবী করতে পারি তাঁর করুণা, যা আমাদের সবচেয়ে দৃঢ় আশা।

[২] বলা হয়েছে, শুধুমাত্র আমাদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বরের করুণা নয়, বরং সেই সাথে আামদের পরিত্রাণকর্তা হিসেবে যীশু খ্রীষ্টের করুণাও আমাদের প্রয়োজন। যারা যারা স্বর্গে আসবে তাদের প্রত্যেককেই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আসতে হবে; কারণ আকাশের নিচে এমন আর কোন নাম নেই যার দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি। একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের নামেই আমরা পেতে পারি পরিত্রাণ, প্রেরিত ৪:১২; এর সাথে তুলনা করুন পদ ১০।

[৩] একটি অনন্ত জীবন প্রাপ্তির প্রত্যাশা আমাদেরকে পাপের প্রলোভনের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিতে সাহায্য করবে (২ পিতর ৩:১৪)। স্বর্গীয় আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ লাভের একটি জীবন্ত আশা আমাদেরকে সবল প্রকার কলুষতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে।

৪. তিনি তাদেরকে এই নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, যারা সন্দিহান, সেই সকল খ্রীষ্টিয় ভাইদের প্রতি কী ধরনের আচরণ করা দরকার: *যারা সন্দিহান, তাদের প্রতি করুণা কর*, পদ ২২,২৩। লক্ষ্য করুন:-

(১) শয়তানের প্রলোভন থেকে অন্যদেরকে বের করে নিয়ে আসার জন্য আমাদের যা কিছু করার আছে তা আমরা অবশ্যই করব, যেন তারা মারাত্মক ভুল থেকে উদ্ধার পায় এবং বিপজ্জনক পরিণতি থেকে বেঁচে যায়। আমরা শুধু (ঈশ্বরের অধীনস্থ থেকে) আমাদের নিজেদের রক্ষকই নই, সেই সাথে আমাদের ভাইদের রক্ষকও আমাদের হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে কয়িনের মত দায়সারা অবস্থান নেওয়া আমাদের কোন মতেই উচিত হবে না, আদিপুস্তক ৪:৯। আমাদেরকে অবশ্যই একে অপরের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আমাদের অবশ্যই বিশ্বস্তভাবে একে অন্যের গঠনমূলক সমালোচনা করতে হবে, ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে হবে, প্রয়োজনবোধে তিরস্কার করতে হবে এবং নিজেদেরকে উত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।

(২) আমাদেরকে এই কাজটি করতে হবে অবশ্যই সহানুভূতি ও করুণা সহকারে। আমাদেরকে একটি পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। কীভাবে তা আমরা করব? আমাদেরকে অবশ্যই দুর্বল ও ইচ্ছুকদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

[১] কারও কারও প্রতি আমাদের সত্যিকার অর্থেই করুণা করা প্রয়োজন। তাদেরকে আমাদের স্নেহ ও মমতা দান করতে হবে, তাদেরকে আত্মিক নম্রতায় পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে হবে। অযথা তাদের কাজের জন্য তাদের প্রতি কর্কশ আচরণ করা ও কঠোর শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের সাথে কথা বলা ও চলার সময় নিজেদেরকে নিয়ে গর্ব ও অহঙ্কার প্রকাশ করা কখনোই উচিত হবে না। তাদের সাথে সম্পূর্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক মনোভাব নিয়ে চলতে হবে, যেন তারা নিজেদের কাজের জন্য ক্ষমা পেয়ে আবার আত্মিক চেতনায় জাগ্রত হওয়ার প্রত্যাশা লালন করতে পারে। আমরা নিজেরা মানুষ হয়ে তাদের বিচার করার যোগ্য নই, এ কথা আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

[২] *কতগুলো লোকের প্রতি সভয়ে করুণা কর*। এর অর্থ হচ্ছে, তাদের অন্তরে প্রভুর মহা আতঙ্ক জাগিয়ে তুলতে হবে। "তাদেরকে তাদের নিজ নিজ পাপের জন্য ভীত সন্ত্রস্ত হতে প্ররোচণা দাও। তাদের কাছে নরক ও অনন্ত আগুনে জ্বলে পুড়ে মরার কথা প্রচার কর।" কিন্তু কেন এক্ষেত্রে নম্রতা ও ভালবাসার সাথে আত্মার চেতনায় চলার জন্য উজ্জীবিত করার বদলে কেন কঠোর শাস্তির ভীতি প্রদর্শন ও মারাত্মকভাবে তিরস্কার করার কথা বলা হয়েছে? এ সম্পর্কে প্রেরিত যিহূদার ভাষ্য মূলত অনেকটা এমন: "ভয় কর, পাছে কর্কশ আচরণ ও রূঢ় কথার ভিড়ে তোমাদের শুভ কামনা ও সৎ পরিকল্পনা ঢাকা পড়ে যায়। এ ধরনের মানুষের প্রতি যে আচরণ এখন করা প্রয়োজন, তা করতে গিয়ে তোমরা যেন নিজেদের পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে পড়; তাদেরকে তিরস্কারের মাধ্যমে সঠিক পথে নিয়ে আসার বদলে যেন ঘৃণা প্রকাশ করে আরও দূর সরিয়ে না দাও, সে জন্য সাবধান হও।" আমরা অনেক সময় কোন কোন কাজ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলি, যদিও আমরা তা সৎ চিন্তা নিয়েই করিন্থীয় এবং আমরা ভাবি যে, আমরা ঠিক পন্থাতেই এগুচ্ছি। তথাপি যারা সবচেয়ে মন্দ মানসিকতা ও আত্মার অধিকারী, তাদের প্রতি কর্কশ, রূঢ় ও ভর্ৎসনামূলক আচরণ করাই একমাত্র সঠিক পন্থা নয়। "*পাপ-স্বভাবের দ্বারা কলঙ্কিত কাপড়ও ঘৃণা কর*, অর্থাৎ যা কিছু মন্দ বলে প্রতীয়মান হয়, তা থেকে নিজেদেরকে যতটা

সম্ভব দূরে রাখ এবং অন্যদেরকেও তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বদ্ধ পরিকর হও। যা কিছু পাপের পথে নিয়ে যায়, বা যা কিছু দেখতে পাপ বলে মনে হয়, তা থেকে চিরকালের জন্য দূরে থাক," ১ থিষলনীকীয় ৫:২২।

গ. প্রেরিত যিহূদা এই পত্রটি শেষ করেছেন আমাদের মহান ঈশ্বরের প্রতি এক ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার নিদর্শন রেখে, পদ ২৪,২৫। লক্ষ্য করুন:-

১. আমরা যে বিষয় নিয়েই আলোচনা করিন্থীয় বা যা নিয়েই তর্ক-বিতর্ক করিন্থীয় না কেন, ঈশ্বরের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান ও গৌরব-প্রশংসা জ্ঞাপন করার মধ্য দিয়ে তা শেষ করাটাই সবচেয়ে যথোপযুক্ত।

২. ঈশ্বর আমাদেরকে *হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করতে এবং আপন মহিমার সাক্ষাতে নির্দোষ অবস্থায় সানন্দে উপস্থিত করতে* সক্ষম এবং তিনি তা করতেও ইচ্ছুক বটে। এমন কেউ নেই যে কখনো পাপ করে নি, কখনো ভুল পথে পা বাড়ায় নি। সে কারণে প্রত্যেকরই ঈশ্বরের অসীম করুণা ও ত্রাণকর্তার অনুগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে; প্রত্যেকেই ঈশ্বরের মহিমার সাক্ষাতে উপস্থিত হওয়া ও তাঁর কাছে নির্দোষ প্রতিপণ্ন হওয়া প্রয়োজন রয়েছে। লক্ষ্য করুন:-

(১) ঈশ্বরের মহিমার সাক্ষাতে আমাদেরকে শীঘ্রই উপস্থিত করা হবে। আমরা এখন সেই মহিমাকে দেখছি দূর থেকে, কিন্তু তা খুব শীঘ্রই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবে এবং আমাদের সামনে সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত ও প্রকাশিত হবে। প্রত্যেকটি চোখ তাঁকে দেখবে, প্রকাশিত বাক্য ১:৭। এখন এটি আমাদের বিশ্বাসের বিষয়, কিন্তু তখন তা হয়ে দাঁড়াবে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। এখন যাঁর প্রতি আমরা বিশ্বাস করেছি, তাঁকে আমরা খুব শীঘ্র স্বচক্ষে দেখতে পাব। সেটা হবে আমাদের জন্য এক অবর্ণনীয় ও অব্যক্ত আনন্দ ও সান্ত্বনার বিষয়। দেখুন ১ পিতর ১:৮।

(২) প্রত্যেক প্রকৃত আন্তরিক বিশ্বাসী তাঁর মহিমার সামনে উপস্থিত হবে, প্রভু পরিত্রাণকর্তার আগমনের সময় তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত থাকবে। পিতা ঈশ্বর তাঁকে যে গৌরব, সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন, তা তখন প্রত্যেক বিশ্বাসী নিজেদের চোখে অবলোকন করবে। সে সময় একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে এই গৌরবময় ও পবিত্র দৃশ্যের সামনে থাকবে না। প্রত্যেকেই দেখতে পাবে কীভাবে মহান ত্রাণকর্তা তাঁর ঈশ্বর, তথা আমাদের ঈশ্বরের কাছে তাঁর মধ্যস্থতামূলক রাজ্য হস্তান্তর করছেন, যোহন ৬:৩৯; এর সাথে তুলনা করুন যোহন ১৭:১২ ও ১ করিন্থীয় ১৫:২৪।

(৩) বিশ্বাসীদেরকে যখন ঈশ্বরের সামনে নির্দোষভাবে উপস্থিত করা হবে, তখন তা কত না মহা এক আনন্দের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। হায়! এখন আমাদের দোষ ও অপরাধ নিয়ে কত না শঙ্কা, কত না দ্বিধা ও দুঃখ কাজ করে। কিন্তু যদি আমরা নিজেদের পাপ স্বীকার করিন্থীয় ও অন্তরে পবিত্র থাকি, তাহলে সামনে আমাদের জন্য আসছে মহা আনন্দের দিন। সে দিন আমাদের পরিত্রাণকর্তা সকল প্রকার পাপের দায় আমাদের উপর থেকে তুলে নিয়ে

আমাদেরকে নির্দোষভাবে ঈশ্বরের সামনে নিয়ে যাবেন। আমরা পবিত্র আত্মা ও শুদ্ধ অন্তর নিয়ে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে পারব। নিশ্চয়ই ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমা করে তাঁর কাছে টেনে নেবেন এবং তাঁর গৌরব, প্রতাপ, মহিমা, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে চিরকালের জন্য তাঁর একান্ত নিজের বলে প্রমাণ করবেন। এটাই হোক আমাদের আত্মার একান্ত কামনা। আমেন!